হেস্তনেস্ত



সামাজিক কৌতুক-গীতিনাট্য



শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চী-প্রণীত।

(বঙ্গাব্দ ১৩২০ সাল, ৩০শে ফাল্গুন, শনিবার
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।)

প্রকাশক—শ্রীতারকনাথ বাগ্‌চী।
৯।২, গৌরলাহা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা।

চতুর্থ সংস্করণ

একমাত্র বিক্রেতা—শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য,
'মিনার্ভা ষ্টল'—
৬ নং বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২০

মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার্—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়,

মেট্‌কাফ্ প্রেস্,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উৎসর্গ

বিদ্যোৎসাহী, আশ্রিত-বৎসল, কর্ম্মবীর, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে

মহাশয় মহানুভবেষু—

ভাগ্যবান্,

আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে একদিন গীতিনাট্য-রচনা করিবার যে বাসনা-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আপনার অনুরাগ ও উৎসাহ-বারি-নিষেকে সে অঙ্কুর তরুরূপে এখন পুষ্প-প্রসূ। এ ফুল আপনারই প্রাপ্য—সুতরাং আমি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ইহা আপনার শ্রীকরকমলে অর্পণ করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিলাম। ইহা শাল্মলী-পুষ্প হইলেও এই মধুমাসে আপনার মধুময় স্পর্শে মধুগন্ধময় হইবে।

আশ্রিত

শ্রীদেবকণ্ঠ শর্ম্মা।

পরম শুভাকাঙ্ক্ষী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু

মহোদয়-

স্পর্শমণি-যোগে লৌহ কাঞ্চন হয়, শুনিয়াছি। আপনার করস্পর্শে কাচ কাঞ্চন হয়, দেখিলাম।

কৃতজ্ঞ

দেবকণ্ঠ

চরিত্র।

পুরুষ।

কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষাল	...	ধনাঢ্য যুবক।
গোপেশ্বর	...	কার্ত্তিকের মামাশ্বশুর।
ভোলানাথ	...	কার্ত্তিকের বন্ধু।
অপূর্ব্বপ্রকাশ গড়গড়ী	...	গোপেশ্বরের কুটুম্ব।
সর্ব্বেশ্বর	...	গোপেশ্বরের পুত্র।
ত্রিলোচন	...	ঘটক।
নলিনাক্ষ	...	কলেজের প্রোফেসার।
শ্যামসুন্দর	...	হাইকোর্টের উকিল।
মাণিক	...	কার্ত্তিকের ভাগিনেয়।
গন্ধমাদন	...	ভৃত্য।
জেকব	...	ইহুদী ভদ্রলোক।

ওয়েটার, দরোয়ানদ্বয় ও কনষ্টেবল।

স্ত্রী।

নীলিমা	...	কার্ত্তিকের পত্নী।
জলী	...	গোপেশ্বরের পালিতা কন্যা।

ঝি-দ্বয়, রঙ্গিণীগণ ও সখীগণ।

কবিরাজ রমণীগণ, সাফ্রাজিষ্টগণ, নর্ত্তকীগণ।

সংযোগস্থল—বর্দ্ধমান ও কলিকাতা।

সুর-সংযোগকর্ত্তা—গ্রন্থকার। নৃত্যশিক্ষক—শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক গানগুলি নৃত্য-সংযোচিত।



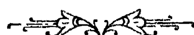
প্রস্তাবনা।

রঙ্গিণীগণের গীত।

ছিল যেমন খাঁটি তেম্‌নি মাটি এ বাংলাটি দেখ্‌তে পাই।
ক'র্‌লে দ্বন্দ, মেয়ে মন্দ, ক'র্‌ছে যার যা ইচ্ছা তাই॥
বিষম বিংশ শতাব্দীটি, সকল কাজেই extremity
দেখে শুনে হয় যে pity—village cityর দেয় দোহাই।
হাল ফ্যাসানের নরনারী, দুই-extraordinary
অর্দ্ধ-পুরুষ অর্দ্ধ-নারী, ভিতর বার-ই হায় কলাই॥
কোণে ব'সে মনে ভাবে, ফের একটা Babel গড়াবে,
আঁধার হ'তে আলোয় যাবে, জ্বেলে কাঠি দে শালাই।
পাপাচারী সমাজ-শাসক, হ'তে চায় সমাজ-শাসক
ক'র্‌ছে সব হচ্ছে যা সখ্‌ মশক হবে দেশের চাঁই॥
যুবার নাই Civility, Characterএ হায় cavity,
ছাড়িয়েছে সব লিমিটই Sublimityর গন্ধ নাই।
শাস্ত্রবাক্য শিকেয় তুলে, সমাজ-বাঁধন দিচ্ছে খুলে
কোর্টশিপের মাস্তলে ঝুলে, ম্যারেজ-সিন্ধু ত'র্‌বে ভাই॥
মেয়েগুলোর উঠ্‌'ল পাখা, দায় হ'ল অন্দরে রাখা,
ছুড়ে ফেলে শাড়ী শাঁখা, সাজ্‌ছে বিবি হায় সবাই।
বাড়্‌ছে রোগ ঘড়ি ঘড়ি, খরচ করে ঘরের কড়ি
কিনে দেও কল্‌সী দড়ী, ঘুচ্‌বে তবে সব বালাই॥



হেস্তনেস্ত



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

বৈঠকখানার বারান্দা।

কার্ত্তিকচন্দ্র ও ভোলানাথ।

ভোলা। বেজায় অন্যায়—বড় অন্যায়! কার্ত্তিক, তোমার ভারি অন্যায়!

কা। কেন, কিসে অন্যায়? অন্যায় বাবার—ঐ professional begger ঘটকগুলোর ছল-চাতুরী-মিথ্যে কথায় ভুলে, যখন আমার বয়েস এগারো, তখন বাবা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য পোঁটাপড়া—একটা ছ'বৎসরের দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে স্ত্রীরূপে আমার গলায় কল্‌সীর মতন বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন, সেটা বাবার অন্যায় না, আমার অন্যায়! সে কাজটা তিনি অতিশয় গর্হিত ক'রেছেন, সে জন্য তিনি এখন যেখানেই থাকুন, যেন একটু অনুতপ্ত হন।

ভো। আর তিনি না খেয়ে না দেয়ে চিরজীবন ঠেঁটি প'রে তোমার ভোগ-দখলের নিমিত্ত এই যে অতুল ঐশ্বর্য্য রেখে ৺গঙ্গালাভ ক'রেছেন, তিনি এখন যেখানেই থাকুন, তার জন্যেও যেন একটু অনুতপ্ত হন।

কা। কেন-কেন? ভোলানাথ, তুমি ব্যাচিলার আছ, তুমি জান না—ম্যারেজ—আর্লি ম্যারেজ—ম্যারেজ উইদাউট্ কোর্টশিপ্ কি ভয়ানক!—কি বিভীষিকাময়!—ওহো!—মনে ক'র্‌লে—

ভো। গায়ের পশম খাড়া হয়।

কা। যে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হ'বার সাহস রাখে, সে নিউবিয়ান্ ব্ল্যাকিংএর মত কালো, কি সিঁদূরের মত লাল, কি রামধনুর মত হর্‌রঙ্গা—

ভো। কি কামধেনুর মত বাচ্ছা না বিইয়েই—যখন দোও, দুধ দেয়—

কা। আরে না না—ঠাট্টা নয়। সে কালা কি কাণা, বোবা কি তোৎলা, কুঁজো কি খোঁড়া, খাঁদা কি বোঁচা—কিছুই আমি দেখ্‌লুম না। কতকগুলো বাজে লোক ক'নে দেখে এলো, আর পুরুতে গোটা কতক হিড়ির বিড়ের মন্তর্ প'ড়ে, চোখ ঢাকা বলদকে যেমন ঘানীগাছে জুড়ে দেয়, সেই রকম আমার বেওয়ারিশ্ গলায় সেই কল্‌সীটি বেঁধে দিলে! তাদের কি বল, নেও—এখন তাকে নিয়ে এই সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে শেষটা একেবারে তলিয়ে যাও!

ভোলা। ভায়া, সংসার একটা সমুদ্র ব'লে ত বোধগম্য হয় না। জল আর কোথায় বল, সংসারে চ'ল্‌তে পদে পদে ত হোঁচট্ খেতে হয়।

কা। আচ্ছা, তুমিই বল না ভোলানাথ, আমি ক'র্‌ব বিয়ে, আর মেয়ে পছন্দ ক'র্‌বে পাড়ার পাঁচজন লোক!—এ কি রকম—রোগ হ'ল চিনিবাসের, আর ওষুধ খাবে কেনারাম!

ভো। আর বেগতিক ঘ'ট্‌লে তীরস্থ হবে হলধর!

কা। Very right—very right. দেখ ভাই, তুমি বিয়ে কর নি বেশ আছ। এ রকম বিয়ে করা আর জীবনটাকে slow poison ক'রে মারা—একই কথা। দেনো স্ত্রীকে নিয়ে কি সুখ হয়?—দেনো জিনিস্ কখনো কি ভাল হয়?—দেখ না—শ্রাদ্ধের খাটগুলো কি খেলো! প্রণয়—নির্ম্মলা—নির্জ্জলা—সুজলা—সুফলা—স্বর্গীয় প্রণয়—

ভো। সে প্রণয়, কার্ত্তিক ভাই, জে'ন—স্বর্গের মন্দার বৃক্ষ কিনা মাদার গাছেই ফলে, এ দুনিয়ায় নয়!

কা। ভোলানাথ, নভেলী প্রণয়—কি ভেলহীন—কি খাদহীন—কি উজ্জ্বল—কি চক্‌চ'কে—ঝক্‌ঝ'কে—তক্‌ত'কে—

ভো। কি লক্‌ল'কে—কি লক্‌ল'কে—যেন লাউডগা সাপ!

কা। বুঝ্‌লে ভোলানাথ, তুমি class friend, তোমাকে বলি, আমি স্থির ক'রেছি—ফের বিয়ে ক'র্‌ব। এবার নিজে রীতিমত পছন্দ ক'রে ছ'মাস ছ'মাস কোর্টশিপ্ ক'রে তবে বিয়ে ক'র্‌ব।

ভো। সে বিয়েটা কোর্ট থেকে একেবারে রেজিষ্ট্রী ক'রে নিও—তা হ'লে ভারি পাকা হবে।

কা। বল কি? সে রকম রেজিষ্ট্রী করা চলে না কি?

ভো। খুব চলে!

কা। আচ্ছা ভোলানাথ, তুমি ত আমার friend, এ'স দুজনায় এক সঙ্গেই কোর্টশিপ্ ক'রে বিয়ে করি না?

ভো। কি—একটা মেয়েকে?

কা। আরে না না—দু'জনা দু'টোকে!

ভোলা। তোমার মতন ত আমার অগাধ টাকা নেই! বিয়ে ক'রে শেষ

ছেলে পুলে হ'লে খাওয়াব কি? Historyতে ত প'ড়েছ, রাজা মানসিংহের বারো শো বেগম ছিল, তুমিও মনে ক'র্‌লে একটা গ্রামকে গ্রাম উজোড় ক'রে বিয়ে ক'র্‌তে পার। তোমার ভাবনা কি?—অগাধ টাকা!

কা। তা যাই বল, আমি রীতিমত কোর্টশিপ্‌ ক'রে বিয়ে ক'র্‌ব। তাতে যদি তেমন বুঝি, জা'ত-বিচারও ক'র্‌ব না।

ভো। ভ্যালা মোর দাদা, প্রেমে আবার জা'ত-বিচার কি? যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম। তাই ক'র—তাই ক'র—আমরা সব বরযাত্রী যাব।

কা। যাবে ত—যাবে ত?—এইরূপ বিয়েয় তোমার মত আছে?

ভো। তুমি যখন এত মত্ত হ'চ্ছ, তখন আমার মত ত থাক্‌বেই। আচ্ছা কার্ত্তিকচন্দ্র, এত দিন পরে তোমার কোর্টশিপ্‌ বাই চেগে উঠ্‌ল কেন বল দিকি?

কা। দেখ ভাই, আমার সেই স্ত্রীকে আন্‌বার জন্যে মা বিন্দাবন থেকে আমাকে খুব জেদ ক'রে পত্র লিখেছেন। লিখেছেন—"যদি বৌমাকে ঘরে না নিয়ে এস, তা হ'লে আমি আর বাড়ী ফির্‌ব না।" তা আমি ঠিক ক'রিছি—সে বৌ যেমন আছেন, থাকুন—আমি একটা মনের মতন নূতন বৌ ঘরে এনে রেখে দিই।

ভো। তাই ভাল—আমি এখন চল্লুম—আবার দেখা হবে।

কা। এস না—এস না। যে কটা দিন বাড়ী থাক, এস। এই বিয়ের সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করা যাবে।

ভোলা। বেশ—বেশ। আচ্ছা দেখ, একজন All India Marriage Alliance Companyর Secretary আছে—দিন রা'ত্‌ সে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়—কা'ল তাকে এখানে দেখিছি। ক'ল্‌কাতার

তার সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল—সে ঠিক তোমার মনের মত ক'নে জুটিয়ে দিতে পা'র্‌বে। তাকে খুঁজে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব?

কা। বেশ ত—বেশ ত—এখ্‌খুনি।

ভো। তবে আমি তাকে দেখি। [ভোলানাথের প্রস্থান।

কা। ভোলানাথ আমার bosom-friend—বেশ লোক। বিয়ে না ক'রে বেশ সুখে আছে। আমার যে একবার বিয়ে হ'য়ে গেছে—তা নইলে ওর মতন ব্যাচিলার্‌ থাক্‌লে বেশ হ'ত। উহুঁ—আমার অতুল ঐশ্বর্য্য—আমি কি এ ঐশ্বর্য্য একলা ভোগ ক'রে উঠ্‌তে পারি?—আমার মনের মতন দোসর চাই। তার ওপর আবার মার চিঠি। এই যে—কে একটা ফিরিঙ্গি সায়েব আ'স্‌চে। ভোলানাথ যার কথা ব'লে গেল—এ সেই নাকি?

(অপূর্ব্বপ্রকাশের প্রবেশ।)

দ্বৈত-গীত।

অ। All India Marriage Alliance Companyর
আমি Secretary
আমি ক'র্‌ছি promise, আছে কত Miss
ব'ল্‌ছি সাফ better-half ঠিক্ হবে তোমার fairy.

কা। Thank you—thank you—thank you তা যদি হয় ত
ক'র্‌ব না কিছুই care-ই।
আমি fairyকে ক'র্‌ব পেয়ার-ই।
তবে যদি তার থাকে পাখা, দায় হবে রাখা,
সে যে উড়িয়া করিবে পলায়ন।

অ। No fear, my dear!

সে যে ডানা-কাটা পরি, আহা মরি মরি,
কিবা রূপ তার paragon.
তার রূপের বাহারে Desdemona কি Julliet হারে
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা, তার রূপ দেখে হতভম্বা
তার Lover হবার fit person
তোমার মতন millionaireই

কা। বল কি—বল কি মাইরি ? Please what her education ?

অ। Passed Matriculation.

কা। হবে মরি কি মধুর relation ! Please what her age ?

অ। Sweet seventeen—an age for marriage.

কা। তিনি হবেন আমার প্রাণের পাখী, আমি হব তাঁর cage.

অ। Ten thousand hard cash—give her marriage dowry

কা। I am at your services জান্‌বেন every hourই

অ। Twenty thousand Rupees worth দিতে হবে তারে Jewellery.

কা। Better-halfএর loveএর তরে সব পারি—আমি সব পারি !

অ। তবে ঠিকঠাক, কেউ বাজা ঢাক—ল্যাঠা চুকে যাক্
দেও সাত পাক, ওহে fairy-হৃদয়-বিহারী।

উভয়ে। আজ আমোদ ভারি—আমোদ ভারি—আমোদ ভারি॥

অ। Very good—এখন শুনুন——শুনুন Hear hear Ladies and Gentlemen !

কা। আজ্ঞে আজ্ঞে—এখানে Ladies and gentlemen কোথায় ?

অ। Very good—আমার লেকচারের চারে ladies and

gentlemen এসে প'ড়্লেন ব'লে। যতক্ষণ না আসেন, ততক্ষণ আপনিই—আপনার নাম ?

কা। আজ্ঞে—কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষাল।

অ। O! গো-শাল—Cowshed—Ladies and Gentlemenএর Proxy O mr. Cowshed, আমি এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম এবং ঈশান নৈঋত অগ্নি বায়ু জল স্থল উর্দ্ধ অধঃ প্রভৃতির A থেকে Z পর্য্যন্ত স্থানসমষ্টি পর্য্যটন, পর্য্যালোচন, পর্য্যভক্ষণ, পর্য্যবসন করিছি—কিনা ধরুন Aতে America, আম্‌তা Adrianople, আনরপুর, Africa, Ambala, Andaman, আলম বাজার ইত্যাদি। Bতে Belgium, Benares, Blacklava, বেলুড় Belvedere, বরানগর, বোম্বাই, বলহরিপুর, বঁ্যাটরা, বাগবাজার ইত্যাদি। Cতে Calcutta Columbo, Contai, কটক, কলাগেছে, কলুটোলা ইত্যাদি। Dএ Delhi, ডুমজোড়, Deradoon, Dervanga, Diamond Harbour, Dundi, Damukdia, Deragazikhan, দক্ষিণেশ্বর দর্জ্জিপাড়া ইত্যাদি। Eতে Effel tower, Etna Mount, Ellen Teri, English Channel, Ekbalpur, Eden Garden ইত্যাদি। Fএ ফরেকাবাদ, ফেণী, Fairy-land, ফতেপুর শিক্‌রি ফোর্ট উইলিয়াম ইত্যাদি। সেইরূপ G. H. I. J. K. L. এতে ঐরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি;—তার পর Mতে My-mensing, Malta, Mathura, Mullanga, Mulher Rao Holkar, Mallacca, Moral Class Book, Midnapur Municipal Office. Mecca, makurda, Minerva Theatre ইত্যাদি ইত্যাদি।

কা। ওরে বাবা—Secretary মশাই থামুন—থামুন।

অ। এখন Volcanic eruption হ'চ্ছে—থামা আর আমার হাত নয়—থামা আর আমার হাত নয়! Nএ Narayngani, Navadwipa, Natal, Nainital Norway, Narkeldanga, Narajol, Nayadumka, Nalhati, Nagar Sankirtan ইত্যাদি ইত্যাদি—

(ত্রিলোচন ঘটকের প্রবেশ।)

ত্রি। এ কেরে বাবা! (অপূর্ব্বের মুখ চাপিয়া ধরিয়া) আরে থাম থাম।

অ। O-তে Ootkamond Observatary, Overland Mail, ওলকপি ইত্যাদি। Pতে Pyramid Panama. Punjab, Panchanantala, Parallelogram, Patilpara, Puli polao, Pandua, Patagonia, Pagla Garad ইত্যাদি ইত্যাদি—

ত্রি। (পুনর্ব্বার মুখ চাপিয়া ধরিয়া) আরে থাম্না বে বাপু—তুমি কে হে—পাগলা গারদ থেকে আস্‌ছ, তা'ত বুঝ্‌তেই পেরিছি।

অ। ঐরূপ Q R S T U V W X Y Zএতে Zebraland Zigzag Lane Zoological Garden ইত্যাদি ইত্যাদি—

ত্রি। চিড়িয়াখানার ফেরত মশাই, থাম না।

অ। আমি এই সমস্ত দেশ পরিক্রমণ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি—এই অতিশয় প্রগাঢ় পরিভ্রমণে আমার মনে যে কি ভাবের উদ্রেক—উদ্বেগ—আবেগ বাসা পাতিয়াছে, তাহা বলিবার ভাষা শব্দকল্পদ্রুম, Webester Dictionary এমন কি Encyclopædia Britanicaতেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি নিজের গ্রাম ও দেশ বিদেশের লোকের সহিত পরিচিৎ হইয়া বুঝিয়াছি যে, marriage without

courtship, is like a ship without a sail or a Raja without a tail or a Heaven without Hell—

কা। আজ্ঞে, কিম্বা যেমন মেঘনাদ without মাইকেল।

অ। Or a female without a male; therefore, marriage without courtship is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. তাই বলি কোর্ট্‌শিপ্‌ কর—এখ্‌খুনি কর—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? O coward! forward, forward! quick march! জাতিভেদ তুলে দাও। ডোম ডোক্‌লা, হাড়ী মুচি, কাণা খোঁড়া, খেঁদী বুঁচী—যারে পাও, তারে খাও। এখানে খাও মানে কোর্ট্‌শিপ্‌ কর। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ—সবাই কোর্ট্‌শিপ্‌ করে। কোর্ট্‌শিপ্‌ না ক'রে যে মরে, সে স্বর্গে যেতে পায় না—বাপ পিতামহ তার হাতের পিণ্ডি খায় না—আর কি হয়, তা—বলা যায় না।

ত্রি। তবে বাপু, আর ব'ল না। সটান ত্‌ ঠ্যাং হাঁকিয়ে দেও—বাসায় গিয়ে হাওয়া খাও, আর আমাদের মাথাটা কিনে নাও।

অ। আমি হাওয়াও খাব না, মাথাও কিন্‌ব না।

ত্রি। তবে কি ক'র্‌বে?

অ। বক্তৃতা ক'র্‌ব।—কোর্টশিপ্‌—কোর্টশিপ্‌—

কা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমারও ঐ কথা—আমারও ঐ কথা।

ত্রি। তুমি কে হে?

অ। আমি এ, পি, গড়গড়ি স্কোয়ার!

ত্রি। তা এখানে ম'র্‌তে এসেছ কেন?

অ। এর বে দিতে এইচি।

ত্রি। বাপু এঁর যে বে হ'য়েছে!

অ। বিবাহ হ'য়েছে?—তা ত কই ইনি বলেন নি? যখন বলেন নি, তখন সে বিবাহ হ'লেও আধুনিক Marriage Penal Codeএর সাত শো তিপ্পান্ন ধারা মতে অসিদ্ধ এবং অপক্ক—Null and void —সে বিবাহ কেবল করা'তে বন্ধন এবং করিতে ক্রন্দন।

ত্রি। কে তুমি আঁটকুড়ীর নন্দন? তা বাপু এঁর ত বিয়ে দেবে— এঁর পরিবারটির কি গতি হবে?

অ। তাঁরও একটা বিয়ে দিয়ে দেব।

ত্রি। (স্বগত) ওঃ বাবা—এ শালা বলে কি? (প্রকাশ্যে) বাপু! সে যে সধবা—তার বিয়ে দেবে কি?

অ। হ'লেই বা সধবা—নিশ্চয় ফের বিয়ে দিয়ে দেব। এখুনি দেব —এই দণ্ডে—এই ঘণ্টায়—এই মিনিটে। Hear, Mr. Cowshed, hear! Grand Idea—Reformationএর নিশেন তুলুন। দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। আপনি কোর্টশিপ্ ক'রে বিবাহ করুন এবং কোর্টশিপ্ করিয়ে আপনার পরিবারের বিয়ে দিয়ে দিন্। Double courtship—Double marriage—প্রস্তুত হ'ন— প্রস্তুত হ'ন। Bride, bridegroom—পাত্র পাত্রী সব ঠিক।

ত্রি। (স্বগত) ওঃ এতক্ষণে বুঝ্‌লুম—এ শালা একে একটা যা তা জুটিয়ে দিয়ে এর মাগ্‌টিকে হাত ক'রবার চেষ্টায় আছে! দাঁড়াও, তোমার মৎলব ভাঙ্‌চি, আমিও ত্রিলোচন ঘটক। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঘটক সাহেব, এঁর ত একটি পাত্রী ঠিক ক'রেছ—এঁর পরিবারের পাত্রটি কে হবে?

অ। কেন—আপনি!

ত্রি। রাম! রাম! দুর্গা। দুর্গা! (স্বগত) এ শালা দেখ্‌চি ঠিকই

পাগ্‌লা গারদ্‌ থেকে ছ'ট্‌কে বেরিয়েচে। (প্রকাশ্যে) তুমি ব্যাটা জোচ্চোর—কিছু মৎলবে এসেছ—ডাক্‌ ত কার্ত্তিক পুলিশ।

অ। কি! আমি জোচ্চোর—

গীত।

অ। I am a pacca match-maker.

বাড়ী বাড়ী গিয়ে খুঁজে দেখি, কোথা ম্যারেজ হয় নি কার॥

ত্রি। আমি চিনি তোরে যা যা ব্যাটা স'রে, ঘোর দোরে দোরে,

পুলিশের হাতে দেব তোরে ধ'রে—ভ্যাগাবণ্ড ব্যাটা তুই বেকার॥

অ। Shut up—shut up—shut up—মৎ বল তুমি সকার বকার।

(আস্তেন গুটাইয়া ত্রিলোচনকে ধরিতে যাওয়া)

অ। আমার আগুেন টাইট ক'রব ফাইট—

রঙ্‌কে ক'র্‌ব রাইট্‌

আমি ডন্‌কুইক্‌সোট নাইট্‌

বেশী বাড়াবাড়ি কর যদি তুমি, ছেড়ে দেবো ডীনামাইট।

কা। ওকি! ওকি! ওকি!—কর কি? কর কি?

কেন ধরাধরি—কেন মারামারি,

ওঃ বাবা এ যে গতিক খারাপ, দিতে হয় বুঝি 'প'-এ আকার।

(গন্ধমাদনের লাঠি হস্তে প্রবেশ)

গন্ধ। কি হ'ল—কি হ'ল? বল বল বল, দিচ্ছি নাদ্‌না নাদন—

আমার নামটি গন্ধমাদন।

ত্রি। দাও ত ডাণ্ডা—কর ত ঠাণ্ডা, ওরে বাছা যাদুধন

ওকে জানাও লাঠির আস্বাদন—

(ঝাঁটা হস্তে ঝির প্রবেশ)

ঝি। না না না না না না, মের না মের না, পাবে তাতে মনোবেদন-

ত্রি। ঝি !

গন্ধ। ঝি !

কা। ঝি !

অ। ঝি !

ত্রি। তবে কি ?

গ। কি ?

কা। কি ?

অ। কি ?

ঝি। ঝাঁটা মেরে ওরে কঁ্যাথা চাপা দাও যতই করুক রোদন :

ত্রি। ঠিক ব'লেছিস্ তোর কথাটাই কর্চ্ছি অনুমোদন !

অ। এখন যা করেন মধুসূদন (কাঁপুনি)

কা। প্রাণ নিয়ে তুমি কর পলায়ন—কর হে প্রাণের উপকার।

অ। Very good আমি আস্‌ব আবার—Good night.

কা। নমস্কার।

[অপূর্ব্বপ্রকাশের প্রস্থান।

গ। এবার এলে এই লাঠিতে—

ঝি। না—না—না আঁশ বঁটিতে—

ত্রি। কিছু না—কিছু না—এই চটিতে—

গ, ঝি, ত্রি } দেখ্‌বে অন্ধকার—সায়েব দেখ্‌বে অন্ধকার।

[গন্ধমাদন ও ঝিয়ের প্রস্থান।

ত্রি। এ কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছিস্‌!—তোর এমন সতী লক্ষ্মী মাগ! আর তুই কিনা তলে তলে এই সব ক'রে বেড়াচ্ছিস্‌?—তার নিশ্বাসে যে তুই ভস্ম হ'য়ে যাবি?

কা। তা হই হব—তবু আমি কোর্টশিপ ক'রে ফের বে ক'র্‌ব—সে মাগ্‌কে নেই মাঙ্‌তা।

ত্রি। উচ্ছন্ন যা—উচ্ছন্ন যা।

কা। তা যাই যাব।

ত্রি। শোন্‌, আমার কথা শোন্‌—তোর পরিবার বয়স্থা হ'য়েছে। ঘরে এনে ঘর-ঘরকন্না কর। না আনিস্‌, তোর মামাশ্বশুর ব'লেছে—তোর কাছে রেখে দিয়ে যাবে।

কা। তা যায় যাবে। আমি সে পরিবার নেব্‌না।

ত্রি। কেন নেবে না?

কা। সে বিয়ে তাঁবাদি হ'য়ে গেছে।

ত্রি। আমার সঙ্গে চালাকী! বিয়ের আবার তাঁবাদি কি? এই ক' বছর ঘর করে নি ব'লে মনে ক'রেছিস্‌ ফারখৎ ক'র্‌বি? তা এই ত্রিলোচন শর্ম্মা বেঁচে থাক্‌তে হচ্ছে না। আমি আদালতে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌ব না, তোর বাপের শ্রাদ্ধে তোর মা বৌকে আন্‌তে চেইছিল—তুই তাই শুনে গলায় দড়ী দিতে গেলি, তোর মা মনের দুঃখে তীর্থে চ'লে গেল?

কা। আজ্ঞে, মার অনুমতিতেই ত আমি এ সব ক'র্‌ছি।

ত্রি। বেল্লিক, তুই মাতৃনিন্দা করিস্‌!—তোর মুখ দর্শন ক'র্‌তে নেই—তোর নরকেও ঠাঁই হবে না—রাম! রাম! দুর্গা! দুর্গা!—

[প্রস্থান।

কা। হাম নেই ছোড়েগা—কোর্টশিপ্‌ করেগাই করেগা।

(মাণিকের প্রবেশ)

মা। দেখ মামাবাবু, কেমন চটি জুতো কিনে এনিছি।

কা। চারিদিক্ থেকে জ্বালাতন ক'রে মা'র্‌লে। (মাণিকের প্রতি) দেখি—দেখি (জুতা দেখিয়া) আরে এ কি করিছিস্ ?—এ জুতো যে তোর পায়ের চেয়ে ঢের বড়।

মা। দাস কোম্পানার দোকানে ছোট জুতোরও যে দাম, বড় জুতোরও সেই দাম। তাই সরকার মশাই ব'ল্‌লেন,—বড় কেনাই ভাল, নইলে ঠকা হবে—পা ত দুদিন বাদে বড় হবে!

কা। সরকারের বেশ বিদ্যে! আচ্ছা আচ্ছা যা—

[মাণিকের প্রস্থান।

কাগজখানা আবার এখানে ফেলে গেল। (কাগজ কুড়াইয়া লইয়া) এ কি! এ কি! এতে যে একটা বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখ্‌ছি। Wanted—a young handsome fairly-educated husband for a very beautiful girl of seventeen. A Brahmin preferred. Must go to England. Enclose photo in application. M. L. Gangerji Bar. at Law, 82, Ballygunj Road, Calcutta. Gangerjiটা কি উপাধি? বোধ হয় যেমন বন্দ্যোপাধ্যায় Banerji তেম্‌নি গঙ্গোপাধ্যায় Gangerji—এ সুযোগ ছাড়া হবে না। খোদা মিলিয়েছে। এখ্‌খুনি একখানা চিঠী লিখে দেওয়া যাক্। Photo চেয়েছে—কোন্ ফটো দিই? Skeleton কোম্পানীর বাড়ীর ফটোখানাই সব্‌বার চেয়ে ভাল। applicationটা কি রকম লেখা যায়? Letter-writer দেখে লিখিগে। লিখে তবে খাওয়া দাওয়া। কে জান্‌ত বাবা, জুতো বাঁধা কাগজের ভেতর থেকে এমন fairy বেরুবে! কল্‌কাতার

লোক—সাবধানে চ'ল্‌তে হবে—এ কেমন fairy—আমিও ফটো চেয়ে পাঠাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পার্ক।

নলিনাক্ষের পাইচারী।

নানা পরিচ্ছদধারিণী Suffragist রমণীগণের প্রবেশ।

গীত।

আমরা Free-love-dealer, Marriage-killer
She-bachelor দল।
Fie fie marriage tie, পাই দাই উড়াই কম্বল, ভাঁজি ডম্বল॥
রইনা অন্দরে বন্ধ, সইনা বন্ধনের গন্ধ—
কোটর ছেড়ে মোটর চ'ড়ে হাওয়া খাই পার্কে;
খোলা প্রাণ পেখম ধরে, আমোদে নৃত্য করে,
মোদের পায় আর কে?
Go to Hell Betrothal Damned মালা বদল॥
আমরা কেউ এডিটর, কেউ বা অথর, কেউ বা Scientist,
কেউ ল-ইয়ার কেউ ডক্‌টর—কেউ বা Typist,
খুঁজে North South West East, শীকার করি পুরুষ—beast
আবার ধ'র্‌তে লভার করি হভার—

Free love-এর rough ocean এ আমরা Man-of-war,
বাগ্ পেলে তাগ্ বুঝে করি নয়ন-Gun-fire ;
Bangle অ'সি ঝনৎকার, শুন্‌লে ভয় না হয় কার ?
মোদের ফন্দীতে সব বন্দী হ'য়ে সন্ধি করে পুরুষ অবল ॥

[প্রস্থান।

ন। এ কি বিলেতের মতন এখানেও Suffragettes দল বেরুল নাকি ?

(শ্যামসুন্দরের প্রবেশ)

আরে শ্যাম এত দেরি ক'রে এলে! এখানে সব Suffragette বেরিয়েছে। বলে Free-love-dealer, marraige-killer she-bachelor.

শ্যা। ওরা she-bachelor নয় নলি দা, ওরা bitch এদ্দিন professor-ই ক'রে শেষে ব্যাকরণ ভুল্‌লে নাকি ?

ন। তোমার মতন teacher পেলে তিন দিনে দোরস্ত হ'য়ে যাব ভায়া! এত দেরী ক'রে এলে যে ?

শ্যা। আরে ভারি মজা, what capital fun! এই delivery-তে আমি A. P. র একখানা letter expect কচ্ছিলুম।

ন। অপূর্ব্বর ?

শ্যা। অপূর্ব্ব কি বল ?—A. P. Gorgary Esquire, Secretary, All-India-Marriage-Alliance Company.

ন। তার পর ?

শ্যা। Here is the most—what shall I say—কি ব'ল্‌ব ?—most damnedest fun.

ন। কি ব্যাপারটাই বল না।

শ্যা। আমি অপূর চিঠির আশা ক'রে ব'সে আছি। ডাক-হরকরা এক চিঠি এনে উপস্থিত—আমাদেরই বাড়ীর ঠিকানা। addressed to M. L. Gangerji Esquire.

ন। M. L. Gangerji কে?

শ্যা। M. L. Gangerji ব্যারিষ্টার। দেড় বছর আগে আমাদের বালীগঞ্জের এই বাড়ীতে ভাড়াটে ছিল। সেই যে—যার পঁচিশ বছরের আইবুড়ো এক মেয়ে ছিল।

ন। হাঁা হাঁা—দিনকতক কাগজে কাগজে Bridegroomএর জন্যে খুব বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

শ্যা। নলি দা, তোমার ত খুব মেধা—ঠিক মনে আছে।

ন। তা ও চিঠিখানা কিসের? খুলে প'ড়েছ নাকি?

শ্যা। নলি দা, তুমি কি দিন দিন Sceptic হ'চ্ছ?—চিঠি প'ড়েছি তার আর সন্দেহ আছে!

ন। ছি—ছি—পরের চিঠি পড়া পাপ।

শ্যা। দাদা! তুমি হয়ত কোন্ দিন ব'লে ব'স্‌বে পরচর্চ্চা করাও পাপ।

ন। O Lord!—no—এমন কথা আমি বলি! তা হ'লে দিনগুলো কাটে কি ক'রে?

শ্যা। তবে শোন—আগে চেহারাখানা দেখ দিকি। (ফটো দেখান)

ন। বা!—বা! এ যে একজন প্রেমিক পুরুষ! কালাপেড়ে ধুতি, পাঞ্জাবী গায়, গার্ড চেন গলায়, পাম-সু পায়—তার ওপর আকাশের দিকে চেয়ে আছে!—কে এ মহাত্মা?

শ্যা। শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষাল।

ন। শ্রীমান্ বটে। তবে ঠিক যে কার্ত্তিকের মত—তা বোধ হয় না। কি চান ইনি?

শ্যা। Post of Mr. Gangerji's son-in-law vacant—সেই পদের প্রার্থী।

ন। বোধ হয়, কোন্ পুরোণো পচা খবরের কাগজে সেই advertisement দেখে কোন্ পাগল এই কীর্ত্তি ক'রেছে।

শ্যা। Madras থেকে এক নেটিভ christian এসে ত Mr. M. L. Gangerjiর সেই হিড়িম্বা কন্যাকে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছে। এখন এ applicantএর উপায় ?

ন। এখন উপায় হ'চ্ছে—এই যুবকের একটি better-half যোগাড় ক'রে দেওয়া।

(গোপেশ্বরের প্রবেশ)

শ্যাম। এই যে গোপেশ্বর বাবু আস্‌ছেন। "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং" গোপেশ্বর বাবু, আমরা এক বিষম সমস্যায় পড়িছি। এই ফটো দেখুন ত।

গো। (ফটো দেখিয়া) এ যে আমার এক ভাগ্নীজামাইএর ফটো ! ব্যাপার কি ?

ন। আপনার ভাগ্নীজামাই !—এই চিঠি পড়ুন।

গো। (চিঠি পাঠান্তে) বটে ?—তাই বটে—তাই বটে ! ত্রিলোচন ঘটককে এই ছোঁড়ার কাছে পাঠিইছিলুম মশাই। ছোঁড়া বে ক'রেছে—পরিবারের মুখ দেখে না। ত্রিলোচন ঘটক ফিরে এসে ব'ল্‌লে—"হতভাগা ছোঁড়া কোর্টশিপ্ ক'রে বে ক'র্‌বার জন্যে ক্ষেপেছে। আমার ভাগ্নীটি পরম সুন্দরী। যেমন রূপে, তেমনি গুণে। মেয়েটির বাপ মা নেই। আমি মানুষ ক'রে আস্‌ছি। যত্ন ক'রে লেখাপড়া শিখিইছি। কাজে কর্ম্মে কেমন ! এমন স্ত্রী থাক্‌তে ছোঁড়া তাকে নেবে না।

ন। তবে ত ঠিকঠাক সব মিলে গেছে।

শ্যা। গোপেশ্বর বাবু, যদি রাগ না করেন, ছোক্‌রাকে নাকাল ক'রে একটু আক্কেল দিই।

গো। এক্‌শো বার। সে ত আহ্লাদের কথা; কিন্তু এ Gangerji কে?

ন। আমরা যে বাড়ীতে আছি—দেড় বছর আগে ঐ বাড়ীতে Gangerji ব'লে এক ব্যারিষ্টার ভাড়াটে ছিল। আপনার ভাগ্নী-জামাই এর চিঠীতে যেমেয়ের কথা আছে, সে তারই মেয়ে।

গো। আবাগের ব্যাটা ভূত।

শ্যা। নলি-দা, পয়লা এপ্রেল কবে?

ন। ঠিক ঠিক একত্রিশে মার্চ্চের পর।

শ্যা। এই পয়লা এপ্রেল ছোক্‌রাকে fool বানান যাক্। কেমন গোপেশ্বর বাবু?

গো। বেশ কথা, একবার যদি ক'ল্‌কাতায় কায়দার ভেতর এনে ফেল্‌তে পারেন—বুঝি তার Courtship ক'র্‌বার সখ্ কি রকম!

শ্যা। শুনুন—Gangerjiর মেয়ের ফটো চেয়েছে। একখানা Gangerjiর নাম ছাপান letter paperএ চিঠি নিয়ে একটা যার তার ফটো পাঠিয়ে পয়লা এপ্রেল Courtshipএর নেমন্তন্ন ক'রে পাঠান যাক্। তার পর 'ক্ষেত্র কর্ম্ম বিধীয়তে।'

গো। যা ক'র্‌বেন—আইনটা বাঁচিয়ে ক'র্‌বেন।

শ্যা। মশাই! ডেপুটীর সর্ব্বদাই আইনভঙ্গের ভয়! তা ভাব্‌বেন না। ১লা এপ্রেলে অনেকে অনেককে ও রকম নাস্তানাবুদ—নাকাল ক'রে থাকে।

ন। ফটো ত পাঠান যাবে—কি নাম দেওয়া যায়?

। যে নামই দেন—"নীলিমা" নাম দেবেন না।

শ্যা। নীলিমা বুঝি আপনার ভাগ্নীর নাম ?

গো। হাঁ—এখন চলুন, যাওয়া যাক্। সন্ধ্যা হ'ল। আরও অনেক পরামর্শ আছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

পুরুষ ও রমণীগণের প্রবেশ।

রমণী। মিন্‌সেরা ঝগ্‌ড়া ক'রে বেঁধে ধ'রে
আমাদের গলায় দিলে পৈতে।
বলে বামনী হবি স্বর্গে যাবি কথা কইতে কইতে ॥
পাগ্‌লা পঞ্চু তর্কচঞ্চু পণ্ডিতের প্রধান,
নারীর পৈতে শাস্ত্রে আছে দিয়েছে বিধান
যেমন যেমন জাতি বর্ণ, প'রছি পৈতে নানাবর্ণ,

কলুনী। আবার এই কলুর পৈতে কৃষ্ণবর্ণ লিখ্‌ছে মনুর বইতে ॥

পুরুষগণ। হাড়ী মুচি ডোম ডোক্‌লা নিইচি Holy thread,
Great Eastern Hotel থেকে খাচ্ছি Holy bread,
করি না ঢোল শানাই বাদ্য, পুরুত হ'য়ে করাই শ্রাদ্ধ,
বামুনগুলো হ'ল শূদ্র, ছিল ভদ্র হ'ল ক্ষুদ্র,
আমরা পৈতে লইতে ॥

ধোপানী। ধোপানীর এই নারকোল কাছি গেলেই বাঁচি
পারি না আর বইতে ॥

সকলে। আমরা সব দিব্যি আছি মিলে গেছি
মুড়ী মিছরী খইতে॥
এখন ভাব্‌চি সবে উঠ্‌ব কবে
স্বর্গে যাবার মই-তে॥

চতুর্থ দৃশ্য।

বৈঠকখানা।

ফটো-হস্তে কার্ত্তিক।

কা। বাহবা কি বাহবা!—কেল্লা ফতে কিয়া!—কেল্লা ফতে কিয়া! এতদিন ধ'রে যা খুঁজ্‌চি—ঠিক তাই পেইচি। এমন চেহারার স্ত্রী না হ'লে কি স্ত্রী! আর এ যখন ব্যারিষ্টারের মাগ্—না—না খুড়ি—মেয়ে, তখন লেখাপড়াতে একেবারে বৃহস্পতির পিস্‌তুতো শালী না হ'য়ে যায় না। ও গ্যাদা (নেপথ্যে "আজ্ঞে যাই") নারিকোল তেলের গন্ধওয়ালা ওয়াক্ থু—সিঁদুর-পরা—বাঙালী ক্যাসানের Cadaverous মাগ্‌ ছি ছি!—গলায় দড়ী! ওরে গ্যাদা! (নেপথ্যে "আজ্ঞে যাই বাবু") আহা! কি খঞ্জনগঞ্জিকা আঁখি!—অথবা কি মৃগয়ানয়ন!—তাতে মৃগেন্দ্রের শৃঙ্গযুগলতুল্য কি ভুরু! কি ভ্রমর কৃষ্ণরাধিকাবৎ দোল-চাঁচর কুন্তল—কি সিঁথা!—একেবারে নাকের সোজা দুধারে নবজলধর-পটোল-উচ্ছেবৎ কালো চুলের মাঝে যেন হুগ্‌লী ব্রীজ ভাস্‌ছে!

(গন্ধমাদনের প্রবেশ)

গ। এ কি! বাবু এ কার চেহারা দেখে মোহিত হ'য়েছে? বাবু—বাবু—

কা। (ফটো দৃষ্টে) কেরে আমার ধ্যান ভঞ্জন ক'র্‌তে মদন এলি নাকি? ভাল চাস্ তো পালা।

গ। তা—পালাচ্ছি—তা পালাচ্ছি (গন্ধমাদন প্রস্থানোদ্যত)।

কা। কি রে ব্যাটা পালাস্ কেন?

গ। এই যে তুমি পালাতে ব'ল্‌লে।

কা। তুইত মদন ন'স্?

গ। আজ্ঞে আমি মদন দাসের পিশতুতো ভাই—গন্ধমাদন।

কা। তবে পালাবি কেন? দাঁড়া—দাঁড়া (গন্ধমাদনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখাইয়া) কি ক্লারিনেট বাঁশীসম প্রাণনাশিকা নাসিকা! তার ভেতরের যুগল সুড়ঙ্গ যেন জগন্নাথ-বলরামের মত পাশাপাশি বিরাজমান র'য়েছে!

গ। বাবু ক্ষেপ্‌ল নাকি? আমার মুখ চোখ দেখিয়ে কি বলে?—

কা। (একবার ফটো একবার গন্ধমাদনকে দেখিয়া) ঐ দুই সুড়ঙ্গের মাঝে রয়েছে—সুভদ্রারূপিণী নাকের ভেতরকার বেড়া! কি পক্ব প্রতিবিম্ববৎ তাম্বূলরাগিণীরঞ্জিত ওষ্ঠধরাধর!

গ। বাবুকে ভূতে পেয়েছে না কি? এমন ধারা আবোল তাবোল ব'ক্‌ছে কেন?

কা। কি গোলাপী গাণ্ডারীবৎ গণ্ড!

গ। বাবু বলে কি?

কা। কি বর্ণ!—কেমিকেল স্বর্ণ কোথায় লাগে! ওরে ব্যাটা গ্যাদা!

গ। বাবু, এই যে তোমার কাছেই রইচি! দেখ্‌তে পাচ্ছ না? দেখ্‌বে কি, বাবু আপনার ভাবেই আপনি মত্ত,— বাবু কি ব'ক্‌ছ?

(ফটো দেখিয়া কার্ত্তিকের মুখভঙ্গী করণ)

কা। কি বিরূপাক্ষ কটাক্ষ! আবার কি মধুর!—কি সুধামাখা নাম— শ্রীমতী উর্ব্বশী দেবী! বাঃ বাঃ! এ উর্ব্বশীরূপসী আমার হৃদয়ে পশি হৃদয়ের যত মসী নাশি শত শশীর উদয় করাবে।

গ। (কার্ত্তিকের কানের কাছে মুখ লইয়া) বাবু—বাবু—আমাকে ডাক্‌ছিলে?—আঃ গেল যা—এ যে রা কাড়ে না! তুমি সেজে গুজে কোথায় চ'লেছ?

কা। আমি যেখানেই যাই না কেন—তোর কি?

গ। তবু!

কা। আমি যমালয়ে যাচ্ছি—তোর কিরে ব্যাটা!

গ। আমার বড় কিছু নয়—তা, সেখানে যেতে ত অত সাজ-গোজের দরকার হয় না?

কা। মর্ ব্যাটা—আমি যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ী।

গ। গলায় দেবার দড়ীগাছটা সঙ্গে নিয়েছ ত? বলনা—কোথায় যাচ্ছ?

কা। এই যে ব'ল্লুম—শ্বশুরবাড়ী।

গ। তা—এ দুর্ম্মতি তোমার কবে হ'ল?

কা। দুর্ম্মতি কি?—সুমতি রে ব্যাটা, গলগণ্ড মূর্খ!

গ। দেখি দেখি ফটকখান?

কা। দেখ্ ব্যাটা—এ ফটক দেখ্‌লে—একেবারে আটক হ'য়ে যাবি।

গ। (ফটো দেখিয়া) চেহারার চটক আছে দেখ্‌ছি।

কা। দেখ্ ব্যাটা—দেখে মনুষ্যজন্ম সার্থক কর্।

গ। উহুঁ !—এ ভদ্দর ঘরের মেয়ের চেহারা নয়—এ যেন বেবিশ্চে—বোবিশ্চে গোছের চেহারা। সেজেছেও সেই রকম।

কা। তুই ব্যাটা এ চেহারার মর্ম্ম কি বুঝ্‌বি।

গ। আমি মর্ম্ম বেশ বুঝি—এ চেহারায় ধর্ম্মকর্ম্মের নাম-গন্ধও নেই। তুমি এ চেহারা কোথা পেলে ?

কা। পাব কিরে ব্যাটা—আমার শ্বশুর পাঠিয়েছে।

গ। এ শ্বশুরবাড়ী কোন্ গাঁয়ে ?

কা। গাঁয়ে কিরে ব্যাটা—সহর ক'লকাতায়।

গ। কোন্ জুয়োচোরে তোমাকে ঠকাবার মতলব ক'রেছে দেখ্‌ছি। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

কা। তুই সঙ্গে যাবি কি ?

গ। কেন ?—বরযাত্রী হ'য়ে ?

কা। দূর্ ব্যাটা—এ বিয়ের বরযাত্রী নেই।

গ। তবে—কি ?—গঙ্গাযাত্রী ?

কা। ফের্ বলে গঙ্গাযাত্রী।

গ। আমাদের গাঁয়ের গদা ময়রাকে অমনি ক'রে জুয়াচোরে ঠকিয়েছিল—তারা খুনও করে।

কা। তুই কিছু জানিস্‌নে—পাগলের মত কেবল আবোল তাবোল ব'ক্‌ছিস্।

গ। পাগলের মতন আমি বক্‌ছি—না তুমি ব'ক্‌ছ ?

কা। এই ভাখ্—চিঠির ওপর ব্যারিষ্টার সাহেবের নাম ছাপা।—এ কি ভুল হবার যো আছে !

গ। বাবু, তুমি মেম বিয়ে ক'র্‌বে নাকি—খিষ্টান্ হবে ?

। খিষ্টান্ কেন রে ব্যাটা ?—ডাহা কুলীন বামুনের মেয়ে—বেগের গাঙ্গুলী। তুই এখন যা—একবার আয়নাখানা নিয়ে আয়—

গ। আয়না কি হবে ?

কা। আয়না আহার ক'র্‌ব। মর্ ব্যাটা! বলে—আয়না কি হবে।

গ। আর আয়না আন্‌তে হবে না। অম্‌নিতেই ও চাঁদমুখ হাস্‌ছে।

কা। তবু বলে—হাস্‌ছে।

গ। তবে কাঁদ্‌ছে।

কা। আচ্ছা গ্যাদা। বল্ দেখি—আমার মুখখানা দেখ্‌তে কি রকম।

গ। ঠিক মানুষের মুখের মতন।

কা। দূর্ ইষ্টুপিট্—দেখ্‌তে ভাল, না কি ?

গ। আজ্ঞে দেখ্‌তে ভাল হ'ত না। যদি ঐ নাকের জায়গায় মুখটা থাক্‌ত—আর মুখের জায়গায় নাকটা থাক্‌ত—আর—চোখ দুটোর জায়গায় কান দুটো থাক্‌ত। আর কান দুটোর জায়গায়—চোখ দুটো—

কা। থাম্ ব্যাটা, থাম্—আমার ট্রেন্ ফেল্ ক'র্‌বার যোগাড়ে আছে। ব'ল্ না ব্যাটা, আমার রূপে মেয়েমানুষ ভোলে ?

গ। তোমার রূপে যে মেয়েমানুষ ভুল্‌বে, তার গেরো।

কা। গেরো কেন রে ব্যাটা ?

গ। গেরো নয়ত কি ? এই বৌমা তোমার রূপে ভুলে' আছে—কিন্তু তুমি তার রূপে না ভুলে'—একেবারে তাকে ভুলেছ।

কা। তার কথা বলিস্ নে—যাবার সময় অযাত্রা।

গ। বড় অযাত্রা নয়—ঐ নামের শুভ যাত্রাতেই যদি বেঁচে এস।

কা। কেউ যদি খোঁজে ত বলিস্ বাবু নেমন্তন্নে গিয়েছেন—শিগ্‌গিরই আস্‌বেন।

গ। তা ব'ল্‌ব—কিন্তু তোমার গতিকটে সুবিধের ব'লে বোধ হ'চ্ছে না।—ফের্ ব'ল্‌ছি—আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।

কা। (ঘড়ী দেখিয়া) উঃ—টাইম হ'য়ে এসেছে—সঙ্গে দুশো টাকার নোট্ নিইছি—কি জানি পথে নারী বিপর্য্যিতা—সঙ্গে টাকা থাকা দরকার—টাকা না থাক্‌লে, মানুষ ভ্যাকা হ'য়ে যায়। লোকের পক্ষে টাকা হ'চ্ছে—

গ। এই ঢাকা। লোক টাকার ঢাকায় ঢাকা থাক্‌লে, অনেক আপদ্ বিপদ্ দুঃখু তাকে ছুঁতে পারে না।

কা। আমি চল্‌লুম—বাড়ী ঘর খুব সাবধান!

গ। এ সব দিকে কোন ভাবনা নাই—যা ভয় তোমাকে নিয়ে।

দ্বৈত-গীত।

কা। আমি প্রেমসমরে দেব আজি হানা বুঝিলি রে ব্যাটা গ্যাদা।
গ। দেখো, যেন সেথা নাসিকাটি কাটি করিয়ে দেয় না খ্যাদা ॥
কা। ভয় কি?
সেথা আছে পরিণয়, নাহি পলায়ন সে প্রেম-সমর মাঝে।
সেথা হলুদারক্ত অসিত অঙ্গে,
সখীরা নৃত্য করিছে রঙ্গে,
গভীর শঙ্খনাদের সঙ্গে বিলাতী ব্যাণ্ড্ বাজে ॥
গ। সেথা শোভা পাবে তুমি বকেয়া কেষ্টো গোয়ালিনীদের মাঝে ॥
উভয়ে। সধবা বিধবা যে হয় আসিয়া প্রেয়সী উর্ব্বশীর—
কাঁকুই লইয়া—বেঁধে কুন্তল মুছাবে ঘর্ম্মনীর ॥
গ। সেথা যাইতেছি আমি প্রেম-আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা,
হেথা নিশ্চয় ফিরিব জিনিয়া সমর—
গ। তবে ক'সে বাঁধ আপন কোমর—

কা। সে মহিল-ক্রোড়ে বসিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে শালা—
না—না—না—না—রামচন্দ্র, তুমিও মরিবে ব্যাটা
গ। দেখিতেছি হায়! করিছে নৃত্য তোমার কপালে ঝাঁটা॥
উভয়ে। সধবা বিধবা যে হয় আসিয়া প্রেয়সী উর্ব্বশীর—
কাঁকুই লইয়া, বেঁধে কুন্তল, মুছাবে ঘর্ম্মনীর॥
[দুই দিক্ দিয়া দুই জনের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বীডন্-ষ্ট্রীট্।

মিনার্ভা থিয়েটারের সম্মুখ।

কবিরাজ-রমণীগণের গীত।

পাঁচী পুঁটী নেড়ী খেঁদী হাঁদী ইত্যাদি আমরা লেডী কবিরাজ।
(আমরা) পেশেণ্ট বুঝে পেটেণ্ট চালাই ব'দ্‌লে কেবল লেবেল সাজ॥
পাচন বড়ী মুষ্টিযোগ, দৃষ্টিমাত্র পালায় রোগ,
ওষুধ যা দিই সব অমোঘ, রোগ ও রুগীর টোটে ভোগ,
ম'র্‌ত যেটা ছ' মাস পরে গঙ্গাযাত্রা করাই আজ।
(আমাদের) প্রেম-জ্বর-হর রস সেবনে, প্রাম ছেড়ে প্রেম পালায় বনে,
খেলে বিচ্ছেদারি বড়ী, বিচ্ছেদ সারে তড়ীঘড়ী,
(আবার) উত্তম-মধ্যম নারাণ তেলে ঢিট্ ক'রে দিই হিট্ট-মেজাজ॥
অষ্ট আনা ছিল ফী, এখন নিচ্ছি এইট্ রূপী,
সন্ধ্যা সকাল নাড়ী টিপি, দুপুর বেলায় পাঠাই ভি, পি,
সত্যি কেবল শিশি ছিপি, ভিত্‌রি মাটি ভরাই কাজ।

চ'ড়ে বগী ল্যাণ্ডোগাড়ী, practice করি বাড়ী বাড়ী,
দেখে মোদের বাড়াবাড়ী, বৈদ্যবত্নের ছাড়্‌ছে নাড়ী,
আমাদের পৃষ্ঠপোষক His Highness Pluto-purএর মহারাজ ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

বাটীসংলগ্ন উদ্যানকুঞ্জ।

নীলিমা ও ঝি।

ঝি। হ্যাদে ঘষালনী! ঘষালনী! বলে, ঘষালমশায় নাকি ইথানকে এস্‌তেছে?

নী। তোকে বুঝি ব'লে পাঠিয়েছে। তুই তবে সাজগোজ কর্‌গে যা।

ঝি। তা, সাজ ক'র্‌ব বইকি!—লাত্‌জামাই এস্‌তেছে! কার্ত্তিক ত কার্ত্তিক—পেখোম ধ'রে বস্‌লেই হয়। তা, উড়ে উড়ে কান্দন বেড়ালেক—এইবার ধরা দিবেক আর কি?

(পুরুষবেশে জলীর গাইতে গাইতে প্রবেশ)

জ। 'কি শুনালে প্রাণসখি, নাগর প'ড়েছে ধরা' (জলীর নীলিমাকে জড়াইয়া ধরা)—

নী। ছাড়্‌ ছাড়্‌—আ ম'ল—এ আবার কি ঢং লো?—সং সেজে এলি কেন? তুই কত রঙ্গই জানিস্‌!

ঝি। ঘষালনী—ঘষালনী! ও কে?

নী। আ মর্‌! চিন্‌তে পারিস্‌নি? ও যে জলী।

জ। চুপ্‌—চুপ্‌, আমি কোর্টশিপ ক'র্‌ব।

নী। কাকে লো?

জ। তোকে। উঁহুঁ—হুঁ—মলুম—মলুম—মলুম—মলুম। (বসিয়া পড়িল)

নী। কি লো—কি লো—কি হ'লো?

জ। ঐ যে—ঐ যে কোকিল ডাক্‌ছে!

নী। তা, ডাক্‌লেই বা—তোর কি?

জ। বটে, ইয়ার্‌কি! তোর কি! এখুনি চ'র্‌কি দেখিয়ে দেবে। এই মলয়-পবন ছুটে এ'ল ব'লে।

ঝি। রাম! রাম! রাম! রাম! ঘষালনী, চ'লে আয়—চ'লে আয়, উয়ার ওপর-লজর হইছে—ঝাঁকাড়্‌ছে, দেখ্‌চুস্‌ না?

নী। দূর মড়া! ও রঙ্গ ক'র্‌ছে! বুঝ্‌ছিস্‌ নি?

ঝি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি অকে চিনি; ও পকুর পাড়ে ছেতিম গাছকে থাকে। যখন বেণেবো'র ঘাড়কে চাপ্‌তো, সেও মদ্দা ক'রে কাপড় প'র্‌তো—আর ধেই ধেই লাচ্‌তো।

জ। এই—এই আমার প্রাণেশ্বরী। মরি মরি মরি! ধরি ধরি ধরি!

ঝি। ঘষালনী—ঘষালনী, রাম রাম বল্‌। এইবার তোর ঘাড়্‌কে চাপ্‌বে। রাম! রাম! রাম! রাম!

জ। কি করি কি করি—ভাবিতেছি তাই,
জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই
কোথা গেলে পাই, পরাণের রাই॥

ঝি। হুঁ—বক্কার হইছে! হবেক নি! হবেক নি! ডব্‌কা মেয়ে—যিখানকে সিথানকে যাবে! কত্তাবাবুর আক্কেলকে গড় করি মা! কচি মেয়ে ঘরকে এনে পালা করালে—তা বিয়েও দিলেক নি, খাওয়াও দিলেক নি!

নী। সত্যি! মামা বাবুর কি বিবেচনা! তোকে মেয়ের চেয়ে ভাল-

বাসেন,—কিন্তু বে দেবার নামটি নেই। তোর বোধ করি, মনে হয়, তোর বাপ মা বেঁচে থাক্‌লে, এতদিন বে হতে কি বাকি থাক্‌ত ?

জ। আমি সেই নিমিত্তই ত ঘোষালমশাইকে চাই।

ঝি। ষাট্‌! ষাট্‌! দোহাই তোমার! তার ঘাড়কে চেপ নি!

জ। সেঁ আঁমি চাঁপ্‌বোঁই চাঁপ্‌বোঁ।

ঝি। ইঃ! রজ্জা ডাক্‌বুনি—তকে সাত মুড়া ঝেঁটা মেরে, শিল তোলা করিয়ে, গাঁ-ছাড়া কোর্‌বো নি!

জ। (খোনা স্বরে) তা করিস্‌—কর্‌বি,—তবু আমি তাকে পাব।

ঝি। তুই কোথাকার ব্যাহায়া পেতিন রে! তোকে আমি ভাল নক দেখিয়ে দিচ্ছি, তার ঘাড়কে চাপিস্‌ ক্যান্না ?

জ। না, আমি কার্ত্তিক ঘোষালকে চাই।

নী। তাকে চাইলে কি হবে ভাই? একটা পেত্নী একবার তার ঘাড়ে চাপ্‌তে গিয়েছিলো—তা সে ঘাড়ই পাত্‌লো না।

ঝি। ঘষালনী—ঘষালনী!—রা কাড়িস্‌নি—রা কাড়িস্‌নি। রা কাড়্‌লে তর ঘষালের ঘাড়্‌কে চাপ্‌বেক।

জ। সেটা বুঝি ছেঁয়ে পেত্নী—তাই চাপ্‌তে পারিনি? তার যদি দেখা পাই—কেমন ক'রে ঘাড়ে চাপ্‌তে হয়, আমি তাকে শিখিয়ে দিই।

নী। তা বেশ ত, তুই তাকে ঘাড়ে চাপার মন্তর শেখাস্‌।

জ। আচ্ছা দেখিস্‌,—তাকে এমন মন্তর শিখিয়ে দেব যে, রোজার বাবাও সে বোঝা ঘাড় থেকে নাবাতে পা'র্‌বে না। ওলো! ধরে দেব' তোমার নাগর, ভাবনা কি লো, ভাবনা কি!

(গীত।)

জ। আমি প্যাঁচ ক'রে পাক্‌ড়াব তোমার পলাতক পাখী।

ঝি। আহা, ছুঁড়ী ক্ষেপা পারা।

জ। কেঁদে কেঁদে সদাই সারা, মুছিয়ে দেব নয়নধারা,
বুঝ্‌বি তখন চালাকি।

নী। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা আছে হায় বাকি॥

ঝ। ঘষালনী তুই সবুর্‌ কর, ঘষালকে তোর কর্‌বে ভর।

জ। লাট্টু খেয়ে পায় প'ড়্‌বে বর—ভাবনা কি লো, ভাবনা কি?

নী। জ্বালাস্‌নি জলী, কেন আর ঢলাঢলী?

ঝ। তুই ঘর্‌কে বসে কেষ্ট পাবি—ও চন্দ্রাবলী—

জ। আমি মিছে কি বলি. দেখিস্‌ আস্‌বে লো অলি,
তোমার ফুটিয়ে দেবে হৃদয়-কলি—সত্যি কথা, নয় ফাঁকি।

নী। তাই নাকি?

জ। ঠিক্‌ঠাক্‌-ই বোন্‌ ঠিক্‌ঠাক্‌-ই বোন্‌ ঠিক্‌ঠাক্‌-ই—
আবার হাস্‌বে তোমার মলিন বদন জলভরা আঁখি॥

[ঝির প্রস্থান।

জ। নীলিমা দিদি! তোমার গুণনিধি যে কোর্টশিপ্‌ ক'র্‌তে কল্‌কাতায় আস্‌ছেন।

নী। তা সে কথা আমায় কেন ব'ল্‌ছ ভাই!

জ। ওমা! তোর চোখ্‌ ছল ছল ক'রে উঠ্‌ল যে লো! সেই কোন্‌ কালে এগারো বছরের ছেলে বার বছর আগে বিয়ে ক'রে গেছে, তার পর আর উদ্দেশ নেই—তার জন্যে এত লা! যে তোর নয়, তার জন্যে কেঁদে মরিস্‌ কেন?

নী। জলী, আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, যেন চিরদিনই তুই এম্‌নি jolly থাকিস্‌। এ জ্বালা যেন না জান্‌তে হয়। বল্লি—যে তোর নয়, তার জন্যে কাঁদিস্‌ কেন? সে আমার নয়, কে ব'ল্‌লে? —সে আমার। আমি ধ্যানে জ্ঞানে জানি—সে আমার। ছ' বছরের

মেয়ে—বিয়ে হ'য়েছিল, ফুলশয্যার রাত্রে একদিনমাত্র তারে দেখেছি কিন্তু সেই থেকে সে মুখ আমার মনে জাগ্‌ছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ছবি যেমন বদল হ'চ্ছে, আমার ধ্যানেও সে ছবি তেমনি বদ্‌লাচ্ছে! বার বছর তারে দেখিনি, কিন্তু লক্ষ লোকের মাঝখানে যদি সে লুকিয়ে থাকে, আমি ঠিক চিনে তার পায়ে মাথা রেখে ব'ল্‌তে পারি—'তুমি আমার, তুমি আমার, তুমি আমার' যেদিন থেকে আমার জ্ঞানোদয় হ'য়েছে, সেইদিন থেকে চোখের জলে নিত্য তার পূজা করি।

জ। তাকে কোথা পাস্ যে পূজা করিস্?

নী। সে আর কোথা আছে?—সে নিরন্তর আমার অন্তরে অন্তরে র'য়েছে। আমি সেই মনের ছবির পূজা করি।

জ। আর মনের ছবির পূজো ক'র্‌তে হবে না—এবার সত্যিকার মানুষ এনে দেব'।

নী। জলী! জলী! যে দিন শুনেছি, তাঁর কাছে গেলে তিনি গলায় দড়া দিয়ে আত্মহত্যা ক'র্‌বেন; সেদিন থেকে আমি সব আশা বিসর্জ্জন দিয়েছি। এখন দুঃখই আমার শান্তি। আর কেন সে ঘুমন্ত আশা জাগিয়ে দিয়ে, আমার শান্তিটুকু কেড়ে নিস্ ভাই!

জ। নীলিমা দিদি, শুনেছি—আমার বাপ মা একদিনে প্লেগে ম'রে গিয়েছিলেন। আমি তখন দেড় বছরের মেয়ে। তাঁরা মর্‌বার সময় গোপেশ্বর বাবুর হাতে হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে গেছেন। সেই ইস্তক তাঁকে আমি বাবা ব'লে জানি। তোমার মামী-মাকে মা ব'লে জানি। মার পেটের বোন্ কেমন, কথনো দেখিনি—জানিনি। তোমাকেই জানি, আমার দিদি। তুমি কি মনে কর, আমি এমনি নির্দ্দয় যে, তোমাকে মিছে আশা দিয়ে নিরাশ ক'র্‌ব? দিদি, আমার

বিবাহ হয়নি—স্বামী কি, ঠিক জানিনি; কিন্তু আমিও ত নারী! শোন, আমি যেমন যেমন ব'ল্ব, তুমি ঠিক তেম্নি তেম্নি ক'র; যদি তাঁকে না পাও—আর আমার মুখ দেখ' না।

নী। এমন কি তোমার মুখ ভাই, যে না দেখ্লে আমার দিন যাবে না?

জ। কেন দিদি, এমন নবীন নাগর তোমার মনে ধ'র্ছে না?—সে ঘোষালমশাই কি এতই হে? আচ্ছা, আমি চ'ল্লুম।

নী। যাচ্ছ কোথা?—আর কোন নাগরী খুঁজ্তে নাকি?

জ। তাই বটে! আজ কাল fashion হ'য়েছে—বের আগে courtship ক'র্তে হয়, আর photo পাঠাতে হয়। সেই হিসেবে ঘোষালমশাইকেও photo পাঠান হইছিল।

নী। (শিহরিয়া) কার ফটো?

জ। ভয় নেই—তোমার নয়! এ একখানা অম্নি পাঠিয়েছে। আমিও কোর্ট্শিপ্ ক'র্বো ব'লে photo তোলাতে যাচ্ছি।

নী। কোথায় লো?—কে তুল্বে?

জ। অপু দা। তাঁর সখ্ হ'য়েছে—দেখ্বেন, আমি পুরুষ মানুষ হ'লে কেমন হ'তুম। আমি যাই ভাই; তিনি সব ঠিক্ঠাক্ ক'রে ব'সে আছেন। এর পর আবার আলো ক'মে যাবে। দেখো নীলিমা দিদি, আমরা সব বন্দোবস্ত ঠিক্ ক'র্ছি। তুমি ঠিক্ থেক'। তোমায় আমরা যা ব'ল্ব, তাই ক'র।

নী। আমরা কে লো?—অপু নাকি?

জ। হ্যাঁ গো। আমি ব'লেছি—যদি সে তোমার গুণধরকে ধ'রে দিতে পারে, তাকে বক্শিস্ দেব।

নী। তুই কোথায় কি পাবি লো?—যে বক্শিস্ দিবি?

জ। ভয় কি দিদি! আর কিছু না পাই, আমি ত আমার আছি?

নী। দেখিস্, যেন ভাইয়ের গলায় মালা দিস্‌নি

জ। দূর্ পোড়ারমুখী!

উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সুসজ্জিত কক্ষ।

অপূর্ব্বপ্রকাশ ও সর্ব্বেশ্বর।

স। আচ্ছা অপূ-দাদা! ফুল সাজানটা কি?

অ। এই যেমন তুমি।

স। না না, ঠাট্টা নয়—বল না।

অ। কি জানিস্, ১লা এপ্রেল বিলেতে একটা ঠাট্টা তামাসা হয়। লোককে কত রকমে নাচায়—নাকাল করে। সেই রকম আর কি? কারুর কাছে হয়ত পাওনাদার হ'য়ে গিয়ে টাকার তাগাদা ক'র্‌লে—কাউকে নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালে—সে খেতে এসে দেখে ফুট্‌ফাট্ট্।—কেউ নেই—খাবার নাম গন্ধটি পর্য্যন্ত নেই। তাতে কত মজা হয়!

(শ্যামসুন্দর ও নলিনাক্ষের প্রবেশ)

শ্যা। Hallo অপূ! কবে এলে?

অ। আজ সকালে।

ন। Mr. A. P. Gorgory, I give you my condolence and congratulation. শুনলুম, তোমার মামা মারা গেছেন—তাই condolence, আর মামার সব বিষয় পেয়েছ, তাই congratulation.

অ। Thank you, thank you, তুমি কার কাছে শুনলে?

ন। গোপেশ্বর বাবু ব'লেছেন। তোমার মামা নাকি তাঁকে তোমার Executor ক'রে গেছেন।

অ। হাঁ। দুজনে ভারি friendship ছিল।

শ্যা। তাইত, গোপেশ্বর বাবু এখনো আস্‌ছেন না কেন?

স। বাবা আস্‌তে পার্‌বেন না। কি জরুরী কাজ আছে, সায়েবের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেছেন। সেই কথাই আমি ব'ল্‌তে এসেছি।

শ্যা। অপূ! তুমি তা হ'লে lead নেও।

অ। আমার থাক্‌বার যো নেই। আমি থাক্‌লে একটা conspiracy মনে ক'র্‌বে। তার কাছে All India Marriage কোম্পানীর সেক্রেটারী হ'য়ে আমি একবার বর্দ্ধমানে গিয়েছিলুম।

ন। তোমাকে এ রত্নের সন্ধান ব'লে দিলে কে?

অ। ভোলানাথ ব'লে তার এক friend. তখন জান্‌তুম না যে, সে গোপেশ্বর বাবুর ভাগ্নীজামাই! কার্ত্তিকচন্দ্র এখানে আস্‌বে ত?

শ্যা। আস্‌বে নিশ্চয়; তার আর সন্দেহ আছে! আমরা ফটো পাঠিয়ে courtship কর্‌বার invitation পাঠাতেই telegraphএ জবাব দিয়েছে—"Invitation taken, making motion to Calcutta 1st April.

ন। ব্যাটার কি ইংরাজী, বাবা! "Post of bridegroom vacant in your house"—"I candidate for same" "making motion to Calcutta". Little learning is a dangerous thing. অল্প—বিদ্যা ভয়ানক—বিপদজনক।

অ। অম্বল দম্বল দিলে দুধ যেন টক॥

শ্যা। Bravo! অপু অনেক বিষয় পেলে, একবার বিলেত বেড়িয়ে এসো।

অ। বিলেত ত সবাই যায়—আমি Airship এ চন্দ্রলোকে যাব।

ন। তা হ'লে তোমার All India Marriage Alliance এর কি হবে?

অ। তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। আর চন্দ্রলোকের desert এ গোর দিয়ে আস্‌ব।

ন। এদিক্‌কার সব ঠিক্ ত?—তুমি থাক্‌লে ভাল হ'ত।

অ। সব ঠিক্। শালার যা হাল ক'র্‌ব, আমার মনেই আছে।

স। অপু দা গাড়ীর শব্দ পাচ্ছি, চল পালাই।

[সর্ব্বেশ্বর ও অপূর্ব্বের প্রস্থান।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

ন। এস বাবা এস, সোণার চাঁদ এস—মাণিক এস।

শ্যা। তোমার খুব কষ্ট হ'য়েছে বোধ হয়?

কা। (স্বগত) এদের সঙ্গে বাঙ্গলা কথা কওয়া হবে না। বল্‌বে—পাড়াগেঁয়ে ভূত। ইংরিজি কথায় ব্যাটাদের মুণ্ডুপাত ক'র্‌তে হবে।

শ্যা। জবাব দিচ্ছ না যে? বোধ করি—train-travelling অভ্যাস নেই, তাই মাথা একটু গোল হ'য়ে গিয়েছে।

কা। Not sir not, head circle not—I practise train-walk day night—(স্বগত) ওঃ ব্যাটারা হাঁ ক'রে শুন্‌ছে। সব কথা বোধ হয় বুঝ্‌তে পা'র্‌ছে না। প্রথম এদের—তার পর হবু better-half মিস্ উর্ব্বশীর মুণ্ডুপাত ক'র্‌ব।

ন। Go on go on please—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চুপ ক'র্‌লে কেন?

কা। Reading-hearing doing doing I always never-

mind কিনা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই। এ obedientকে measure করুন Sir.

শ্যা। Measure ক'র্‌ব কি ?

কা। Measure not understand sir ?—মাপ করুন।

ন। (স্বগত) Idiot !

শ্যা। তা বেশ—বেশ। এখন কিছু জলযোগ কর।

কা। Water addition sir ?—আমি বাড়ী থেকে water addition ক'রে বেরিইছি। (স্বগত) বাঃ বাঃ কি বাড়ী! এমন সাজানো গোজানো নইলে বাড়ী! হাজার হোক্, ব্যারিষ্টার্ কি না!

ন। তবে একটু whiskey খাও।

কা। (স্বগত) বলে কি!—তবে এরা ব্যারিষ্টার্, বোধ হয়, মদ দিয়েই গোষ্টের—না না গেষ্টের অভ্যর্থনা করে। (প্রকাশ্যে) I not eat Whiskey sir.

শ্যা। তবে একটু ভাল Brandy ?

কা। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

ন। না হয় একটু Sherry ?

শ্যা। নয় Oldtom ?

কা। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

ন। একটু Burgandy ?

কা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

শ্যা। একটু Dry Monopole Champagne ?

কা। Measure sir— tree tatler sir.

শ্যা। Pooh ! Mr. Gangerji, তোমার would-be son-in-law whiskey প্রভৃতি কিছুই খেতে চায় না। এ কি রকম ছোক্‌রা!

ন। এমন ছোক্‌রাকে আমি মেয়ে দিতে চাই না।

কা। আজ্ঞে—Don't anger sir ?

শ্যা। বলি, বিলেত্‌ গেলে ত তোমাকে সেখানে মদ খেতে হবে—কারণ, cold country—brandy কি whiskey না খেলে Influenza কি Phnumonia attack ক'র্‌তে পারে।

কা। আজ্ঞে বিলেত্‌-goer steamerএতে leg give, আর অম্‌নি whiskey eat begin sir.

ন। বহুৎ আচ্ছা! তুমি বিলেত্‌ যাবার জন্যে প্রস্তুত ?

কা। Never অপ্রস্তুত। বিলেত্‌ কি—if order give দুর্গা দুর্গা! telling North pole, I can go sir.

শ্যা। দুর্গা—দুর্গা!

কা। Why sir ?

শ্যা। দুর্গা ত একটা পাহাড়ী স্ত্রীলোক ; তার মার নাম ছিল—ম্যান্‌কা ; তার সঙ্গে তোমার সুবাদ ?

কা। Yes sir, yes sir, no—no sir—ওটা slipper of tongue sir!

শ্যা। All right বিলেত্‌ গেলে ত তোমার জা'ত্‌ যাবে ?

কা। জাত before gone not—now sir!

শ্যা। জাত before gone ? তোমার জাত গেছে নাকি ?

কা। No sir, I say—জাত আগে যেত, এখন বিলেত্‌ gone ক'রে ফিরে coming প্রায়শ্চিত্ত do—তার পর খড়দ'র গোঁসাইএর সঙ্গে plantain-page পেতে জাত kill কর'।

শ্যা। Thank you my dear—well said—we congratulate you most heartily.

গীত।

ন ও শ্যা। We are all up to date.
Scientific civilizaton সভার আমরা delegate.
ন ও শ্যা। Heartটা বেজায় সরল শাদা,
কা। যেমন সরল ধোপার গাধা.
উভয়ে। আধ সাহেবি বাঙ্গালা আধা
যে সাজে, তায় করি hate.
উভয়ে। Every inch আমরা সায়েব—
পুতুল পুজো নেইকো আয়েব—
কা। আমিও হ'লাম তাই অতএব
কিন্তু জাত নই etiquette.
উভয়ে। তোমায় বানিয়ে নেবো ক'রে coach
কা। তা হ'লে আমি তা দিই মোচ্‌
উভয়ে। White wash একটি পোঁচ,
বস্‌—সব ঠিক্ first rate.

ন। তোমার father আছেন ?

কা। He was—but এখন not.

শ্যা। কোথায় গেলেন ?

কা। (স্বগত) কাশীপ্রাপ্তি হ'য়েছে বলা হবে না, এখুনি ঠাওরাবে—পাড়াগেঁয়ে ভূত, ইংরাজি জানে না। (প্রকাশ্যে) Got cough sir.

ন। Cough ? Phthysis না Consumption ?

কা। (স্বগত) কথাগুলো খুব শক্ত শক্ত হ'চ্ছে, বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। (প্রকাশ্যে) Conjunction, Interjection not sir, got

Benares আমার কথাগুলো কি বেশী idiotic হ'চ্ছে ?—আপনারা সব বুঝ্‌তে তেমন পার্‌ছেন না ?

ন। O! you mean idiomatic—হাঁ বাবু, তা হ'চ্ছে—তোমার কথা সব বুঝ্‌তে পার্‌ছিনি। তুমি বাংলায় বল। তোমার বাপের কি হ'ল ?

কা। (স্বগত) কেমন ইংরাজি ঝাড়্‌লুম!—ব্যারিষ্টারের বাবারও বোঝা শক্ত। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে তাঁর কাশীপ্রাপ্তি হ'য়েছে।

শ্যা। ও—তিনি বেণারসে আছেন!—সেখানে কি কাজ কর্ম্ম করেন ?

কা। কাজ কর্ম্ম কি Sir—একেবারে ও কর্ম্ম।

ন। তবে তাঁর আর বাড়ী ফির্‌বার আশা নেই ?

কা। একদম্ না। সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কাঁধে ক'রে মণিকর্ন্নিকের ঘাটে নিয়ে গিয়ে স-য়ে চড়িয়ে স্বহস্তে faceএ fire দিইছি।

শ্যা। কার ?—তোমার, না তোমার বাবার ?

কা। (স্বগত) ও বাবা! এ কোর্ট্‌শিপ্ ক'র্‌তে এইছি, না পুলিশ-কোর্টে এইছি! জেরায় সা'র্‌লে যে বাবা!

ন। আবার চুপ ক'র্‌লে কেন ? স্বহস্তে মুখে আগুন দিয়েছ কার ?—তোমার ?

কা। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমার এমন চাঁদমুখে আগুন দেব' কেন ?—আমার বাবার।

ন। ও—তাই বল। তার পর কি হ'ল ?

ক। তার পর আর কি হবে ?—তিনি ম'লেন।

শ্যা। কি—তুমি আগুন দেবার পর ম'লেন ?

কা। আজ্ঞে না। আগেই ম'রেছিলেন।

শ্যা। ও—মর্‌বার পর পাছে আবার বেঁচে উঠেন, তাই তুমি তাঁকে পুড়িয়ে একেবারে নিকেশ ক'রে দিলে।

কা। আজ্ঞে এতক্ষণে ঠিক্ বুঝেছেন। আপনাদের আর কোনও ভাবনা নেই—এখন গট্ হ'য়ে কন্যাদান করুন।

ন। তা—বেশ—বেশ! সুসংবাদ! তোমার mother আছেন? (স্বগত) এই রে; শালারা আবার মা-কে ধ'র্‌লে (প্রকাশ্যে)

কা। হাঁ—আছেন। তিনিও আজ্ঞে—তীর্থে গেছেন—এখন বৃন্দাবনে আছেন।

শ্যা। By Jove! তাঁরও বৃন্দাবনপ্রাপ্তি ঘটেছে?

কা। আজ্ঞে না। কি জানি—আমার ভয় হ'চ্ছে—পাছে—

ন। ভয় কি?—বেশ ত! তিনিও বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হোন না। তুমি অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখে পাঠাও।

কা। আজ্ঞে—আজ্ঞে—তা—তা—

শ্যা। (কলিং বেল্ বাজাইয়া নেপথ্যাভিমুখে) Waiter, Fountain Surbat.

ন। তোমার আর কে আছে?

কা। আজ্ঞে—ভগ্নী, ভগ্নীপতি, ভাগ্‌নে, ভাগ্‌নীজামাই, খুড়ো, খুড়ী, মেসো মাসী, পিসে পিসি, জেঠা জেঠাই, মামা মামী, মাস্‌তুতো ভগ্নী পিসতুতো ভগ্নী, খুড়তুতো ভগ্নী—

ন। আরে থামো—থামো—

শ্যা। ও বাবা—এ যে Regular চিড়িয়াখানা!

ন। তোমার এতদিন বিবাহ হয়নি কেন?

কা। (স্বগত) বাবা, এমন ধস্তাধস্তি জান্‌লে, কোন্ শালা আস্‌ত। কি জেরা রে বাবা! যা হোক্, যখন এসিছি—তখন ঠকা হবে না।

(প্রকাশ্যে) বাবা বিয়ে দিতে অনেক চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু তখন আমার বে ক'র্‌বার at once mind ছিল না।

শ্যা। এখন বিয়ে ক'র্‌বার মন হয়েছে বুঝি ?

কা। আজ্ঞে খুব। না হ'লে আর এখানে ম'র্‌তে আস্‌ব কেন ?

(ওয়েটারের প্রবেশ ও সরবৎ রাখিয়া প্রস্থান)

শ্যা। All right ! এস—এই সরবৎ পান কর। এর নাম Fountain Surbat—very palatable ; আমরা সায়েব লোক গরমীর দিনে এ সরবৎ রোজই পান ক'রে থাকি। এস, পান—কর your health.

কা। your hell.

(সকলের সরবৎ পান)

কা। (স্বগত) বা ! এ তোফা সরবৎ ! যতদূর নাম্‌ছে, প্রাণ তর্‌ ক'রে দিচ্ছে।

ন। বাবাজী, তোমার কোন prejudice নেই ত ?

কা। পিরুজুডিস্‌ ? ফয়িম নবী পিরুজীর ডিস্‌ এনে দিন্‌ না। এখনি সাবাড় ক'রে দিচ্ছি। বাবা ঢের টাকা রেখে গেছেন ; এইবার রীতিমত কোর্ট্‌শিপ্‌ ক'রেই বিয়ে ক'রে আমি সস্ত্রীক শকটারোহণে বিয়েনা হইতে ক্রাকো—না না লণ্ডন গমন ক'র্‌ব। (স্বগত) এ কি সরবৎ ! মদ ত নয়—মদে যে কেমন গন্ধ আছে—এতে গোলাপের খোসবাই—বেশ একটু স্ফূর্ত্তি আস্‌ছে।

শ্যা। তা—যাবেন যাবেন। আপনার যিনি পত্নী হবেন, তিনি অত্যন্ত গুণবতী, রসবতী, বিদ্যাবতী, দুগ্ধবতী যুবতী।

কা। আজ্ঞে—তাঁর নাম ত উর্ব্বশী ?

ন। হাঁ—তবে তার একটি nickname আছে, সেটা হ'চ্ছে miss Kiss-me-quick

কা। (স্বগত) বা—বা—এ ত ভারি মজার নাম! (প্রকাশ্যে) আমি ঐ নামেই ডাক্‌ব—আমি ঐ রকম নাম ভারি পচ্ছন্দ করি। তা নইলে বাঙ্গলা নাম—নিস্তারিণী. কৈলাসকামিনী, হরমণি, ত্রৈলক্ষ্যতারিণী, সৌদামিনী, dam—go hell.—আমি ব্যারিষ্টার্ হব—আমি ব্যারিষ্টার্ হব—আমি ধরাকে সরা দেখব—ধরাকে সরা দেখ্‌ব।

ন। (জনান্তিকে) এইবার নেশা ধ'রেছে—নেশা ধ'রেছে।

শ্যা। তা দেখ্‌বেই ত দেখ্‌বেই ত।

ন। কিন্তু দেখ—বিলেত্ যাবার আগে তোমার ঐ না বেঁকিয়ে তেউড়ে নিয়ে, ইংরিজি ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে।

কা। যে আজ্ঞে, এখনই নিন্ না—আমার নাম কি বল্‌ছেন্? আমাকে শুদ্ধ বেঁকিয়ে তেউড়ে থেঁত্‌লে ইংরিজি ছাঁচে ঢেলে নিন্—আমি বে-পরোয়া হুকুম দিচ্ছি।

শ্যা। দেখ—ইনিই তোমার father.in-law হবেন; এঁরই নাম—Mr. M. L. Gangerjee, Barrister-at-law.

কা। ইনি—ও বাবা! আজ্ঞে শ্বশুর মশাই প্রণাম। একটু leg-dust দিন্ যেন আপনারই মত বিলেত্ থেকে খাজা ব্যারিষ্টার হ'য়ে India য় ফির্‌তে পারি। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)

ন। ও কি! ও কি! কর কি!—কর কি! হিন্দুদের মত প্রণাম কি?

কা। আজ্ঞে তাই ত বটে!—আমি কি ফুল! অপরাধ measure ক'র্‌বেন—শ্বশুর দেখে আন্তরিক গভীর ভক্তিতে কেমন গুলিয়ে গিইছি।

ন। আচ্ছা আচ্ছা—আর দেখ, ইনি Mr. Banerjee. M. Sc. Professor, Indo-European College, ইনি তোমার uncle

in-law. এসো—shake-hand কর, shake-hand কর—(উভয়ের shake-hand করণ)।

শ্যা। যেমন দত্ত হ'চ্ছে—ডেটা, রায় হ'চ্ছে—রে, রক্ষিত হ'চ্ছে—রকেট, সেইরূপ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষাল হ'ক্—K. C. গো-শেয়াল।

ন কি না Mr. K. C. Ox-fox.

শ্যা। বা—বা!—ভারি জবর নাম হবে—ভারি জবর নাম হবে!

কা। অম্নি ইংরিজি নাম আমার একটা আছে—Mr. cowshed. আপনারা কি নাম দিলেন? K. C. Ox-fox? বেশ নাম হ'য়েছে—নামটা মনে মনে হাজার খানেক বার মক্স করি—তা না হ'লে গুলিয়ে যাবে। Ox-fox, Ox-fox. Ox-fox. Ox-fox. Ox-fox.

শ্যা। ভারি জবর নাম! Parliamentএ ছিলেন প্রকাণ্ড রাজনৈতিক Mr. Fox কিনা শেয়াল; আর তুমি হ'লে Ox-fox কিনা ষাঁড় ও শেয়াল—তুমি তার চেয়ে ঢের বেশী হ'লে।

কা। তা হ'লেম বই কি!—জন্মালুম কার্ত্তিক, হ'লুম Cowshed, এখন হ'চ্ছি Ox-fox কিনা ষাঁড়-শেয়াল। বিশেষ উন্নতি—অদ্ভুত উন্নতি!

শ্যা। তবে কিনা crossbred.

ন। Oh! Physical scienceএ লিখ্ছে crossbreedingএ brainএর অমানুষিক development হয়।

ন। এস—এখন একটু আনন্দ করা যাক্। এই আনন্দের পর তোমার ভাবী পত্নীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

কা। যে আজ্ঞে—আপনাদের শ্রীচরণ-কমলেষুর নিতান্ত নিরীহ ছুঁচো ব'লে এই অধমকে ধ'রে নেবেন।

(নলিনাক্ষের কলিং বাজান ও waiter-এর প্রবেশ)

শ্যা। Ballet girl.

ওয়া। যো হুকুম খোদাবন্দ। [প্রস্থান।

শ্যা। তুমি বর—এস তোমাকে বরাসনে বসাই।

(শ্যামসুন্দর ও নলিনাক্ষের কার্ত্তিককে লইয়া সিংহাসনে বসান)

(রঙ্গিণীগণের প্রবেশ ও গীত)

যদি এসেছ—এসেছ—এসেছ বঁধু হে চ'ড়ে বাষ্পীয় লৌহযান।
আজি মোদের যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
থাও বঁধু গুয়া ছাঁচি পান॥
আজি তোমার কণ্ঠতলে দিতেছি কুসুম-হার,
এ হার তোমার গলে মানাবে হে চমৎকার।
কাচের গেলাস ভরি, তোমার অধরে ধরি, কর বঁধু সরবৎ পান।
আজি হৃদয়ের সব নেশা, সব সুখ ভালবাসা, তোমাতে দিউক
গা-ভাসান॥

(কার্ত্তিকের সরবৎ পান)

ঐ ভেসে আসে ভারি মিঠা ঘেঁটুফুল-সৌরভ,
ভেসে আসে উৎকল-মালী-দল-কলরব ;
ভেসে আসে রাশি রাশি জেনাকার মৃদুহাসি
ভেসে আসে পাহারার গান।
এমন তড়িত আলো, মরি যদি সেও ভালো,
সে মরণ বিরহ প্রমাণ—
আজি তোমার পরাণ ছলে লুটিয়া লইতে চাই,
বাঁধিয়া কলসী গলে ডুবিয়া মরিতে চাই,
আজি তোমার নয়ন-জলে, সিনান করিব ব'লে
আসিয়াছি তোমার নিধান।

আজি সব ভাষা সব বাক্ নীরব হইয়া যাক্
ধুক্ ধুক্ করে যেন প্রাণ ॥

কা। বলিহারি বিবিজান্—বিবিজান্ ত নয়, যেন সব ব্যোমযান !—প্রাণ লবেজান ক'র্‌লে বাবা ! আবার গাও—আবার গাও—খুব বক্‌শিস্ দেবো—এক এক জনকে দশ দশ টাকা।

শ্বা। Very sweet song—fascinating—enchanting—thrilling song—আবার গাও—আবার গাও—

কা। চলুক চলুক নাচ—টলুক চরণ।
আজ কিম্বা কাল হবে উর্ব্বশী-হরণ ॥

Papa-in-law, sir, bring my better-half—your daughter soon bring—আমি কোর্টশিপ ক'র্‌ব—আমি কোর্টশিপ্ ক'র্‌ব জোচ্চুরি চ'ল্‌বে না বাবা—আমি তাকে ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে নেব—আমি ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে নেব—গ্যাদা শিখিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ ! !

(কাত্তিকের উঠিয়া দাঁড়ান ও গীত)

প্রণয় গেরাবু খেলা হ'ল সই।
জ্বালা কত সই, ভেবে হত হই—
একে রূপ তুরূপ নাই, তাতে রসগুণ নাই, ফেরাই কই ॥

সরবৎ দেও—সরবৎ দেও, কেয়া মজা—দিল তাজা—বর্দ্ধমানের খাজ—কেষ্টনগরের সর্ ভাজা। কোথায় মিস্ উর্ব্বশী, এস—Kiss me quick, Kiss me quick.

শ্বা। গাও—গাও, তোমরা আবার গাও—জামাই-বাবুর কাছ থেকে খু বক্‌শিস্ মিলবে।

ন। নাচ গাও পান কর সুধা নিরবধি।
গৌড়জন যাহা চাহে কিম্বা ট'কো দধি ॥

কা। তাই বটে—তাই বটে, এসেছি প্রেমের হাটে। খুব নাচো—খুব গাও, তান লাগাও। বক্‌শিস্ দেব—এক একজনকে এক একশো টাকা—কথা ঠিক—নয় ফাঁকা। মিস্ উর্ব্বশী হবেন আমার হৃদয়ের চন্দ্রাবলী—আর তোমরা হবে হৃদয়ের বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। খুব গাও—খুব গাও, বক্‌শিস্ দেব; আমি রূপিয়া খরচ ক'র্‌ব—মজা কিন্‌ব—মজা কিন্‌ব!

কার্ত্তিকের নৃত্য ও গীত।

যত রকম ডা'ল আছে এ সংসারে,
ক'লায়ের কাছে সব শালাই হারে,
আ-মরি কি মজা হয় গো আহারে,
টিকি ধ'রে যেন চটি জুতো মারে॥

("টিকি ধ'রে যেন চটী জুতো মারে" ইহা বারংবার গাওয়া ও নৃত্য করিতে করিতে ক্রমে কোচে পতন ও নাসিকাধ্বনি)

ন। All right—that's like a good boy.

(কলিং বেল বাজান ও দুইজন লোকের প্রবেশ)

একে তুলে পাশের ঘরে নিয়ে যাও।

২ জন। যে আজ্ঞে—খোদাবন্দ!

(লোকদ্বয়ের কার্ত্তিককে লইয়া যাওন)

শ্রা। এস দাদা,—এইবারে রঙের বাহার চড়াইগে।

ন। চল—চল।

(উভয়ের প্রস্থান

রঙ্গিণীগণের গীত।

ঝলকত চন্দ্র পুলকিত নিখিলভুবন সুখ-শিহরণ ঘন,
মকরন্দ-গন্ধে অভিনব-ছন্দে কলিত-ললিত অনুরাগে।

নব-পল্লব-বিলসিত ফুল্ল-প্রসূনদল চঞ্চলানিল-পরশে
যৌবন ঢল ঢল থল থল মধুর রসে, অলসে অবশে
শোহন মোহন পিয়া-প্রেম মাগে ॥
উন্মাদিনী চাঁদিনী উলসিত নিশীথিনী, বিহ্বলা বিহরিণী
নাহি স্মরে লাজে—
রিণি রিণি রিণি রিণি ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
চরণ-কমলে মধু মঞ্জীর রাজে,
চাহি আকাশে আশে ভাসে কাঁদে হাসে—
স্বচ্ছ নয়ননীরে পিয়া-মুখ জাগে ॥





দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

পুষ্করিণী।

জলটুঙ্গিতে কার্ত্তিক শয়ান।

কা। (জাগিয়া) আবার গাও, বিবিজান!—আবার গাও—এসো মিস্ উর্ব্বশী kiss me quick! একি বাবা, মাথা ঘোরে যে! (চক্ষু চাহিয়া উঠিয়া) ওরে বাবা, এ কোথায় এসিছি! এ যে পুকুর!—সর্ব্বনাশ! শালারা জোচ্চোর! আমার ঘড়ি ঘড়ির চেন—জামা কাপড—সব কেড়ে নিয়ে আমাকে পুকুরে ফেলে দিয়ে গিয়েছে! আস্বার সময় গাঁদা ত ঠিক ব'লেছিল—'জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়্বে'! হায় হায়, আমার টাকাকড়ি সব নিয়েছে—সব নিয়েছে! শালাদের কি ছোট নজর!—জুতো জোড়াটা পর্য্যন্ত চুরি ক'রেছে! (চিন্তা) কেমন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে—এ কোথায় এসিছি!

জলটুঙ্গির মতন দেখ্‌চি, কিন্তু এ ত সে বর্দ্ধমানের জলটুঙি নয়! এ তবে কোথা? শালারা Fountain pen না কি খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে দিলে। তার পর? তার পর সব অন্ধকার! "তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন।" আচ্ছা, মুখখানা এমন সেঁটে ধ'রেছে কেন? দেখি দিকি! ওঃ উঠ্‌তে যে মাথা টলমল ক'র্‌ছে! (জলে মুখ দেখিয়া) কে বাবা তুমি? তুমি কি পদ্মলোচন ঘোষালের পুত্তুর—কার্ত্তিক চন্দ্র? বল্‌ না শালা! আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, আর তুমি মুখ ভ্যাঙ্‌চাচ্ছো! (মুখ ভ্যাঙ্‌চাইয়া) ও বাবা, এ যে আমারই মুখ! আমি যা ক'র্‌ছি—ও তাই ক'র্‌ছে! বাবা, এ মুখ নিয়ে দেশে ফিরে যাই কি ক'রে! শালারা ভাগ্‌গিস্‌ আমায় প্রাণে মেরে ফেলেনি! তা হ'লে ত বাড়ী যেতেই পার্‌তুম না। আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে—শুয়ে পড়ি। অদৃষ্টে যা আছে, হবে। (শয়ন)

(লাঠি হস্তে দুজন দরোয়ান সহ সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

স। ঐ জলুটুঙিমে নিদ্‌ যাতা হ্যায়।

১ম দ। (কাছে গিয়া দেখিয়া) এ ত হুজুর, এক নয়াতরেকা জানোয়ার হ্যায়।

স। হ্যায়ই ত—উস্‌কো আবি পাকাড়্‌কে থানেমে লে জানে হোগা।

১ম দ। হুজুর! হাতিয়ার বেগর্‌ কিস্‌তরে পাকড়াওগা। আপ্‌তো ঢাল তরোয়াল লে আনেকো বোলা নেই?

স। ঢাল তরোয়াল লেকে কেয়া করোগে? উস্‌কো মার্‌নেকো মানা হ্যায়। পাকাড়্‌কে থানেমে লে জানে পড়েগা। আওর্‌ থানেসে উস্‌কো চিড়িয়াখানামে ভেজ্‌নে হোগা।

২য় দ। আরে রাম রাম! কিস্‌ মাফিক্‌ উস্কো পাকড়াওয়েগা?

কা। কে বাবা এরা সব! কাণের কাছে ব্যাজ ব্যাজ ক'রে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে। মতলবখানা কি? আর ত কিছু নেই যে, হাতাবে? রোসো—শালারা যে খোসখৎ চেহারা ক'রে দিয়েছে—সহর শুদ্ধু সরগরম হ'ল ব'লে। ঠকা হবে না। আমিও এক চাল চা'ল্‌ব। পাড়াগেঁয়ে ভূত—কেমন ভূত দেখাব।

স। আরে তোম্ লোক একঠো জানোয়ার পাকড়ানে নেই সক্‌তা? বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে তলপ লেতা, ডালরুটী খাতা, আউওর্ ভাঙ পিতা। দোনো মরদ একঠো জানোয়ার পাকড়ানে নেই সক্‌তা?

১ম দ। এ ভেইয়া! বাবু বুরা বোল্‌তা। চলিয়ে ত ভাই, চলিয়ে।

২য় দ। চলিয়ে—চলিয়ে।

১ম দ। চলিয়ে না—ডর ক্যা?—চলিয়ে।

২য় দ। তব্ এক সাথ চলো।

(দুজনায় হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর)

কা। হুঁ—উঁ—উঁ—(হুঙ্কার)

উভয়ে। আরে বাবা! জান গিয়া—জান গিয়া—দেও হ্যায়—দেও হ্যায়!

(পলায়নোদ্যত ও সর্ব্বেশ্বরের বাধা দান)

স। কাঁহা ভাগ্‌তা উল্লু?—দেও নেই, জানোয়ার—পাক্‌ড়ো।

২য় দ। নকুরিকা আস্তে ক্যা জান দেগা?

স। আচ্ছা, হাম আগাড়ি চল্‌তা। তোম্ লোক হামারা পিছন পিছন আও।

২য় দ। এ বাত জুদা। তব্ চলিয়ে বাবু, চলিয়ে। লেকেন্ আপ্ পহেলা চলিয়ে।

(কার্ত্তিকের বিকট শব্দ করণ)

নারায়ণ! নারায়ণ!

১ম দ। ভাগিয়ে বাবু! ভাগিয়ে—এ দেও হ্যায়।

(কতিপয় ভদ্রলোকের প্রবেশ)

১ম ভ। আরে ক্যা হুয়া—ক্যা হুয়া?

১ম দ। মৎ যাইয়ে—মৎ যাইয়ে। দেও হ্যায়। ইস্ জলটুঙিমে বাসা লিয়া। ভাগো—ভাগো।

স। মশাইরা! পালান—পালান। এ নতুন জানোয়ার! আফ্রিকা থেকে এসেছে। প্রথমেই মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিয়ে ডাবের মতন ক'রে দু হাতে ধ'রে ঢক্ ঢক্ ক'রে রক্ত খায়!

২য় ভ। তারপর—মশাই তারপর?

সর্ব্বে। তার পর! ঠাট্টা পেয়েছ? একবার এগিয়ে দেখোনা—তার পর কি হয়। ভাল চাও ত পালাও—পালাও। জেগে উঠ্‌লে দু দশটা ঘাল না ক'রে ছাড়্‌বে না। যখন ধ'রে খাঁচায় পুর্‌ব—তখন এসে দেখে যেও।

২য় ভ। কখন খাঁচায় পুর্‌বেন মশাই?

স। বিকেলে।

(কার্ত্তিকের পুনর্ব্বার শব্দকরণ)

সকলে। ওরে বাবা রে—ধ'র্‌লে রে বাবা!

(পলায়ন ও দরোয়ানদ্বয় পলায়ন করিতে উদ্যত)

স। তোম্ লোক কাঁহা যাতা?

১ম দ। হুজুর খানা-পাকানেকো বহুৎ বেলা হো যাতা হ্যায়। দশ বাজ-গিয়া—ভুখ্ লাগা।

স। আচ্ছা যাও—হাম্ ইস্ জানোয়ারকো পিছু পিছু ভেজ্‌তা।

২য় দ। অ্যাঁ—এ কেয়া ফ্যাসাদ রে ভেইয়া!

স। আচ্ছা—আচ্ছা—আও। (স্বগত) এই ন্যাকড়ার বল্‌গুলো ছুড়ে মারি। তাতে লাগ্‌বেও না—ঠিক উঠ্‌বে।

(সর্ব্বেশ্বরের বল্ ছুড়িয়া মারা ও কার্ত্তিকের শব্দকরণ ও দরোয়ানদ্বয়ের ভয়ে জড়াজড়ি করণ।)

স। মৎ ডরো—মৎ ডরো। ঐ দেখো, উঠ্‌তা হ্যায়।

২য় দ। এ বাবু সাব, আপ্ বাপ্ মায়ী হ্যায়। হাম্ লোক্‌কো ছোড়্ দিজিয়ে। ওরে বাপ্‌রে!—ক্যা ফাসাদ রে! (রোদন)

স। আরে তোম্ লোক মরদ হ্যায় না আউরৎ হ্যায়? রোতে কাহে? আচ্ছা, তোম্ দোনো হিঁয়া ঠারো। হাম্ আওর্ আদমী লে আতা হ্যায়। [প্রস্থান।

কা। (আড়ামুড়ি দিয়া উঠিয়া) এক শালা ত পলাতক। এই দুশালাকে একটু খুসী ক'রে যদি স'রে পড়্‌বার কিছু উপায় ক'র্‌তে পারি, দেখি। (দরোয়ানের প্রতি) এই—তোম্ লোক কোন্ হ্যায়?

১ম দ। আরে এতো আদমী হ্যায়—আদমী হ্যায়।

কা। হাম তো আদমী হ্যায়—তোম কোন্ হ্যায়?

দ, দ্বয়। হাম্ লোক—হাম্ লোক—

গীত।

রামভুজ পুরুভুজ দোনো বেরাদার দোনো বরাবর সিং।
চোট্টাডাকু ভাগ্‌তা দেখ্‌কে রাগ্‌তা ফুল্‌তা নাচ্‌তা গাতা
বাজাতাভি টিং টিং টিং টিং টিং টিং টিং॥
বহুৎ পাট্‌ঠা পালোয়ান, বহুৎ পাকা দরোয়ান,
হাম লোগোঁকে বদন্‌কা পশম্‌মে বন্‌তা আলোয়ান—
ফজর্‌কো খাতা সের্‌ভর্ চানা, দুপুর্‌কো ডাল আওর্ রোটি খানা,
সাম্‌কো দোসের ভাঙ বানানা, রাত্‌মে খাতা আধা ভরি হিং॥

(হাকিমের বেশে গোপেশ্বর পশ্চাতে সর্ব্বেশ্বর ও
দুইজন কনষ্টেবলের প্রবেশ)

গো। কই বাহার্‌কা আদমী হিঁয়া মৎ আনে দেও।

ক। যো হুকুম, হুজুর!

গো। (দরোয়ানের প্রতি) তোম্ লোক ক্যা কর্‌তা ?

১ম দ। পাহারা দেতা ধর্ম্মাওতার। চুপ্‌চাপ্ খাড়া হোকে পাহারা দেতা।

(দরোয়ানদ্বয়ের ভয়ে জড়াজড়িকরণ)

কেয়া বদ্‌বখ্‌ত রে ভেইয়া!

গো। এই—সিঁড়িঠো লে আও।

(দরোয়ানদ্বয়ের সিঁড়ি আনিতে বিপরীত দিকে গমন)

আরে গিধ্‌ধড়্—উধার সিঁড়ি কাঁহা ?

সকলে। ইধার আও—ইধার আও।

১ম দ। উধার জানে সক্‌তা—লেকিন্ (কার্ত্তিককে দেখাইয়া) উধার জানে নেই সেকোগে রে ভেইয়া!

২য় দ। বহুৎ বদ্ বখ্‌ত—বহুৎ বদ্ বখ্‌ত রে ভেইয়া!

[দরোয়ানদ্বয়ের সিঁড়ি আনিতে প্রস্থান।

গো। (কার্ত্তিককে) এই—তোম্ কোন্ হ্যায় ?

কা। Mr K. C. Oxfox Esquire হ্যায়।

গো। Where have you come from ?

কা। Direct from Hongkong.

গো। From Hongkong ?

কা। Yes—sir.

গো। What were you doing there ?

কা। I Hyppodrome circus Clown Sir, playing there কেমন ক'রে Pacific Oceanএ fall down হ'য়ে floating floating here come sir.

গো। এ পুকুরে কেমন ক'রে এসেছ?

কা। Not know sir, sleeping sleeping come sir!

গো। সত্য কথা বল।

কা। All right sir!

গো। What is your case?

কা। Serious case sir!

গো। How serious?

কা। No. I Palpable doomicide.

গো। Amounting to?—

কা। Martyr, and No. II thiefing

গো। And No. III?

কা। Poisoning and—

গো। Kidnapping?

কা। না sir, He-goat-napping, আমি ত kid নই sir, I He-goat sir!

(দরোয়ানদ্বয়ের সিঁড়ি আনয়ন)

গো। সিঁড়ি ঠিক কর্‌কে লাগাও। (সিঁড়ি লাগান) নেমে এস।

কা। All right sir! (জলটুঙ্গি হইতে অবতরণ করা)

গো। রামধনি সিং!

রা। হুজুর!

গো। হাত্‌মে হাতকড়ি লাগাও।

কা। Why sir? no fault I did sir!

গো। You have told fibs

কা। Figs? no sir, চক্ষুতে mustard flower sir! অর্থাৎ স'র্‌ষে ফুল দেখ্‌চি sir!

গো। আমি যা যা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি তার সত্য উত্তর দাও, নতুবা হাতকড়ি লাগাবে।

কা। আমি সত্যই ব'ল্‌ব; বিশ্বাস না হয়, bring copper তুলসী and Ganges water sir, I can হলফ it sir!

গো। তোমার নাম কি?

কা। আজ্ঞে, ঈশ্বর—

গো। ঈশ্বর কি?

কা। আজ্ঞে don't hurry, please hear sir, ঈশ্বর গঙ্গালোচন ঘোষালের পৌত্র, ঈশ্বর পদ্মলোচন ঘোষালের পুত্র শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষাল।

গো। তুমি এখানে কেন?

কা। জানিনি।

গো। এ পোষাক তুমি কোথা পেলে?

কা। আজ্ঞে জানিনি।

গো। তুমি এখানে কেন এসেছ?

কা। আজ্ঞে, আমি ত আসিনি?

গো। তুমি এসনি ত কে এসেছে?

কা। তা কি জানি?

গো। এই যে তুমি দাঁড়িয়ে র'য়েছ?

কা। তা ত র'য়েছি।

গো। তোমাকে কেউ এখানে নিয়ে এসেছে কি ?

কা। আশ্চর্য্য কি!

গো। রামধনি! লাগাও হাতকড়ি।

কা। Why sir, আমিত মিছে কিছু বলিনি, আমি ত সব সত্যি বলিছি।

গো। তুমি বদমায়েসী ক'র্‌ছ ?

কা। আমি কিছুই বদমায়েসী করিনি ত sir, এই সব সাক্ষীরা বলুক, আমি কি বদমায়েসী করিছি।

স। শালার হাতে হাতকড়ি লাগাও রামধনি সিং!

কা। মশাই, আমি কিরূপে আপনার শালা হ'লেম, তা ত বুঝ্‌তে পারছিনে।

স। না হয়, আমিই তোমার শালা হ'লেম!

কা। আপনি ত ভারী সদাশয় পুলিস অফিসার দেখ্‌ছি, ফস্‌ ক'রে আমাকে ভগ্নীপতি ক'রে ফেল্‌লেন। আপনি এত সদাশয় ব'লেই বুঝি ইউনিফরম্‌টি খুইয়েছেন!

গো। তোমার ব্যাপারটা কি খুলে বল দিকি।

কা। আজ্ঞে এত লোকের সাক্ষাতে খুলে ব'ল্‌তে একটু shameful হ'চ্ছি sir.

গো। আচ্ছা, রামধনি সিং, বাবুকো ৭২ নং বাড়ীমে লে যাও। বাহারমে গাড়ী খাড়া হ্যায়।

[প্রস্থান।

কা। (স্বগত) কাল্‌কের বাড়ীটা ছিল ৮২ নং, আজকের হ'ল ৭২ নং—দশ কম। এদের মৎলবখানা কি, বুঝে নিতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে সর্ব্বেশ্বরের প্রতি) বন্ধু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পষ্ট

কথা ব'ল্‌বে? দিব্যি খোসখৎ চেহারা ত বানিয়ে দিয়েছ। গিঁজারায় পূর্‌বে—তার পর ত ঘণ্টা বাজিয়ে কিছু রোজগার ক'র্‌বার মৎলব? বলনা বন্ধু, আমি নাচ্‌তে গাইতে জানি। যা রোজগার ক'র্‌বে, যদি আধাআধি বখরা দাও—আমি রাজি আছি। কিছু হাতে হ'লেই স'রে প'ড়্‌ব।

স। এ রামধনি সিং, হাম্ লোক্‌কা ভগ্নীপতি বহুত আচ্ছা গানে বাজানে নাচ্‌নে জান্‌তা, উস্কো জেরা নাচাও।

রা। এই ভগ্নীপতি, জেরা নাচতো ভেইয়া!

কা। ক্যা? হাম্ তোমারা ভগ্নীপতি হ্যায়? এটা শ্যালকের রাজ্য নাকি বাবা? হাঁ brother-in-law, নাচ্‌নে জান্‌তা। মহলা দেনে হোগা?

রা। আরে ভগ্নীপতি বাবু—গাও না—

কা। তোম্ হামারা শালা হ্যায়, তোম্ যব্ বোল্‌তা, তব্ হাম্, তোম্‌কো সন্তুষ্ট করতে নিশ্চয় একঠো গায়েগা! (সুর ভাজা) ই—রি—রি—রি—তোম্—তোম্—তানা—

গীত।

দেখিনিকো চক্ষেরে ভাই এমন মজার সাদী।
দেখে শুনে ভাব্‌ছি মনে হাসি কি কাঁদি॥
গায়ে হলুদ বর্দ্ধমানে,
বিয়ে কোথা চুলো জানে,
বাসর হ'লো—পুকুরমাঝে ঐখানে—
হবে ফুলশয্যা আ্যাণ্ডামানে, সেণ্টহেলেনায় সমাধি॥

কা। এই ত বন্ধু! গাইলুম। এতে চ'ল্‌বে?—ঘণ্টা বাজাবে আর লোক ডাক্‌বে—ব'ল্‌বে—এক নতুন জানোয়ার উড়ে যেতে যেতে টেলিগ্রাফের তারে আট্‌কে গেছ্‌লো। দেখে যাও, দেখে যাও, দেখে যাও। এক এক পয়সা! নাচ্‌তে জানে—গাইতে জানে। কেমন বন্ধু! এই ত? না, তোমার ভগ্নীর সঙ্গে সত্যি বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছ?

স। হ্যাঁরে শালা!—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? এই দেখনা, সম্বন্ধ সুরু করি।

(কাণ মলন)

কা। Brother-in-law! কি মোলায়েম হাত তোমার! তোমার ভগ্নীরও কি এম্‌নি কমলাকান্ত পদাবলী?

স। শালা! চল্‌না, হাতে পাঁজী, মঙ্গলবার কাজ কি? আঁচা-আঁচিতে অত দরকার নাই। আঁচালেই জা'ন্‌তে পা'র্‌বে—

কা। Broher-in-lawর দল! চল চল চল—বেলা হ'ল, ক্ষিদে পেয়েছে; কাল রাত্তিরে সে শালারা কিছু খেতে দেয় নি।

রা। চলিয়ে—চলিয়ে।

কা। হাম্‌ লোক ত বর হ্যায়, হামারা আস্তে ধে্‌রান্‌ লে আও। নেই লে আবেগা তো তোম্‌লোক্‌কা কাঁধ্‌মে চড়্‌কে যায়েগা।

(দরোয়ানদ্বয়ের স্কন্ধে উঠা)

দ দ্বয়। কেয়া ফ্যাসাদ্‌মে গিরায়ে ভেইয়া, এ শালা উল্লু হ্যায় বেসক্‌!

কা। চল—চল—বাজাও—বাজাও, ব্যাণ্ড্‌ ব্যাগ্‌পাইপ্‌ ঢোল ঢাক বাজাও—বাজাও—

সকলে। চল চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাটীর সংলগ্ন উদ্যান।

অপূর্ব্বপ্রকাশ।

অ। Cowshedকে পাগল মনে ক'র্‌তুম। কিন্তু অপূর্ব্বপ্রকাশ! তুমিই কম কি? তবে কার্ত্তিক ঘোষাল বেড়াচ্ছেন ময়ূর চেপে আকাশে আকাশে হাওয়ায় হাওয়ায় কোর্টশিপ্ ক'রে; আর তুমি ফির্‌ছ এই মাটির পৃথিবীর উপরে, সত্যের সংসারে, জলীর চাঁদমুখ নিরীক্ষণ ক'রে! Oh my Jolly! Oh my pretty dolly Holy of Holies—oh! my folly! এই যে দেবী সদয়, নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তেই উদয়!

(সঙ্গিনীগণসহ জলীর প্রবেশ)

গীত।

আচ্ছা জবর এলো বর Incognito.
তোরা ঢাক পিটো—তোরা ঢাক পিটো—তোরা ঢাক পিটো।
বরের রূপের যাই বলিহারী,
রং ঢংএ জম্‌কালো কালো বিনোদবিহারী,
বরের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা আছে—নেই শুধু সেই বংশীটো॥
বর নয়ন-বাণ এড়ে, প্রাণ নেবে কেড়ে,
পর-গোয়ালে জাব্‌না খেতে এসেছে এঁড়ে;
তোরা যাস্‌নে কাছে আস্‌বে পাছে শিং নেড়ে তেড়ে—
যা করে ভেড়ের ভেড়ে,
তার গোড়েতেই দিস্ ডিটো—তোরা দিস্ ডিটো—তোরা দিস্ ডিটো॥

[সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

অ। কে তুমি?

ভ। আমি ভিকিরি। ভিক্ষে ক'র্তে এসেছি।

অ। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, তা জান?

ভ। ভদ্রলোকের বাড়ীতে ভিক্ষে ক'র্তে আস্‌ব না ত কি বন-বাদাড়ে যাব ভিক্ মাঙ্‌তে? তোমার ত বেশ আক্কেল—তুমি কে?

অ। আমি ফকির।

ভ। মশাই, কি রকম ফকির? সোণার গার্ড চেন গলায়, পাঞ্জাবী গায়, কালাপেড়ে ধুতি পরা, পাম্‌শু পায়—আপনি কি রকম ফকির?

অ। এই আপনি যেমন ভিকিরি। ফিট্‌ফাট্ ত আপনারও বড় কম নয়!

ভ। মশাই, আজকাল ভেক্ না হ'লে ভিক্ষে মেলে না। বাড়ীতে হাঁড়ি না চড়ুক—গাড়ী ঘোড়া চাই। অনেক প্রফেশনে দেখ্‌বেন—এই চা'ল। ভিক্ষেও ত একটা profession, আমার profession-এর দায়ে এই রকম সাজ্‌তে গুজ্‌তে হ'য়েছে।

অ। আমার সখের দান।

ভ। আপনার কি সখ?—আমিরী না ফকিরী?

ম। দুই—ই। আমীর হয়ে দান করি, ফকির হয়ে ভিক্ষা নিই।

ভ। দেওয়া নেওয়া—ব্যবসাদারী! মহাজনী—কারবার।

ম। মহাজনী বটে—তবে সখের।

ভ। ওঃ বুঝেছি। সখই আপনার ব্যবসা। আপনার সঙ্গে কারবারে ত কেবল লোকসানই লাভ! আপনার মূলধন ত কিছুই নেই।

ম। মূলধন না নিয়ে কেউ কি ব্যবসায় নাবে?

ভ। আপনি কি নিয়ে নেবে ছিলেন?

ম। যার চেয়ে আর ধন নেই। প্রাণ—প্রাণ বড় ধন।

জ। যত বড় ধনই হোক—কারবারীর প্রাণ ত ?

অ। না, সখের প্রাণ।

জ। তবে ত সে গড়ের মাঠ—ফর্দ্দা ফাঁক। খালি হাওয়া খাবার বন্দোবস্ত। কত দিন এ কারবার ক'র্‌ছেন ?

অ। এই আপনাকে দেখে অবধি সুরু করিছি।

জ। আমায় দেখে অবধি ?—কেন—কেন ?

অ। আপনি ভিকিরি—আর আমি ফকির। ফকিরে ভিকিরিতে মিলে মহাজনী ক'র্‌লে হয় না ?

জ। ভিকিরির খুদ-কুঁড়ো সম্বল, মহাজনী ক'র্‌বে কেমন ক'রে ? আপনি আগে কি ক'র্‌তেন ?

অ। খালি আমোদ আর ফুর্ত্তি।

জ। সে কাজ ছা'ড়্‌লেন কেন ?

অ। তাতে একটা বড় প্যাঁচ পো'ড়্‌ল। আমোদ করি, ফুর্ত্তি করি, লোকে বলে jolly-fool. তাই মনে করিছি—যদি কখন জলীর ফুল হ'তে পারি—তবেই আমোদ ক'র্‌ব—নইলে নয় !

(জলী প্রস্থানোদ্যত)

আপনি চল্‌লেন যে ?

জ। আপনার কথা শুনে ত আর পেট ভ'র্‌বে না ! আমার পাঁচ দোরে যেতে হবে। (প্রস্থানোদ্যত)

অ। জলী—শোন্—শোন্—

জ। তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কেবল কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ ?

অ। তুমি আপনিই ত বল্লে—আমার সঙ্গে—কারবারে লোকসানই লাভ। এখন শোন—এদিক্‌কার কি ? আমাকে যেমন break ক'র্‌বার ফিকিরে আছ—কার্ত্তিক শালাকে তেমনি পা'র্‌বে ত ?

জ।' আমাদের সাদা মন, ফিকির ফন্দী অত বুঝিনি—আর আড়গোড়াও নেই যে, ঘোড়া break ক'র্‌ব! যার দরকার হবে—সেই-ই break ক'রে নেবে।

অ। নীলিমা শেষ না সব মাটী করে।

জ। কিছু ভেব না—সকলের চেয়ে তার গরজ বেশী।

অ। আমার গরজ যেমন তোমাকে break করা, তেমনি?

জ। গরুজে লোকের কথায় আমি থাকিনি।

[উভয়ের দুই দিক দিয়া প্রস্থান।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ।)

কা। ভর বেতর ভোল ফেরালেম বাবা! ছিলুম কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষাল, হলুম Cowshed। তারপর miss উর্ব্বশীর প্রেমে একেবারে লট্‌-ঘট—ডবল জানোয়ার Ox fox। সে প্রেমের নেশা যখন কাট্‌ল তখন দেখি যে, জলটুঙিতে বেহ্মদত্তি হয়ে শুয়ে আছি। বাবা, কোথা থেকে ফরমেসে রং এনে শালারা মাখিয়ে ছিল! তিনখানা সাবান গেল তুল্‌তে। তারপর বেহ্মদত্তির ফাঁড়া কেটে এখন যে কি হইচি—তা মণিকর্ণিকা থেকে স্বয়ং পিতা পদ্মলোচন উঠে এসে ব'ল্‌তে পারেন কিনা সন্দেহ। তা যা-ই হই, কিন্তু আছি বেশ। দিব্যি জামাই আদরে—কালিয়া কোপ্তা কারি কাট্‌লেট সাঁট্‌ছি। ভাল ভাল কাপড়-চোপড় জুতো জামা প'র্‌ছি। কেবল শালারা কথার জবাব দেয় না—আর পথে বেরুতে দেয় না। চারদিকে খাড়া-পাহারা। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে জলটুঙির সম্বন্ধী-শালাও হেসে চ'লে যায়। আচ্ছা, শালারা এত জামাই আদরে খাওয়াচ্ছে কেন? সত্যিই—কোর্ট-শিপ করিয়ে বিয়ে দেবে নাকি? কত কথাই মনে পড়্‌ছে—মিস্ উর্ব্বশীর বাড়ী—একেবারে ইন্দ্রালয়! অপ্সরী

নাচ্‌লে। Fountain পেন খাওয়ালে! তারপর বস্—একেবারে সব যেন উবে গেল! চোখ্ চেয়ে দেখি এঁদো পুকুরের মাঝখানে। কত দিন ঘুমিয়েছিলুম, কোথায় এলুম, তাত কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নি। আচ্ছা এটা কি কল্‌কেতা? কই সে monument কই? গড়ের মাঠ কই? লালদিঘি—হেঁদো কই? সে বীডন ষ্ট্রীটের মিনার্ভা থিয়েটার কই? স্বর্গের অপ্সরীর মতন কি সবই অন্তর্দ্ধান হ'ল? এটা কখনই কল্‌কেতা নয়। আচ্ছা এই একটি লোক আস্‌চে—একেই জিজ্ঞাসা করি—যদি ভুলে কথা কয়।

(অপূর্ব্বপ্রকাশের প্রবেশ।)

মশাই, মশাই গো, ওগো মশাই। ওঃ বাবা, এ সেই marriage license secretary না? ওঃ বাবা, এর গায়ে যে সেই আমারই পাঞ্জাবী, সেই গার্ড চেন, সেই কালাপেড়ে ধুতি, গাদার হাতে ফুল কোঁচান, সেই পাম-সু। একবারে—থানকে থান ঠিক বজায়! শালা খালি জরী পেড়ে উড়্‌নীখানা লাট ক'রে মাথায় পাগ্ বেঁধেছে! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? (হস্তে চক্ষু মুছিয়া) না এই ত জেগে আছি। ওগো মশাই—মশাই গো—

অ। চোপরাও—you Phantasmagorial fool.

কা। (স্বগত) ও বাবা, শালা যেন মানোয়ারী গোরা! যা'হোক শালা—কথা কয়েছে! (প্রকাশ্যে) মশাই রাগ করেন কেন? আমি বিদেশী লোক!

অ। (সুর করিয়া) বিদেশী বঁধু ফিরে চাও—আমার মাথা খাও।

কা। সে কি রকম?

অ। রকম আর কি?—পেথম্ ধ'রে বক্‌বকম্।

কা। আজ্ঞে—যে আজ্ঞে। সে আমার কপাল জোর! তা মশাই,

আপনার সঙ্গে—সেই একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল না—বৰ্দ্ধমানে—সেই marriage license না কি ?

অ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ব'লে যাও—ব'লে যাও। তোমাকেও ঠকিয়েছে দেখ্‌চি।

কা। ঠকিয়েছে কি রকম ?

অ। ব'লে যাও—ব'লে যাও।

কা। মশাইকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি ?

অ। না।

কা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি না ?

অ। কিছুতেই না।

কা। দোহাই আপনার, একটা কথার জবাব দিন্। এ পাঞ্জাবীটি কোথা পেলেন ?

অ। তোমার গা থেকে খুলে নিইচি।

কা। (স্বগত) শালা বলে কি গো! (প্রকাশ্যে) এই ঘড়ী-ঘড়ীর চেনটি ?

অ। তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিইচি! আর কি বল্‌বে বল! এই কালাপেড়ে ধুতি তোমার। এই চাদর তোমার। এই পাম-সু তোমার। আমিই তোমার।

কা। আজ্ঞে বটে—বটে! মশায়ের নামও বোধ করি কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষাল।

অ। ছুট্। অমন ড্যাম ক্যাডাভরাস নাম আমার ?

কা। তবে—কি Cowshed ?

অ। না।

কা। Ox-Fox ?



অ। না—

কা। তবে কি মশাই, দয়া ক'রে বলুন।

অ। পেখমলাল Courtship-ওয়ালা।

কা। (স্বগত) Courtship-ওয়ালা! তা হবে, পশ্চিমে শুনিছি, আগরওয়ালা, ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা, চাট্‌নাওয়ালা এই রূপ কত রকম ওয়ালা আছে। আমারই মতিভ্রম হ'য়েছে—আমার মতন, কাপড় চাদর ঘড়ী চেন পাঞ্জাবী কি আর কারও থাক্‌তে নেই?—ছি ছি—ভদ্রলোকটাকে খামখা অপমান করিছি। মনে ক'র্‌বে পাড়াগেঁয়ে ভূত! (প্রকাশ্যে) মশাই আমায় মাপ ক'র্‌বেন। মশাই এটা কি সহর?

অ। আজব সহর।

কা। এই রে—শালারা কোথায় এনে ফেলেছে! মশাই ব'ল্‌তে পারেন—এখান থেকে বর্দ্ধমান কত দূর?

অ। কোন্‌ বর্দ্ধমান?

কা। আজ্ঞে সেই যেখানে আপনি আমার বাড়ীতে Secretary হ'য়ে গিয়েছিলেন?

অ। এই রে! এরও মাথা বিগ্‌ড়ে দিয়েছে।

কা। আজ্ঞে তা একটু দিয়েছে বই কি!

সঙ্গিনীগণের প্রবেশ ও গীত।

গন্ধ-অন্ধ বায়ু এবিমল নীরে ধীরে রঙ্গে কি উছল,
গুঞ্জরে ভৃঙ্গ কমলদলে মনসিজ-ফুলশর-সন্ধানে।
প্রেম মধুপানোন্মত্তা নবপঙ্কজনেত্রা প্রিয় রমণী
এ মধুমাস সঞ্চারে মনসিজ-ফুলশর-সন্ধানে।
বল্লী প্রিয়তরুআসক্তা, বিহগী বঁধুস্বরআরক্তা

ধন্য ধরাতল, কান্তি ঝলমল. ফুল্ল ফুলফলসম্ভারে—
বিরহিণী জরজর, কাঁপে তনু থর থর মনসিজ-ফুলশর-সন্ধানে।
[প্রস্থান।

কা। আর কি, সব আগেকার মতন ঠিকঠাক হয়ে আস্‌ছে—বস্‌—এইবার Fountain pen নিয়ে এস. খেয়ে মূর্চ্ছা যাই। কিন্তু দোহাই বাবা, এবার—দয়া ক'রে বর্দ্ধমানের জলটুঙিতে চালান্‌ ক'রো। কোন্‌ শালা আর কল্‌কাতা মুখো হবে। এই যে ব্রাদার ইন-ল আস্‌ছে। কি brother-in-law তোমার ষোল কড়াই কাণা!

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

স। এই যে, Courtship-ওয়ালা—দেশ থেকে এলে কখন? Princessও এসেছেন। তোমার Courtship করবার দরখাস্ত মঞ্জুর ক'রেছেন।

কা। Brother-in-law একেও Fountain Pen খাওয়াবে ত?

স। Fountain pen কি?

কা। সরবৎ গো—সরবৎ। আহা জানো না যেন—ন্যাকা!

অ। ইনি সরবতের কথা কি ব'ল্‌ছেন?

স। কে জানে Mr. পেথম লাল, ইনি মাঝে মাঝে অমন আজ্‌গুবি কথা কন।

কা। বাবা, আমি ত আজ্‌গুবি কথা কই, তোমরা যে আজ্‌গুবি কাণ্ড দেখাও।

অ। মশাই, এ Village Ghost ধ'রে এনেছেন কোথা থেকে?

কা। (স্বগত) এইবার আমার গায়ের গন্ধ বেরিয়ে পড়েছে—ও কি লুকোন যায়! যাক্‌ ইংরিজিতে বলেছে!

স। ইনিও আপনার মত কোর্টশিপ ক'র্‌তে এসেছেন।

অ। বটে, বটে, Knaves of the same trade—shake hand—shake hand.

কা। মশাই, মশাই, হ'য়েছে হ'য়েছে ছাড়ুন—ছাড়ুন—কনুই থেকে হাত খানা খ'সে এলো যে! আঃ—উঃ (স্বগত) শালারা একেবারে খুন ক'র্‌বে না—এম্‌নি ক'রেই জখম ক'র্‌বে!

অ। মশাই মাপ ক'র্‌বেন—আপনাকে Village ghost ব'লেছি। আপনি এমন উন্নত উদার লোক তা জা'ন্‌তেম না। আপনার কখন বিবাহ হইছিল?

কা। আজ্ঞে—বিবাহ?—ও পাট আমাদের বংশেই নেই।

অ। ওঃ—তাহ'লে ত আপনি বংশলোচন।

স। ওঃ—তার আর কথা, ইনি মস্ত লোক—কোর্টশিপ ক'রে বে ক'র্‌বেন।

অ। আমরা দুজনে কি তবে এক লেডীকেই courtship ক'র্‌বো নাকি?

স। না—ইনি আলাদা, আপনি আলাদা। (কার্ত্তিককে) কেমন Brother-in-law তুমি courtship ক'র্‌তে agree ত?

কা। (স্বগত) না—এ শালারা জোচ্চোর নয়।

অ। মশাই, ইনি যে ভাব্‌ছেন। বুঝি ইনি courtship ক'র্‌তে agree নন।

কা। আজ্ঞে সে কি মশাই? courtship ক'র্ব্ব বই কি? শুধু courtship—আমি High Courtship পর্য্যন্ত ক'র্‌ব।

অ। Bravo! Bravo!

স। তবে আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বাটীর সংলগ্ন উদ্যান।

শ্যামসুন্দর, নলিনাক্ষ ও গোপেশ্বর।

শ্যা। মশাই, উদ্যান ত একেবারে অমর ভবন ক'রে তুলেছেন।

গো। এ সব অপূ আর জলীতে জোট ক'রে ক'রেছে।

ন। গোপেশ্বর বাবু, অপূ আর জলীর জোটটা একটু ভাল ক'রে বেঁধে দিলে হয় না? শুনেছি আপনার পালিতা কন্যা জলী বেশ সুশিক্ষিতা আর বুদ্ধিমতী। তা এতদিন তার বে দেন নি কেন?

গো। দেখুন, এ সম্বন্ধে আমার মত—কন্যাকে সুশিক্ষিতা ক'রে সৎ পাত্রে অর্পণ করা আগে বিবেচ্য।

ন। ঠিক ঠিক। তা অপূর ন্যায় সৎ পাত্র আপনি কোথায় পাবেন? যেমন লেখাপড়া, তেমনি চরিত্র। তবে বাউণ্ডুলের মত বেড়ায়। তা বোধ করি বে হ'লে সে দোষ থাক্‌বে না।

শ্যা। আর অপূরও ত আপনি Executer. বাউণ্ডুলে বৃত্তি করে বেড়ায়, সেটাও ত আপনার পক্ষে নিন্দের কথা।

গো। সত্য! আপনারা আমার মনের কথা ব'লেছেন। কিন্তু দেখুন, এ সম্বন্ধে অপূর মনের ভাব একটু টের না পেলে আমি কিছু ক'র্‌তে পার্‌ছি নি! অপূ যদি মনে করে আমি ওর Executor ব'লে ওর ঘাড়ে একটা বাপ-মা-মরা যা তা মেয়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম, সেটা আমার মর্ম্মান্তিক হবে। জলীকে আমরা অতি যত্নে পালন ক'রেছি। জলী আমাদের সবুর চেয়ে আদরের। তাকে যে আদর ক'রে না নেবে, তাকে দেব না।

শ্যা। অপুর মনের ভাব আমরা বুঝিচি। যা'হোক আরও ভাল ক'রে জানব।

গো। তা হ'লে আমার বিশেষ উপকার ক'র্‌বেন!

ন। গোপেশ্বর বাবু, আপনার ভাগ্নীজামাইএর কতদূর হ'ল?

গো। সে সব ওরাই ক'র্‌ছে। এখন আমরা যাই চলুন। আজ এ বাগানে আস্‌তে আমাদের সকলের মানা।

শ্যা। তবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(সর্ব্বেশ্বর ও কার্ত্তিকের প্রবেশ)।

কা। বা—বা! My dear Brother-in-law বাগানে যে তোফা আলো দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে একেবারে স্বর্গের বিদ্যেধরী ক'রে তুলেছ।

স। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমার Marriage-রামায়ণের কোর্টশিপ-কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের জন্য এইরূপ সাজান হয়েছে।

কা। তা বেশ হয়েছে! তুমিও ত brother-in-law এই কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের—একজন—ওই যে—কি বলে—নেতা—নেতা।

স। না My dear আমি নেতা নই।

আজ কাল হেথা সেথা দেখ যত নেতা।
কেউ তারা নেতা নয়—সব অভিনেতা॥

my dear তুমি এই চেয়ারে উপবেশন কর। আর এই চেয়ারে তোমার তিনি উপবেশন ক'র্‌বেন।

কা। আর তুমি আমাদের দুজনকে প্রেমসুধা পরিবেশন ক'র।

স। তোমার Courtship probation-টা কি রকম দাঁড়ায় দেখা ত যাক্।

কা। আচ্ছা brother-in-law আমার হবু-স্ত্রী কি পায়ে মল টল ব্যাভার করেন?

স। সর্ব্বনাশ! মল পায়ে দিলে কি আর রক্ষা আছে!

রূপসী যুবতী-পদে মলের ঝঙ্কার।
ব্যাচিলার বেচারীর ধনুষ্টঙ্কার॥

কা। তা—বটে! তা—বটে!

স। আমি তবে চল্লুম, দেখ যেন কোর্টশিপে ভড়্কে যেও না।

কা। তুমি চ'লে যাচ্ছ নাকি?

স। উপস্থিত যাচ্ছি বইকি।

কা। তা তোমার কোন ভয় নেই, আমি ভড়্কাব না, একটু হড়্কালে হড়্কাতে পারি; কিন্তু my dear brother-in-law ভড়্কাব না।

স। All right.

(সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান।

কা। এখন কি করি! প্রেমের আসন ত পাতা রয়েছে! তার-ই ওপর ব'সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাক্‌ব, প্রেয়সী এসে "হা হতোঽস্মি" ব'লে প'ড়্বেন—না, চোখ কপালে তুলে আকাশ পানে চেয়ে আবোল তাবোল দুটো ব'ক্‌ব, শুনে প্রেয়সীর আক্কেল গুড়ুম হবে! না খালি ওঠ্ ব'স্ ক'র্‌ব? কা'কে জিজ্ঞেস্ করি? গ্যাদা ব্যাটাও যে কাছে নেই! Brother-in-law শালা ত আমাকে তোপের মুখে ছেড়ে দে স'রে প'ড়্ল! এত নাটক নভেল প'ড়্লুম, কাজের বেলা নাসাকর্ণের মত সব বিদ্যে ফাঁক! কই এত ত উপন্যাস লেখক আছেন, কোর্টশিপ কি ক'রে করি ব'লে দিন্ না—এখন কি করি! দূর কর, আর ভাব্‌তে পারিনি,

থানিক চিন্তা করি। এ এক শালা কে আবার নাচ্‌তে নাচ্‌তে গাইতে গাইতে আস্‌ছে।

অপূর্ব্বপ্রকাশের গাইতে গাইতে প্রবেশ।

Oh ! the gladness of our gladness,when we're glad,
Oh ! the sadness of our sadness, when we're sad !
But the gladness of our gladness
and the sadness of our sadness
Are nothing to our madness when we're mad !

কা। ওঃ সেই কোর্টশিপ-ওয়ালা! শালা সায়েব সেজেছে, এ শালাও সেই princess না কাকে কোর্টশিপ ক'র্‌তে যাচ্ছে! আমারও ত অমনি নাচ্‌তে নাচ্‌তে গাইতে গাইতে আসা উচিত ছিল!

অ। Oh ! Wine of love ! আমি প্রেমে মাতাল হইচি! Oh courtship ! courtship ! এই যে আমার প্রাণ-প্রেয়সী! প্রেয়সী! প্রেয়সী! আমার হৃদয় দোয়াতের মসী! আমার কচি আমের কসি!

(কার্ত্তিককে জড়াইয়া ধরণ)

কা। মশাই, ছাড়ুন, ছাড়ুন! আমি—আমি—আমি—

অ। ছাড়্‌ব কি প্রাণ-প্রেয়সী, আমি যে তোমার স্বামী!

কা। শালা ছরকোট ক'র্‌লে! মদ খেয়ে ম'রেছে—আর ব'ল্‌চে প্রেমের মাতাল! চোখ খুল্‌তে পার্‌ছে না! ও Mr. Pakham Lal ! Mr. Courtship-wallah—চোখ চেয়ে দেখুন না আমি কার্ত্তিক ঘোষাল!

অ। Very good ! any port in storm ! তুমিই আমার প্রেমান্ধকারের মশাল! আমার হৃদয় পূর্ণিমার শশী!

কা। তোর গলায় রশী! শালা বেহেড্ মাতাল! চোখ্ চেয়ে দেখ্না, আমি শশী কি শশা!

অ। Bravo! bravo! খাসা, খাসা, প্রাতঃপেন্নাম—আমি চল্লুম বাসা।

(প্রস্থান)

কা। তাই যা শালা! এমনি courtship ক'র্লেই তোমার কপালে চাঁপা কলা! এইবার চক্ষু মুদে আমার হবু প্রেয়সীর ধ্যান করি। ও শালা প্রেমে মাতাল—আমি প্রেমে অন্ধ, ওঃ বাবা আবার যে সুর ওঠে!

(দূরে জলীর প্রবেশ ও গীত)

মনের মতন প্রেমিক রতন পাই যদি গো পাই।
হৃদয়-দোলায় বসিয়ে তারে দু'বেলা দোলাই॥
হই তার ফ্লাউয়ার বোকে, ঘুর্বে ফির্বে দেখ্বে চোখে,
দিনরাত শুঁকে শুঁকে নেশার ঝোঁকে তুল্বে হাঁই।
হ'য়ে মোর রঙের গোলাম, খেতে শুতে ক'র্বে সেলাম
আমি হয়ে রঙের বিবি খুঁজব গো ফেরাই॥

কা। আ মরি মরি! এ ত গান নয়—এ যেন সুরের ফুলঝুরি! খবরদার বল্‌ছি—কার্ত্তিকচন্দ্র চেয়ো না! তোমার এ সব সয় না! সেবার চোখ্ চেয়েই দেখেছ পানা পুকুর! এই দুহাত দিয়ে চোখ্ চেপে ব'স্লুম! তুমি কে গো!—কোথায় আছ! আর একটা গাও না!

জ। আপনি কে?

কা। আহা, মধু—মধু! আমি কে জিজ্ঞাসা ক'র্ছ?—বল্‌ব এখন। তুমি অমনি ক'রে বার কতক আরও জিজ্ঞাসা কর।

জ। আপনি কে?

কা। আমি অন্ধ! তুমি খুব নাচ গাও ফুর্ত্তি কর—আমি কিছুই দেখ্‌তে পাইনি। একি! আর যে কিছুই বলে না! এটা নিশ্চয় স্বর্গ—আর এই miss উর্ব্বশী! (জলীর জুতার শব্দ করণ) খট্‌ খট্‌ শব্দ হচ্ছে কি? প্রেয়সী কি ঘোটকী হয়ে এলেন না কি? চাট্‌ ছুড়্‌বেন না ত?

জ। (কার্ত্তিকের নিকটে আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া) What are you thinking about, Darling?

কা। (চেয়ার হইতে পড়িয়া) ওরে বাবারে—এ যে দেখ্‌ছি গাউন-পরা খাজা মেমসায়েব।

জ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—আহা—আহা, ভয়ে প'ড়ে গেলেন নাকি?

কা। না—না—ভয়ে পড়িনি ত, ভয়ে পড়িনি ত, প'ড়্‌ব প'ড়্‌ব, হইছিলুম বটে, কিন্তু খুব সাম্‌লে নিইচি। (স্বগত) আহা!—কি রূপ! একে রূপ ব'ল্‌ব—না সৌন্দর্য্য ব'ল্‌ব কি বিউটী ব'ল্‌ব।

জ। আপনি বেশ প্যাট্‌ প্যাট্‌ ক'রে চেয়ে রয়েছেন! তবে যে ব'ল্‌লেন অন্ধ! আপনি মিথ্যাবাদী—তবে আমি চল্লুম।

(গমনোদ্যত)

কা। আরে না না সুন্দরী যাবেন না—যাবেন না। আমি সত্যই অন্ধ! আপনার রূপে অন্ধ, আপনার প্রেমে অন্ধ। আর অন্ধ যদি আপনার পছন্দ না হয়, তবে আপনি যে গোলাম খুঁজ্‌ছিলেন—আমি তাই! বিবি, সেলাম! আমি আপনার গোলাম! কিন্তু আমি রঙের গোলাম নই,—আমি বদ রঙের গোলাম। আপনি বিবি ফেলে ধ'রে নিন।

জ। বদ রঙের গোলাম আমি চাইনি!

কা। রঙের গোলাম যে সবার উপর। তাকে ত বিবি দিয়ে ধরা যাবে না।

জ। তুমি ত বিবি ধ'র্তেই এসেছ!

কা। আজ্ঞে না ধরা দিতে এসিছি।

জ। আপনার নাম?

কা। আজ্ঞে আমার অনেক নাম! বাঙ্গলা নাম ব'ল্‌ব—না ইংরিজি নাম ব'ল্‌ব—না ফরাসী নাম ব'ল্‌ব?

জ। সব কটাই ব'ল্‌তে হবে।

কা। বাঙ্গলা নাম হচ্ছে—শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষাল।

জ। আপনি আশ্বিনচন্দ্র ঘোষালের কে হন?

কা। আজ্ঞে আশ্বিনচন্দ্র ঘোষাল—আজ্ঞে ও নামে ত কেউ—না—না মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—তিনি আমার প্রপিতামহের মাসতুতো ভাইয়ের সহোদর ভগ্নীপতি ছিলেন।

জ। উত্তম! আপনার ইংরাজী নামটা কি?

কা। আজ্ঞে সেটা হচ্ছে Mr K. C. Oxfox Esquire.

জ। বাঃ বাঃ চমৎকার নাম! এ নাম আপনি কোথায় পেলেন?

কা। সেই শালার ঘরের শালারা আমার এই নামকরণ ক'রেছে।

জ। শালার ঘরের শালারা কে?

কা। সেই যে, যেখানে প্রথম এসেছিলুম, সেই জোচ্চোর শালারা—যারা বিয়ে দেবে ব'লে চিঠি লিখে এনে, আমাকে Fountain pen না কি খাইয়ে আমার জামা জুতো টাকা কাপড় চোপড় সব কেড়ে নিয়ে পুকুরের ধারে ফেলে রেখে এসেছিল। তারাই এই নাম দিয়েছে।

জ। কিন্তু তারা আর যা করুক—নামটি খুব সুন্দর দিয়েছে।

শ্রীরাধা রাখিল নাম মদনমোহন।
যশোদা রাখিল নাম নন্দের নন্দন॥
আর বিশাখা রাখিল নাম ব্রজ যাদুধন।

বাঃ বাঃ বেশ নাম।

কা। নামটি আপনার পছন্দ হ'য়েছে? আপনার পছন্দ হ'লেই আমার সৌভাগ্য বুঝ্‌ব।

জ। আর কি নাম আছে?

কা। আজ্ঞে আর একটা নাম আছে, সেটা হ'চ্চে Mr cowshed.

জ। এ নাম আবার কে দিলে?

কা। আজ্ঞে আমাদের বর্দ্ধমানে একজন ছোক্‌রা সাহেব গিইছিলেন, তিনিই দিইছিলেন।

জ। আপনার নিবাস বর্দ্ধমানে?

কা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জ। আপনি বিদ্যের কে হন?

কা। কোন্ বিদ্যে?

জ। বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যে।

কা। বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যে!—আমি—আমি, কে হই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন?

জ। হ্যাঁ।

কা। তা আমি তার কেউ হইনে, তবে আমরা বর্দ্ধমানে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা ক'রেছিলাম। বড় চমৎকার হয়েছিল।

জ। তাতে আপনি কি সাজ্‌তেন? বিদ্যা?

কা। উঁহুঁ।

জ। তবে কি সুন্দর?

কা। উঁ হুঃ।

জ। তবে কি মালিনী মাসী ?

কা। উঁ হুঁ! আমি সুড়ঙ্গ সাজ্‌তুম। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটি কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি ?

জ। With pleasure, আমার নাম হচ্ছে ভঁইসাসুর-মর্দ্দিনী।

কা। ও বাবা! বেশ মধুর নাম—বেশ গালভরা নাম দেখ্‌ছি।

জ। আরও নাম আছে।

কা। সেই নামটা অনুগ্রহ ক'রে ব'লে এই অধীনের কৌতূহল দুর্বৃত্ত, না—না নিবৃত্ত করুন।

জ। সে নাম হচ্ছে জলী।

কা। বা! বা! বেশ নাম। জলী—জলী! আমার হৃদয়-সমুদ্রের জলী-বোট, জলী!

জ। তা দেখুন, আপনার আমাকে বিবাহ ক'র্‌বার ইচ্ছা আছে কি ?

কা। আপনার আমাকে বিবাহ ক'র্‌বার ইচ্ছা আছে কি ?

জ। আমি যদি পুরুষ মানুষ হতুম, তা হ'লে মোটেই বিয়ে ক'র্‌তুম না।

কা। আপনি যদি পুরুষ মানুষ হতেন, তাহ'লে আমিও আপনাকে মোটেই বিয়ে ক'র্‌তুম না।

জ। বা! বা! বেশ! বেশ! তা আমি আপনাকে বিবাহ ক'র্‌তে রাজি আছি।

কা। তা হ'লে আমিও আপনাকে বিবাহ ক'র্‌তে রাজি আছি।

জ। বিবাহ হবে, কিন্তু আমার কতকগুলি condition বা প্রস্তাব আছে। সে গুলিতে আপনি সম্মত আছেন ?

কা। আপনি যে condition ব'ল্‌বেন, আর যা না ব'ল্‌বেন, আমি দুয়েতেই রাজি জা'ন্‌বেন।

জ। আপনি ফুট্‌বল খেল্‌তে জানেন ?

কা। আজ্ঞে জানি। এমন জানি—যে আপনাদের কল্‌কেতার মোহন বাগানই বলুন আর ভাল্লুক পাড়াই বলুন, আমার সঙ্গে কেউ ফুটবল খেলায় পেরে উঠবে না। আপনাদের কল্‌কেতার ফুটবল গুল ত কিছুই নয়, সব ফাঁপা, ও ত ফুঁয়ে ওড়াই। আমাদের বৰ্দ্ধমানে যে ফুটবল খেলা হয়, সে ফুটবলগুলো নিরেট লোহার তৈরী, এক একটা আড়াই মণ ক'রে ভারী। বৰ্দ্ধমানের উর্‌য্যাং উট্যাং ফুটবল ক্লাবের সমান ক্লাব পৃথিবীতে কি—স্বর্গেও নাই।

জ। আপনি ঘোড়ায় চ'ড়্‌তে জানেন ?

কা। তা আর জানিনে! তিন বছর বয়স হ'তে ঘোড়ায় চ'ড়ে আস্‌ছি। ঘোড়া হ'তে সতেরো বার পড়েছি, একবার পা, একবার হাত, এক বার পাঁজরা, একবার নাক—একবার কান—একবার—

জ। থামুন—থামুন—all right আর ব'লতে হবে না, তা হ'লে দেখ্‌ছি আপনি Garibaldiর স্ত্রীর অপেক্ষাও ঘোড়সোয়ার, যিনি ঘোড়ার উপর সন্তান প্রসব ক'রেছিলেন। আমি মনে ক'র্‌ছি, আমাদের যে দিন বিবাহ হবে, সেই দিনই আমরা বিলেত যাত্রা ক'র্‌ব।

কা। বেশ ত—বেশ ত! বিয়ে ক'রেই অমনি দু'জনে ধুলোপায়ে জাহাজে চড়া যাবে।

জ। জাহাজ ?

কা। কেন—কেন ?

জ। আপনি কোন্ জাহাজের কথা ব'ল্‌ছেন ?

কা। কেন ? এই কল্‌কেতার পিয়োনো না হারমোনিয়ম কোম্পানির জাহাজ।

জ। ছোঃ ?

কা। তবে কি?

জ। Air-ship অর্থাৎ কিনা আকাশ পোত।

কা। বেশ ত, বেশ ত, তাই যাওয়া যাবে। এখানে তা ভাড়া পাওয়া যাবে?

জ। যাবে, কিন্তু তার ভাড়া ঢের বেশী।

কা। আপনি ভাড়ার জন্যে ভাব্‌বেন না, লাখোটাকা ভাড়া হ'লেও আমি পিছ্‌পাও হব না।

জ। আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের শৃঙ্গে আকাশ-পোত নামিয়ে, সেইখানেই আমাদের শুভ Honey-moonটা করা যাবে, সেটা অনেকটা মুনের কাছাকাছি হবে।

কা। কিন্তু আমি ত সেই আকাশ-পিদিম্‌ না কি চালাতে জানিনি?

জ। You mean আকাশ পোত।

কা। Yes—yes আমার ব'ল্‌তে ভুল হ'য়েছে, ত্রুটি সম্মার্জ্জনী ক'রে নেবেন। আকাশপোদ—আকাশপোদ—

জ। আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি আকাশপোত উত্তমরূপে চালাতে জানি। তা—টাকা কই?

কা। টাকা—টাকা? তা—তা—(স্বগত) কথাতে ঠকা হবে না, এখনি মনে ক'র্‌বে পাড়াগেঁয়ে ভূত। আপনি ঐ আকাশ পি—না—না—জাহাজ, ঠিক করুন্‌, টাকার জন্যে ভাব্‌না কি?

জ। আপনার কত টাকার বিষয় আছে?

কা। তা ঢের্‌, লাখ পাঁচ সাত দশ হবে।

জ। সে গুলি বিয়ের আগে আমার নামে উইল ক'রে দিতে হবে, এ প্রস্তাবে আপনি সম্মত?

কা। (স্বগত) ও বাবা! বেটী বলে কি? কিন্তু কথায় ঠকা হবে না (প্রকাশ্যে) তা বেশ আমি সম্মত।

জ। আপনার বাড়ীতে কিরূপ পরিবার?

কা। আমি, আমার mother. আমার তিন ভগ্নী ও তিন ভগ্নীপতি ভাগ্নে ভাগ্নী পিসী মাসী খুড়ী জেঠাই প্রভৃতি অনেক লোক।

জ। এগুলি আপনি আপনার dwelling houseএ না রেখে অন্যত্র রাখ্‌বেন বা বাড়ী হ'তে দূর ক'রে দেবেন। আপনি ও আমি husband and wife যে বাড়ীতে থা'ক্‌ব, সে বাড়ীতে even আপনার mother পর্য্যন্ত থাক্‌তে পা'র্‌বেন না। কেবল আমাদের attend ক'র্‌তে servant থাক্‌বে, কি বলেন? এ প্রস্তাবে আপনি সম্মত?

কা। (স্বগত) এ হাঘ'রে বেটী বলে কি? যা হ'ক্, কথায় ঠকা হবে না, কথায় ঠকা হবে না। (প্রকাশ্যে) আমি সম্মত, আপনার জন্যে আমি সব পারি।

জ। সব পারেন,—আপনি আমার জন্যে প্রাণ দিতে পারেন?

কা। প্রাণ—প্রাণ? তা—তা—উঁহুঃ।

জ। কেন? তবে আমার উপর আপনার ভালবাসা কি?

কা। আপনি আমাকে চিন্‌তে পা'র্‌ছেন না, আমি যদি আপনার জন্যে প্রাণই দিলাম অর্থাৎ কিনা ম'লাম, তবে আর ভালবাসা দেখাব কি ক'রে? জান্‌বেন আমার ভালবাসা অমর; এ ভালবাসায় প্রাণ দেওয়া, কি অপঘাতে মরা, চলে না।

জ। আপনি দেখ্‌ছি heartless!

কা। ঠিক—ঠিক! আপনি ঠিক ধ'রেছেন। আপনাকে তারিপ!

জ। কেন—কেন?

কা। আমার যেটুকু heart এই দেহে ছিল, আপনাকে দেখ্‌বা মাত্র সব দিয়ে ফেলেছি, আর আমাতে heartএর একবিন্দুও নাই,

কাজেই আমি এখন খালি ফুঁকো শিশির মত Heartless বই কি ?

হ। বা! বা! Very right—Very right, আপনিই আমার worst-half. হবার উপযুক্ত পাত্র।

কা। আজ্ঞে, সেটা আপনি নিজগুণে ব'ল্‌ছেন। নইলে এ অধমের কোন গুণই নেই।

হ। আমার তৃতীয় প্রস্তাব, যখন আমার কোন পুরুষ Friend আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আস্‌বেন, তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তার সময় আপনাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

কা। (স্বগত) ভঁইস্‌ বেটী কে গো! কিন্তু কথায় ঠকা হবে না, কথায় ঠকা হবে না। (প্রকাশ্যে) তা আমি বেরিয়ে যেতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু আপনি বেরিয়ে যেতে না স্বীকৃত হ'লেই বাঁচি।

হ। Yes yes, যাব বই কি ? যাব বই কি ? যদি আমার ইচ্ছা বা সখ হয়, তা হ'লে আমার পুরুষ friendকে নিয়ে আমি গাড়ী ক'রে হাওয়া খেতে বেরুব।

কা। (স্বগত) সা'র্‌লে বেটী সা'র্‌লে ? উনি আপনি হাওয়া খাবেন, আর আমি কদলীদগ্ধ খাব! (প্রকাশ্যে) আমি স্বীকার—

হ। তবে চলুন, আজই এটর্ণির আপিসে গিয়ে আমার নামে আপনার সমস্ত সম্পত্তি উইল ক'র্‌বার ব্যবস্থা ক'র্‌বেন চলুন।

কা। (স্বগত) এ সর্ব্বনেশে বেটী কে গো ?—কিন্তু কথায় ঠকা হবে না, কথায় ঠকা হবে না। কথায় আছে—"রণে ভঙ্গ না দেহ বানর।" (প্রকাশ্যে) তা বেশ—চলুন, কিন্তু বিয়ের পর আমার সঙ্গে আপনার যদি বনিবনাও না হয় ?

জ। তা হ'লে আমি আপনাকে divorce ক'র্‌ব, আর একজনকে বিবাহ ক'র্‌ব।

কা। তা হ'লে আমার সঙ্গে আমার সম্পত্তিটাকেও divorce ক'র্‌বেন ত?

জ। No—no—একটি কাণাকড়িও না। আপ্‌নি সমস্ত সম্পত্তি ত আমাকে উইল ক'রে দিয়েছেন; আপনাকে যে ক'রেছিলুম, তার চিহ্নস্বরূপ সেটা আমার থা'ক্‌বে।

কা। (স্বগত) ওঃ বাবা!—বেটী ভঁইস্! তোমার মতলব বুঝিছি। (প্রকাশ্যে) তা হ'লে আমার অদৃষ্টে কি হবে?

জ। আপনার অদৃষ্টে মাসে দশ টাকা ক'রে মাসোহারা বন্দোবস্ত হবে।

কা। আজ্ঞে, দশ টাকায় কি ক'রে চ'ল্‌বে?

জ। আপনার মত শাকচচ্চড়ী-খেগো বাঙ্গালীর দশটাকাই more than sufficient জা'ন্‌বেন।

কা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কথায় ঠকা হ'বে না, কথায় ঠকা হবে না। একবার বাগিয়ে বিয়েটা ক'রে ফেল্‌তে পা'র্‌লে হয়, তার পর কেমন চাল ক ভঁইস বেটীকে দেখে নেব!

জ। তবে আসুন—আমরা প্রেমসম্ভাষণে নিমগ্ন হই।

কা। আজ্ঞে, জল কই যে নিমগ্ন হবেন? নিমগ্ন হ'তে হ'লে পুকুরে কি গঙ্গায় যেতে হয়।

জ। Very nice—very nice.

কা। (স্বগত) তবে নাকি আমি পাড়াগেঁয়ে ভূত!—রসিক নই!—হাঁ বাবা! মন খুলে তারিপ দিতে হ'য়েছে!

জ। আপনি কি ভাব্‌ছেন?

ক আজ্ঞে, কিছুই ভাবিনি!—ভাবিনিই বা কেন? আমি ভাবের

য়্যাট্‌লান্টিক্‌ ওশ্যনে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, আপনিও আমার সঙ্গে হাবুডুবু খান—তা হ'লে দুজনে প্রতাপ-শৈবলিনী হ'য়ে প'ড়্‌ব।

গীত।

কা। তুমি আমার lady love,

জ। তুমি আমার lover,

উভয়ে। প্রেমমশারি খাটিয়ে ধরা ক'রে ফেল্‌ব cover—

কা। তুমি আমার প্রেমনিকুঞ্জ—যুঁই চামেলী বেলা,

জ। তুমি আমার গ্রীষ্মে fan বর্ষাতে umbrella.

কা। তুমি আমার love-opera-র জান্‌বে Prima Donna,

তুমি আমার হৃদয়-বাথার জান্‌বে বেলেডোনা, ওহে কেলেসোনা।

তুমি আমার মুখের রুজ, বুকের ব্লুজ, পায়ের সুজ,

কা। আমি Gander তুমি Goose.

আমি হব চতুর্ভুজ (তুমি) আমায় ক'র্‌লে favour।

তুমি আমার টাইটেল rank.

। তুমি আমার Bengal Bank.

। Thank thank—thousand thank.

আমি ভ্যাভা গঙ্গারাম তুমি আমার clever.

। তুমি আমার প্রাণের peace.

। তুমি আমার প্রাণের bliss.

ভয়ে। দু'জনে print ক'র্‌ব kiss publish হবে never.

া। I am truly yours ever.

I am truly yours ever.

। I am truly yours ever.

দু'জনে ধরাধরি করিয়া প্রস্থান।

(সঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

গীত।

পীরিতের আশ্বাসে লোক আহ্লাদে হয় আটখানা।
যত এগোয় তত শুকোয়, শেষ ভেবে ভেবে কাঠখানা॥
নতুন পীরিত বেজায় মিষ্টি,
প্রাণের মাঝে সুধাবৃষ্টি,
নতুন হ'য়ে হাসে সৃষ্টি বাড়ে দৃষ্টি বল।
দু'দিন পরে দিশেহারা,
চলে ফেরে পাগল-পারা,
ভেবে ভেবে হয় গো সারা—চক্ষে ঝরে জল—
শেষ চোখে আর জল থাকে না
দিন দুপুরে হাট-কাণা।
পীরিতের দশম দশায় কিন্‌তে হয় সই খাটখানা॥

[প্রস্থান।

(অপূর্ব্বের প্রবেশ)

অ। কার্ত্তিক আর জলী দুজনায় হাত ধরাধরি ক'রে গেল, দেখে আমার প্রাণ ফেটে গেল! এ কি হ'ল! এ কি jealousy! জলী যদি আমায় না চায়! না, না, তা কখনো হ'তে পারে না, জলী নিশ্চয় আমায় ভালবাসে; নইলে চোখোচোখি হ'লে চোখ নাবায় কেন? এ কি ভালবাসা, না লজ্জা?—এই যে জলী আস্‌ছে।

(জলীর প্রবেশ।)

অ। তোমাদের বিয়ের কতদূর?

জ। এই—বিলেতে একটা বাসর-ঘর তৈরী ক'রতে অর্ডার্ দিইছি, সেটা তৈরী হ'য়ে এলেই বিয়ে হবে।

অ। Very good—আজকের কোর্টশিপ্‌টা কেমন জ'ম্‌ল ?

জ। First class—worldএর historyতে আমাদের কোর্টশিপের চ্যাপ্টার্‌টা—golden lettersএ লেখা থাক্‌বে।

অ। Very good—কার্ত্তিকচন্দ্র তোমায় দেখে মোহিত ত ?

জ। অনির্ব্বচনীয়রূপে মোহিত—তা বর্ণনার ভাষা নেই।

অ। তোমায় দেখে কে না মোহিত হয় ? এখন তোমার ঘাড়ের ভূত কি ক'রে নীলিমার ঘাড়ে চেলে দেবে ?

জ। চালান মন্তরে।

অ। Very good—সে মন্তর্ জানা আছে ত ?

জ। বিলক্ষণ আছে।

অ। তোমার ঘাড় হ'তে চালা হ'য়ে গেলে, ঘাড়টা যে নিতান্তই হাল্‌কা হ'য়ে প'ড়্‌বে! সে স্থানে আর একটা ভাগ্যবান্‌কে স্থাপন ক'র্‌লে হয় না ?

জ। আপনার ভারেই ন'ড়্‌তে পারিনে—আবার একটা ভার!

অ। তোমার নিজের ভার আর বেশী কি ? সংসারে ভার বহাই ত মজা।

জ। মজার চেয়ে সাজা বেশী।

অ। কিন্তু এ গরীব যদি তোমার টুক্‌টুকে পায়ের ওপর একটা ছোট খাট প্রাণের ভার রাখে, সেটা আদর ক'রে তুলে নেবে ?—না, অশ্রদ্ধায় ঠেলে ফেলে দেবে ?

জ। তুমি কি ব'ল্‌ছ, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি।

অ। আমি কি ব'ল্‌ছি, আমি নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি। তবে এটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, something solid ব'ল্‌ছি, তাতে romance-এর নাম গন্ধ নেই। সেটা most realistic। আমি ব'ল্‌ছি,—

আমার প্রাণটা আমি আর একলা বইতে পা'র্‌ছি নে ; তুমি সো বইবার ভাগ নেবে ?

জ। আমি আমার নিজের একটা প্রাণই সাম্‌লাতে পা'র্‌ছি ে আবার একটা ভেজাল জোটাতে যাব কেন ?

অ। কিন্তু দেখ, খাঁটি সোণায় গড়ন হয় না ; তাতে বাইরে থেকে কি খাদ মেশাতে হয়, তবে তাতে অলঙ্কার তৈরী হয় ; তখন লোে আদরে দেখে—অঙ্গে পরে।

জ। খাঁটিতে খাদ মেশান কি বুদ্ধিমানের কাজ ?

অ। বুদ্ধিমানের কাজ কিনা জানি না, কিন্তু দুনিয়া ত এই রকমই— সবাই ক'র্‌ছে।

জ। ক'র্‌ছে—আর ম'র্‌ছে।

অ। না হয় তুমিও আমার জন্যে ম'লে। পরের জন্যে মরাই সুখ !

জ। তুমি ত নিজেই বল—Marriage on earth seems such counterfeit !

অ। সে যখন পাগল ছিলাম, তখন বলিছি। কি জান জলী, Love i the divine and all-conquering spirit which make the world sweet.

জ। ও সব বাজে কথা রাখ। কার্ত্তিকচন্দ্র যাতে নীলিমাকে দেখ্‌ে পায়, তার ফন্দী ক'রেছি। কার্ত্তিক এখুনি এখানে আস্‌বে, ে এলেই নীলিমাকে এখানে পাঠাব, দেরী ক'র্‌লে সব খারাপ হ'ে যাবে। এখন চল—চল।

অ। তা যাচ্ছি, কিন্তু—

দ্বৈত গীত।

অ। প্রেমটাকে যে চাপ্‌তে পারে মনের কোণে,
তারিপ দিই তারে।

জ। চাপ্‌তে গেলে রয় কি চাপা, ফোটে চোখে
মুখের ধারে॥

অ। প্রাণে প্রাণে হ'লে আকর্ষণ, নয় Additiou
যেন সেটা Multiplication,

জ। তাই সে ভীষণ, নিতে হয়—হায়—Precaution.

অ। এক দিয়ে এক ক'র্‌লে Multiply.

জ। একই থাকে, কমি বেশী কিছু নাই।

অ। দেখ্‌তে হোক এক—শক্তিতে খুব পোক্ত জান্‌বে ভাই।
মনে প্রাণে multiplied Heroine Hero.

জ। এক থেকে এক minus হ'লে যে থাকে হায়,
হ'য়ে যায় zero

। দুনিয়ার এই মজা,

জ। মজা নয় সাজা,

অ। হোক তা সাজা—
এই সাজাতেই ঘসা মাজা দুনিয়া প্রেমের রাজা।

জ। প্রাণ দিয়ে প্রেম কিন্‌বে যে জন সেই ত হায় হারে,

অ। আমি প্রাণ বিলাব—প্রেম শেখাব—জিতিয়ে দেব তোমারে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

কা। খুব কোর্টশিপ্ কল্লুম বাবা! যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মা'র্‌বে দই! আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দানপত্রে ওঁকে লিখে দেব, আর

আমার দশ টাকা মাসোহারা! একি ভঁইস রে বাবা! কিন্তু ছুঁড়ীটা দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ ছিল—লেখাপড়াতেও খুব তুখোড়, তা হ'লে হবে কি?—যে বিষম প্রস্তাব! বলে,—মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে! আবার উনি পুরুষ-ইয়ার নিয়ে বৈঠকখানায় রগড় ক'র্‌বেন, আর আমি বাইরে নেড়ী কুত্তোর মত মনে মনে কেঁউ কেঁউ ক'র্‌ব। এ শালার বাড়ী থেকে যাই কি ক'রে? চারদিকে রাত দিন শান্ত্রী পাহারা! সে শালারা Fountain pen থাইয়ে অজ্ঞান ক'রে সর্ব্বস্ব কেড়ে কুড়ে নিলে—এ শালারা বিষয় হাত ক'র্‌বে ব'লে ভঁইস্ ছেড়েছে রে বাবা! এ কোন্ রাজত্বে এলুম;—এখন প্রাণে না মা'র্‌লে হয়।

(সহসা আলো হওন, ও অপূর্ব্ব সাজে নীলিমার প্রবেশ)।

এ কি অপূর্ব্ব আলো! এ কে!—এ কে!—এ কে রূপসী! এটা কি Fairy-land নাকি?

নীলিমার গীত।

আমি দিবস রজনী চাহিয়া র'য়েছি তাহার দরশ আশে।
অন্তরে কি দূরে যেন চারিধারে, তার রূপরাশি হাসে॥
করিতে সতত তার উপাসনা,
সহে কি যাতনা ব্যাকুল বাসনা,
এই যেন পাই—আর যেন নাই,
কাঁদাইতে সে কি এত ভাল বাসে॥

(প্রস্থান।

কা। দেখি—দেখি—দেখি (দ্রুতপদে যাওয়া ও ফিরিয়া আসা) কোথা গেল অপরূপা সুন্দরী! আলোয় গড়া শরীর আলোয় মিশিয়ে গেল!—না, হাওয়ার কায়া হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! এ কি সত্যই Fairy-

land? কি হ'ল—আমার কি হ'ল! একে দেখে যে আমি এক নূতন মানুষ হ'য়ে গেলুম! আমার পানে সতৃষ্ণনয়নে চাইলে—কি সকাতর দৃষ্টি! চোখে চোখে ব'লে গেল—যেন আমিই তার সর্ব্বস্ব! আমায় কি যাদু ক'রলে—যাও যাও যাও—প্রাণ দেহ হ'তে বেরিয়ে হাওয়ায় মিশে গিয়ে—তার প্রাণে মিশে যাও। ফুলের গন্ধের মত তার প্রাণে মিশে যাও, চাঁদের জ্যোৎস্নার মত তার প্রাণে মিশে যাও, সঙ্গীতের সুধাধারার মত তার প্রাণে মিশে যাও। কই—কই—কই—কোথা গেল—কোথা—গেল!

গীত।

কা। কোথা গেল—কোথা গেল—কোথা গেল—কোথা গেল!

(দৌড়িয়া জনীর প্রবেশ)

জ। এ কি হ'ল—এ কি হ'ল—এ কি হ'ল—এ কি হ'ল!

কা। সে কি আলো—সে কি আলো—সে কি আলো—সে কি আলো!

(দৌড়িয়া সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

স। হ'ল কি, তা বল বল—হ'ল কি, তা বল বল—
হ'ল—কি, তা বল বল—

কা। মেয়ে গেল—মেয়ে গেল—মেয়ে গেল—মেয়ে গেল!

স। ক্ষেপেছে দেখ্‌ছি,
এরে নিয়ে চল—নিয়ে চল—নিয়ে চল—নিয়ে চল!

জ। তাই ভাল—তাই ভাল—তাই ভাল—তাই ভাল!

কা। প্রাণ গেল—বুক গেল—প্রাণ গেল—বুক গেল—
প্রাণ গেল—বুক গেল!

[কার্ত্তিককে ধরিয়া লইয়া জনী ও সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান।

(সঙ্গিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

এমন ক'রে জগৎ জুড়ে পাতা প্রেমের কল কেন ?
দেবতারও নাইকো এড়ান, জান লবেজান, মদন এত খল কেন ?
যিনি যতই হ'ন পাকা,
এ কলে প'ড়্‌লে হ'ন ভ্যাকা,
বাচস্পতির বাক্ সরে না, হায় গো যায় দেখা,
এ কলে প'ড়্‌লে তাজা, ভাজা ভাজা, এতই সাজা বল কেন ?
একটু পা ট'লে,
যে জন পড়ে এ কলে,
তার নিশ্বাসে বয় প্রলয় পবন—দেখে সকলে,
ও তার নয়নজলে জাহাজ চলে, বুকে জ্বলে ভল্‌ক্যানো ॥





তৃতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।

হলঘর।

কার্ত্তিকচন্দ্র।

কা। সেই মূর্ত্তি—সেই স্বর্গের মোহিনী মূর্ত্তি—সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে জাগ্‌ছে! আমি আশে পাশে—আগে পাছে—যে দিকে চাচ্ছি—যেন তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি! ঘুমিয়ে স্বপ্নে তাকে দেখ্‌ছি, জেগেও যেন স্বপ্নে তাকে দেখ্‌ছি। সে যেন সজলনয়নে আমার দিকে চাইছে—আহা! —কি মধুর সেই কাঁদ-কাঁদ চাহনী!—আমার সর্ব্বস্ব যা'ক্, আমি তাকে চাই—এতে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। আমি কেবল তাকে ধ্যান করি। একমনে ধ্যান ক'র্‌লে, শুনেছি, দেবতারা সদয় হন—আর তিনি হবেন না? ঐ যে—ঐ যে আমার চা'র্‌দিকে তিনি—ঐ যে ঐ কোথায় মিলিয়ে গেল! আমার মন কেন এমন হ'ল যেন চাঁদের জ্যোৎস্না আমার গায়ে বিষ ঢেলে দিচ্ছে!—এ কি?

সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

ফুর্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ চ'ল্‌ছে হাওয়া, ক'রে ধাওয়া উড়িয়ে নেয় বসন।
না জানি স্বজনি, কোন্ বাঁধনে এলিয়ে গেল মন॥
কি জানি কিসের টানে, চেয়ে থাকি চাঁদের পানে,
কোকিল-ডাক শুন্‌লে কাণে মন করে কেমন॥
জ্যোৎস্নাটা স্নিগ্ধ মধুর লাগ্‌ত কেমন আগে,
এখন কেমন আগুন যেন বিষম গরম লাগে—
আঁখি ছলছল, হের ঝরে জল, মন টলমল, কাঁপে ধরাতল—
বল বল সখি বল বল বল, কাহার সরস পরশ পাইতে
মন করে এমন॥

কা। না—কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। আমার কেবল মনে প'ড়্‌ছে সেই গান—"দিবস রজনী তোমার দরশ আশে"। আর মনে প'ড়্‌ছে সেই মুখ। যেখানে তার দেখা পেইছিলুম, সেইখানে যাই—যদি আবার দেখা পাই। (গমনোদ্যত)

১ম স। কে মশাই আপনি? আমাদের দেখে পালাচ্ছেন কেন?

কা। আমি—আমি একজন বিদিশী পথিক।

১ম স। পথিক?—তা ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর কেন?

কা। তাইত—কেন বলুন দিকি?—বোধ হয়' পথ ভুলে, এসে পড়িছি!

১ম স। ওলো! শুন্‌ছিস্?—উনি বিদিশী পথিক, পথ ভুলে' ভদ্রলোকের অন্দরে ঢুকে প'ড়েছেন!

২য় স। মিন্‌সে চোর—ঘটীবাটি চুরি ক'র্‌তে এসেছে! ওগো! তুমি কি চুরি ক'র্‌বে মতলব ক'রে এসেছ?

কা। আমি চুরি ক'র্‌তে আসিনি—আমারই একটা জিনিস চুরি গিয়েছে—তাই চোরের অনুসন্ধানে এসিছি।

২য় স। ওঃ বাবা—এ দেখ্‌ছি পাকা চোর!

অপর-স। (নিকটে আসিয়া কার্ত্তিকের মুখে গায়ে হাত দিয়া কাণ মলিয়া) উঁ হুঁঃ—এ তত পাকা চোর নয় লো!—এখনো ঢের কাঁচা আছে।

অন্য স। কই দেখি দেখি (তদ্রূপ করিয়া) না—না লো! তত কাঁচা নয়—একটু ডাঁশিয়েছে।

কা। বাবা! চোর প্রমাণ হ'লে তবে সাজা হয়। তোমরা যে চার্জ্জ্‌ দিয়েই দণ্ড দিতে অর্থাৎ কাণ ম'ল্‌তে সুরু ক'র্‌লে! এ দেশে কি এই প্রথা?

১ম স। হাঁ—যেমন করমর্দ্দন ক'রে সম্ভাষণ কর্‌বার পদ্ধতি আছে, আমাদের এখানে করমর্দ্দনের বদলে কর্ণমর্দ্দন ক'রে সম্ভাষণ করাই পদ্ধতি।

কা। তবে ঐ বাচ্‌কানীগুলিও এসে সম্ভাষণ ক'রে যা'ন!—ওঁদের আর ক্ষোভ থাকে কেন? আমি দাঁড়িয়ে থাকলে কাণ নাগাল পাবেন না—আচ্ছা, আমি এই ব'স্‌লুম।—আসুন—আসুন—লজ্জা কি?—ওটা পদ্ধতি বই ত নয়। প্রথা বজায় রাখাই ভাল। (ছোট ছোট-গুলির কার্ত্তিকের কর্ণমর্দ্দন করিয়া দেওন) বাবা! ডেয়োর চেয়ে যে খুদে পিঁপ্‌ড়ের জ্বালা বেশী!

ক্ষুদ্র স। ওলো! বিদিশী পথিকের কাণ দুটি বেশ নরম।

কা। আজ্ঞে, আপনাদের হাতের কোন ক্লেশ হয়নি ত? দেখুন, আগে আমার কাণ এত নরম ছিল না, আপনাদের ডলাই-মলাইয়ের ঠেলায় ক্রমে নরম-গরম দুই-ই হ'য়ে উঠ্‌ল। তা ত হ'ল, এখন

আমাকেও ত পদ্ধতিমত আপনাদের প্রিয় সম্ভাষণ ক'র্‌তে হবে! নইলে আপনারা যে আমাকে বেয়াদব—ব'ল্‌বেন!

১ম স। আমাদের কর্ণমর্দ্দন ক'র্‌তে এলে আপনার গর্দ্দান যাবে।

কা। ও বাবা! আপনাদের বেলায় সাত কড়ায় গণ্ডা—আর আমার বেলায় নবডঙ্কা! তা ভালই—আপনারা কে?

২য় স। আমরা বনবালা।

কা। বনবালা ত বৈঠকখানায় ম'র্‌তে এসেছেন কেন?

১ম স। আমাদের রাজকুমারী এখানে এসেছেন, আমরা তাঁর সঙ্গে এসিছি।

কা। সে রাজকুমারীর পিতা বন-বাদাড়ের রাজা বুঝি?

১ম স। আজ্ঞে হাঁ।

কা। তাঁর রাজত্ব কোন্ বন?

১ম স। Beautiful forest.

কা। সে আবার কি?

২য় স। কেন?—সুন্দরবন।

কা। সুন্দরবন যদি beautiful forest হয়, তবেই ত গেছি! তিনি যখন সুন্দরবনের রাজা, তখন তাঁর প্রজা বুঝি সব beautiful—

১ম স। Royal Bengal Tiger.

কা। আপনাদের রাজকুমারীও মানুষ টানুষ ধ'রে খান নাকি?

২য় স। বাগে পেলে ছাড়েন না—ধ'রেই আড়ে গেলেন।

কা। আর আপনারা?

১ম স। আমরা এখনো খেতে শিখিনি, তবে খাবাটা খোবাটা দিতে আরম্ভ করিছি।

কা। তা বিলক্ষণ বুঝিছি। রাজকুমারী এখানে কেন এসেছেন?

১ম স। বলা নিষেধ।

কা। তাঁর নাম ?

২য় স। তাও বলা নিষেধ।

কা। তা হ'লে—এখানেও ভিড় করা নিষেধ। থাবাটা থোবাটা ত দেওয়া হ'ল—এখন স'রে পড়ুন।

১ম স। আপনি ব'লছিলেন না—আপনার কি চুরি গিয়েছে ?

কা। অমূল্য রত্ন—তা আপনাদের ব'লে লাভ ?

২য় স। আমরা female detective; তা হ'লে উদ্ধারের চেষ্টা দেখতুম।

কা। (স্বগত) এরা বলে কি! (প্রকাশ্যে) আমার প্রাণ চুরি গিয়েছে।

১ম স। ওলো! এ পাগল নাকি ? বলে—প্রাণ চুরি গিয়েছে। প্রাণ আবার নাকি চুরি যায়! মিছে কথা।

কা। ওগো! যায়—যায়! তোমাদের বুঝি এখনো কারো প্রাণ চুরি যায়নি ? আর ও সোঁদর বনের সুঁদরী কাঠের প্রাণ, চুরিই বা ক'রবে কে ?

২য় স। চুরি যাবার যো কি ? লোহার সিন্দুকে রীতিমত চাবিতালায় বন্ধ ক'রে রেখিছি।

কা। ও লোয়ার সিন্দুকেই রাখ—আর মাটির ভেতর পুঁতেই রাখ—একদিন চুরি যাবেই;—তখন আমারই মতন গালে মুখে চড়া'তে হবে।

ম স। তা হ'লে সে চোরকে ধ'রে জেলে দেবো না ?

জেলেই দাও—আর ফাঁসীই দাও—বামাল ফিরে পাচ্ছ না।

২য় স। এ মিনসে আস্ত পাগল।

কা। পাগল বটে—তবে তোমাদের মতন আস্ত নই—ভাঙাচোরা। এখন স'রে পড়—স'রে পড়।

১ম স। ওলো! চল্—এ পাগলের সঙ্গে পাগ্‌লামী ক'রে আর কি হবে।

কা। আজ্ঞে হাঁ—পাত্‌লা হ'ন।

২য় স। ওলো!—চল্—চল্।

[সখীগণের প্রস্থান।

(জলীর প্রবেশ)

জ। My dear husband-to-be—এই যে আমি তোমাকে খুঁজ্‌ছিলুম।

কা। আমার সৌভাগ্য।

জ। এখন চল—চল—Attorneyর বাড়ী গিয়ে, আমার নামে তোমার বিষয়-আশয় সব উইল ক'র্‌বে চল।

কা। (স্বগত) এরা কি রকম লোক! আমাকে বাস্তবিকই পাগল ক'র্‌লে যে!

জ। ও কি হে হবু প্রাণেশ্বর—প্রাণনাথ! এ আবার কি রকম?—তোমার বাক্‌রোধ হ'ল নাকি?

গীত।

জ। ওহে গুণের নাগর রসের সাগর কথা কইছ না যে!
তোমার বদন ভারি দেখ্‌তে নারি প্রাণে মরি—
প্রাণের মাঝে বেজায় বাজে॥

কা। কি জান—কি জান—কি জান—আমি ব্যস্ত আছি বিশেষ কাজে।

জ। অবলা সবলা কুল-ললনাকে এম্‌নি ক'রে কি কাঁদাতে হয়?
গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়ে হয় কিবা সুখোদয়!
আমার হ'চ্ছে প্রাণে ভয়, পীরিত করা তোমার কর্ম্ম নয়।

কা। তুমি প'ড়েছ ত বোধোদয়, সয় যে প্রাণে কাঁটার খোঁচা
তারেই পীরিত সয়॥

জ। আমি রইছি তোমার প্রেম-আশে,

কা। আমি পা'র্‌বোনাক এ মাসে,

জ। দেখ্‌ছি—তুমি empty-headed fool,

কা। আমি ফুল্‌ নইক—ফুল্‌ নইক—beautiful মুকুল।

জ। তুমি সর্ব্বনাশের মূল,

কা। জলী, তোমার ভুল.
এটা ওঠ্‌ ছুঁড়ী তোর বিয়ে নয়কো—হ'য়োনা লো ব্যাকুল।

জ। তোমার—দুকুল যাবে, যে দিক চা'বে, দেখ্‌বে স'র্‌ষে ফুল।

কা। তুমি তিল্‌কে ক'র্‌ছ তাল—

জ। তখন দিও তাল সামাল
পাবে বিষম শিক্ষা যেমন পায় ফেরেব বাজে। (গমনোদ্যত)

কা। আহা যেওনা—যেওনা—শোননা—শোননা—
কেন এত ব'কৃছ বাজে?

জ। ছি ছি! মরি হে লাজে—বাজে কথা বলা তোমারই সাজে—
এমন ধাঁজে বাজে কথা বলা তোমারই সাজে॥

[জলীর প্রস্থান।

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

স। এই যে—তোমাকে আমি খুঁজ্‌ছি।

কা। আমিও যে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাকে কত খুঁজ্‌ছি—তা মোটেই তোমার সন্ধান পাচ্ছিনে। এখন brother-in-law! আমার প্রাণ রক্ষা কর—সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও।

স। আলাপ করিয়ে দিয়ে কি হবে ?

কা। কেন ?

স। তাঁকে ত পাবে না! তিনি হ’চ্ছেন Princess—তাঁকে বিয়ে ক’র্‌বার জন্যে বড় বড় রাজারাজ্‌ড়ারা আস্‌ছে—তাদেরই তাঁর মনে ধ’র্‌ছে না—তা তুমি!

কা। রাজারাজ্‌ড়াকে মনে ধ’রছেনা!—তাই বুঝি ঐ প্যাকমওয়ালাকে এনেছ?—বাবা! ওর চেয়ে আমি কম কিসে?

স। চুপ—চুপ—এখুনি প্যাকমওয়ালা শুন্‌তে পাবে।

কা। শুন্‌তে পেলে কি আমার কাঁচা মাথাটা কেটে নেবে নাকি! শালা বেহেড্‌ মাতাল!

স। এঃ—এ নেহাৎ মরিয়া হ’য়েছে দেখ্‌ছি।

কা। হ্যাঁ—বন্ধু, তা হইছি। ও শালা মাতাল হ’য়ে Princessকে পাবার চেষ্টায় আছে—আর আমি এমন সভ্য ভব্য ভদ্র লোক—আমি কি দোষ করিছি ?

স। আরে চুপ চুপ! Princess-এর পছন্দই মাতাল।

কা। তবে নিয়ে এসো—পিপেকে পিপে ওজড় ক’র্‌ছি।

স। শুধু মদ খেলে কি হবে! রাজা না হ’লে Princess এর সঙ্গে বে হবে কেমন ক’রে ?

কা। উনি কোন্‌ সসাগরা পৃথিবীর রাজা ?

স। His Highness of ফকিকারবাদ। উনি হারুণ-উল্‌-রসিদের মত নানাবেশে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান। কখনো সায়েব, কখনো মোগল, কখনো প্যাথম লাল। স্থানে স্থানে মনের মত ক’নে খুঁজে বেড়ান। তোমার পায়ে পড়ি ভাই, এ কথা কারুর কাছে প্রকাশ ক’র না—তা হ’লে আমার গর্দ্দানা যাবে।

কা। বটে—বটে—এমন? ফক্কিকারবাদ কোথা brother-in-law? ফরেক্কাবাদের কাছে নাকি?

স। হ্যাঁ। সেখান থেকে খুব কাছে। সবে ন'শো নিরেনব্বুই ক্রোশ দূর।

কা। আচ্ছা brother-in-law, ইনি কোথাকার Princess?

স। ইনি হ'চ্ছেন Her Royal Highness the Princess of Sundarbund.

কা। (স্বগত) তবে ছুঁড়ীগুলো সত্যি কথাই ব'লেছে। (প্রকাশ্যে) তা রাজকুমারী এখানে এসেছেন কেন?

স। আজব সহর দেখ্‌তে।

কা। রাজকুমারীর মতই জাঁদ্রেল্ চেহারাটা বটে। তা হ'ক্ brother-in-law, তুমি একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখাটা করিয়ে দাও।

স। তা হ'লে তাঁর দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁর দেওয়ানজীর হুকুম হ'লে আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব—তিনি যদি কৃপা ক'রে সম্মতি দেন—তবে দেখা হ'লেও হ'তে পারে।

কা। তাঁর দেওয়ান আবার কে?

স। তাঁর দেওয়ানের নাম হ'চ্ছে—মর্কটজং জঙ্গীরঙ্গী রঙ্ বাহাদুর।

কা। ও বাবা! তা যা কর ভাই, আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও।

স। কেন, জলীকে আর মনে ধ'র্‌ছে না বুঝি? তোমাকে নিয়ে যে বিষম বিপদে প'ড়্‌লুম। জলীর কেমন রূপ!—কেমন লেখাপড়া জানে—জলী তোমার better-half হবার যথার্থ উপযুক্ত। তুমি যাকে দেখ্‌বে—তারই পীরিতে প'ড়্‌বে—এ মজা মন্দ নয়! আবার আর এক-জনকে দেখ যদি ত ব'ল্‌বে—brother-in-law, ওর সঙ্গে আমার

একবার দেখা করিয়ে দেও। তুমি আমাকে ভারি ফ্যাসাদে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি—তুমি কি রকম?

কা। আর কোন্‌ শালা আর কারো সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে ব'ল্‌বে—বলি ত আমাকে বিশ ঘা চাবুক লাগিয়ে দিও।

স। Princess দেখ্‌বার আগে কিন্তু জলীর জন্যে প্রাণ যায়, বুক যায় ক'রেছিলে! এখন আর তোমার তাকে ভাল লাগ্‌ছে না!

কা। তা হইছিল বটে।—তা এখন কি হবে brother-in-law!

স। আচ্ছা, তা চেষ্টা দেখ্‌ছি। যখন মনের মতন বে দেব ব'লে তোমাকে এনেছি—তখন একবার দেখি চেষ্টা ক'রে—কিন্তু Princessএর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে হ'লে তোমার একটা Royal dress চাই।

কা। কেন?

স। তোমাকেও একটা রাজা মহারাজ ব'লে introduce ক'রে দিতে হবে ত!—নইলে বর্দ্ধমানের কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষাল ব'ল্‌লে তিনি হেসেই উড়িয়ে দেবেন।

কা। বেশ বুদ্ধি ক'রেছ My dear brother-in-law;—বেশ বুদ্ধি ক'রেছ—সেই ঠিক হবে। আমাকে কোথাকার মহারাজ ব'লে পরিচয় ক'রে দেবে বল দিকি?

স। ব'ল্‌ব—ইনি হ'চ্ছেন His Highness of Shankibhanga—খুব বড় লোক—মাসে দশ লাখ টাকা আয়!

কা। আর ব'ল—ইনি পিপে পিপে ধেনো টানেন। বা!—বা!—তোমার দেখ্‌ছি ভয়ানক বুদ্ধি—বেঁচে থাক My dear brother-in-law, তা Royal dressএর কি হবে?

স। তা একটা যোগাড় ক'র্‌ব এখন—এখানে একটা Private theatre party আছে—সেখান থেকে আন্‌ব।

কা। বটে—বটে? তা বেশ হবে—তা বেশ হবে। দেখ দেওয়ানজীর কাছে আমাকে খুব ভাল রকম ক'রে recommend ক'রে দেবে—আমি তোমাকে এর reward দেব।

স। কি reward দেবে?

কা। ঐ Princessএর সঙ্গে যদি কৌশল ক'রে আমার বে দিয়ে দিতে পার, তা হ'লে তুমি যা চাইবে—আমি তাই দেব।

স। আমি যদি তোমার কাছে একটা ইজিপ্টের Pyramid চাই—দিতে পা'র্‌বে?

কা। তা চেষ্টা ক'র্‌ব—তা চেষ্টা ক'র্‌ব।

স। তোমার মাথাটা একটু বিগ্‌ড়েছে দেখ্‌ছি!

কা। স্বীকার ত পেইছি brother in-law!—একটু কেন—বিলক্ষণ বিগ্‌ড়েছে। ঐ তোমার Princessকে দেখে অবধি। Princess এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমার মাথাটা ঠিক ক'রে দেও দাদা!—তোমার পায়ে ধরি। দেখো, জলীকে এ সব ব'লনা যেন?

স। আমি তোমার মত ছেলেমানুষ কিনা যে, তাকে ব'লে আদালত আর ঘর করি।

কা। কেন brother-in-law, আদালত কেন?

স। কেন? তুমি তাকে বে ক'র্‌বে—সব বিষয় লিখে দেবে promise ক'রেছ। সে যদি Breach of promise ব'লে নালিশ করে?

কা। আচ্ছা সে আমার বিষয় নিক্। আমাকে Princessকে দাও।

স। জলীকে বিষয় দিলে তুমি ত ফকির হবে। ফকির হ'লে Princessকে পাবে কেমন ক'রে?

কা। ও বাবা!—এ যে উভয় সঙ্কটে প'ড়্‌লুম। Brother-in-law আমায় বাঁচাও।

স। তোমার খাবি-খেগো প্রাণ আমি বাঁচাতে পা'র্‌ব না।

কা। আমায় বাঁচাও—যেমন ক'রে পার, আমায় বাঁচাও। এত যে আমাকে নাস্তানাবুদ-নাকাল ক'রেছ—আমি মন থেকে সব মুছে দেব —আমায় Princessকে দাও।

স। দেখ, এক উপায় আছে। আমি চুপি চুপি Princessএর ঘরে নিয়ে গিয়ে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি। তার পর তুমি যা ক'রে নিতে পার—সে তোমার কার্‌দানি! কিন্তু তাতে যদি কোন ফ্যাসাদ হয় ত আমায় জড়িও না।

কা। রামচন্দ্র! Brother-in-law, আমি কি এম্‌নি বেইমান!

স। খুব সাবধান! বাঘের মুখে চ'লেছ!

কা। তুমি চল ত—সে আমি খুব হুঁসিয়ার আছি।

স। তবে চল। (উভয়ের প্রস্থান।)

(সঙ্গিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

পীরিতের হিড়িকে মন হাড়-গোড়-ভাঙা দ।
কিছুতেই শুন্‌বে না সে, বলি যদি সাম্‌লে চ॥
দুরাশার পিছে ছোটে, ধ'র্‌তে চাঁদ লাফিয়ে ওঠে,
প'ড়ে হায় ধূলোতে লোটে—
মুখ ফুটে কয় না কথা, চুপে সয় বুকের ব্যথা,
দেখে ভাব গতিক লো তার হ'য়ে থাকি থ।
এ কাজে হাসি কান্না কেউ এড়ান না
যতই হ'ন্ না চ-এ আকার ল-এ আকার ক॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ।

মাঝে মশারি খাটান সুসজ্জিত পালঙ্ক।

সর্ব্বেশ্বর ও কার্ত্তিকচন্দ্র।

কা। কই—কই—এ ঘরে ত কাকেও দেখ্‌ছিনে?

স। চুপ—চুপ—আস্তে কথা কও। ঐ খাটে মশারির ভেতর তিনি আছেন।

কা। ঘুমুচ্ছেন নাকি?

স। না—না; গায়ে মাছি টাছি ব'স্‌বে ব'লে মশারির ভেতর ব'সে কি শুয়ে আছেন—জেগেই আছেন।

কা। তা বেশ।

স। তুমি খুব মোলায়েম আওয়াজে ডাকবে—তা হ'লেই সাড়া পাবে।

কা। কি ব'ল্‌ব?

স। ব'ল্‌বে Your Royal Highness of Sundarbund. তোমাকে আর শেখাব কি হে? আমার মতন সাতটাকে তুমি প্রেমের হাটে বেচ্‌তে কিন্‌তে পার।

কা। না হে—না; বিপদের সময় বন্ধুর পরামর্শ নিতে হয় বই কি!

স। ঐ যেমন ক'রে কোর্ট্‌শিপ্‌ ক'র্‌তে হয়—সেই রকম ক'র্‌বে আর কি!

কা। কোর্ট্‌শিপের নাম আর আমার কাছে ক'রনা—তা হ'লেই আপ্ত-বিচ্ছেদ হবে। কোর্ট্‌শিপের পিত্তি টেনে বা'র্‌ ক'রেছ—কোর্ট্‌শিপে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছে brother-in-law—

স। সে কি হে!—এরই মধ্যে!

কা। মনে আরও কিছু আছে নাকি?

স। আছে বই কি!—এখন আমি চ'ল্লুম।

কা। দেখ, একটু কাছাকাছি, আশে পাশে থেকো।

স। কেন brother-in-law, ভয় পাচ্ছ নাকি?

কা। ভয়? ভয় আমার চোদ্দপুরুষ জানে না। এ ত তোমার সুন্দরবনের Princess! আদত সুন্দরবুনো কেঁদো বাঘের সঙ্গে আমি কুস্তি ল'ড়িছি!

স। বল কি brother-in-law?

কা। তা নয় ত কি! একবার বৰ্দ্ধমান থেকে কল্‌কেতায় আস্‌ব ব'লে ট্রেণে চ'ড়্‌ছি—তখন সন্ধ্যে। গার্ড্ বেটা একখানা গাড়ীতে একলা আমায় ঢুকিয়ে দিয়ে চাবি দিয়ে গেল। তার পর গাড়ীও ছাড়া আর বেঞ্চির নীচে থেকে এক আসল কেঁদো বাঘ—বুঝ্‌লে, একেবারে পাকা Bengal Royal tiger বেরুল'! বোধ করি, ব্যাটা ঘুমুচ্ছিল—গাড়ীর নাড়া পেয়ে জেগে উঠে সাম্‌নের দুই থাবা তুলে, হাঁ ক'রে আমার সাম্‌নে উঠে দাঁড়াল।

স। তোমার দেখেই চক্ষু স্থির?

কা। চক্ষু স্থির কি?—আমি ব'ল্লুম, বটে—রোসো। সঙ্গে এক বড় হাঁড়ী সীতাভোগ ছিল—সেই হাঁড়ীটা দিলুম তার মুখের ভেতর গুঁজে।

স। তার পর?

কা। দিতেই ব্যাটা কোঁৎ ক'রে গিলে ফেল্‌লে! আর যাবে কোথা! গলা দিয়েও ওলে না—আর ওগ্‌রাতেও পারে না!

স। ও!—কি বুদ্ধি তোমার!

কা। Brother-in-law ! ও সব আমাদের সড়গড় ; দিনের ভেতর পাঁচ সাতটা বাঘের সঙ্গে আমাকে পাল্লা দিতে হয়! ওতে বুদ্ধি বেশী দরকার নেই—কেবল একটু বিক্রমের দরকার!

স। ঠিক—ঠিক। তার পর?

কা। তার পর আর কি? লাগ্‌ল পাছাড়! এ পড়ে ত ও উঠে—ও উঠে ত এ পড়ে।

স। ওরে বা'প্‌রে! এমন ক'রে কতকক্ষণ লড়াই হ'ল?

কা। সাত দিন, সাত রা'ত।

স। ট্রেণ চ'ল্‌তে লাগ্‌ল?

কা। নয়ত কি থাম্‌ল? ট্রেণও চ'ল্‌তে লাগ্‌ল, লড়াইও চ'ল্‌তে লাগ্‌ল!

স। বটে?—বেশ—বেশ—আমি তবে চ'ল্লুম। কাছাকাছিই থাক্‌ব।

কা। হ্যাঁ—হ্যাঁ! কি জানি, দুটো একটা কথা যদি জান্‌বার দরকার হয়!

সর্ব্বে। বেশ। [প্রস্থান।

কা। কেমন শালা, ঠকিইছি! আমরা বদ্ধমেনে—পাড়াগেঁয়ে ভুত না? এখন আমার মনোমোহিনীকে ভোলাতে পা'র্‌লে হয়! তা পা'র্‌ব——খুব পা'র্‌ব। এখন কি ব'লে বোধন—না—না সম্বোধন করি? Princessএর সাম্‌নে হাঁটু গেড়ে আদব কায়দায় বসি। (তদ্রূপ করণ) তার পর কি বলি?—বাঙ্গালায় সুরু ক'র্‌ব? উঁহুঃ—হিন্দুস্থানী—উঁহুঃ ইংরিজি (জোড়হস্তে) O twinkle twinkle little star, How I wonder what you are. (মশারির ভিতর হইতে "গোঁ গোঁ" শব্দ হওন) এ কি! গোঁ গোঁ শব্দ কিসের? ঘুমুচ্ছেন বুঝি? তাই নাক ডাকছে। একটু অপেক্ষা

ক'র্‌ব? ঘুম্‌টা ভাঙুক। না বাবা, যদি বাগে পেইছি, ত ছাড়া হবে না। একটু কেশে কেশে ঘুম ভাঙ্গাই। (কাশিয়া) অয়ি সুন্দরবন-হৃদয়-বিদারিণি কার্ত্তিকচন্দ্র-গ্রাসিনি রাহুরূপিণি! একবার কৃপা ক'রে প্রকাশ হ'য়ে এ দাসকে প্রেম-কবলে সবলে গ্রাস করুন। O my Royal Princess of Sundarbund.

(সহসা মশারির ভিতর হইতে ব্যাঘ্রবেশী অপূর্ব্বের প্রকাশ ও কার্ত্তিকচন্দ্রের উপর পতন ও জড়াজড়ি করণ)

ওরে বাবা! গেলুমরে—মলুমরে—বাঘে খেলোরে! এ যে ঠিকঠাক কথামালা—বাঘ বাঘ বলা—আর সত্যই বাঘ আসা! এ যে সত্য সত্যই গ্রাস করে দেখ্‌ছি! আমার মাথাটা সীতেভোগের হাঁড়ী হ'ল—ও বাবা! হৃদয়-বিদারিণী থাবাই বটে! Brother-in-law, brother-in law—এসো। এসো—এসে brother-in-lawর কাজ কর। প্রাণ বাঁচাও। ও বাবা! আমি একলা বাপের একলা ছেলে—প্রাণে মে'রনা বাবা—দুটা একটা চুমো খেয়ে স'রে পড় বাবা!—ওরে শালা brother-in-law, তোদের মনে এই ছিল!—ওরে সত্যি সত্যি বাঘে খায় যে শালা!

(কার্ত্তিককে ফেলিয়া দিয়া অপূর্ব্বের পলায়ন)

(জলীর "কি হ'ল—কি হ'ল" বলিতে বলিতে দৌড়িয়া আসিয়া পলায়নোদ্যত কার্ত্তিককে আটকান)

গীত।

কা। বাঘে খেলে প্রাণে মরি, ছাড় জলী পায়ে ধরি, ক'রনাক ধরাধরি
এত বড় থাবা—এ কি ব্যাঘ্র রে বাবা!

জ। ধিক্ ধিক্ ধিক্ নরে, বাঘ দেখে এত ডরে, কত বাঘ বনে চরে,
তুমি ভারি হাবা—

কা। ছুলো-পানা মুখ—কুলো-পানা থাবা—একি ব্যাঘ্র রে বাবা!
আর বিয়ের কাজ নাই, প্রাণ নিয়ে দেশে যাই, ঘরে গিয়ে খাই দাই,
খেলি পাশা দাবা—এত বড় থাবা—এ কি ব্যাঘ্র রে বাবা!

জ। তুমি দেখি ভারি বোকা, একটুও নয় রোকা, কচি খোকা,
প্রাণ তরে তাই এত ভাবা।

কা। কুলো-পানা থাবা, এ কি ব্যাঘ্র রে বাবা!
এই ল্যাজ এই হাঁ, এই ডাক গাঁক্ গাঁ, এই জ্বল্‌জ্ব'লে দুটো চোখ
ড্যাবা ড্যাবা—এত বড় থাবা—এ কি ব্যাঘ্ররে বাবা!

(কার্ত্তিকের পলায়ন)

জ। হা হা হা হা হা হা কি মজা! কি মজা! কি সাজা! কি
সাজা! দেখি—এখন ব্যাঘ্র মশাই কোথা গেলেন দেখি।

(জলীর প্রস্থান ও ব্যাঘ্রবেশী অপূর্ব্বকে আনয়ন)

আসুন—বাঘ্র মশাই আসুন—আপনার কি নাম?

অ। শ্রীল শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব প্রকাশ ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল। Most
Loyal Bengal Tiger.

জ। আপনার লেজ ত কই দেখ্‌ছিনে?

অ। হায়েষ্ট বিডার সেলে এই বাবুদের ভাগা দিয়ে বেচে ফেলিচি।

জ। আপনার নিবাস?

অ। এই সহরেই!

জ। জু-তে নাকি?

অ। আমিই ত ডবল জু!

জ। তাহ'লে জুজু?

অ। হাঁ।

জ। আপনার mission কি ?

অ। Religious advice gratis.

গীত।

আমি হ'চ্ছি মহামহোপাধ্যায় Tiger C. S. I.
I howl growl bowl prowl scowl owl fowl যারে পাই ধ'রে
খাই, জাতিভেদ নাই ॥
আমি ধর্ম্ম-ব্যাঘ্র—
জীবহিত-সাধনে তৎপর ব্যগ্র—
আমি ঘাটে মাঠে হাটে দিয়ে Religious Sermon
ভিজাইতে গলাইতে নাহি পারি কার মন,
আমি সব লোট্, কভু পরি হ্যাট্‌কোট্ কভু পরি গেরুয়া,
যখন যেমন জোটে নেহি কুচ্ পরোয়া,
ঘুরি রাজ-দরবারে, যথা যাই দর বাড়ে,
যখন যা হাতে ঠেকে, তখন তা করি ট্যাকে,
আধুলি দুয়ানি সিকি আনী কিবা পাই ॥

জ। তা হ'লে আপনি মহানুভব ব্যক্তি।

অ। তুমি এই মহানুভব ব্যক্তিটিকে বিবাহ ক'র্‌বে ?

জ। নিশ্চয়—নিশ্চয়। মানুষ শক্তিশালী হ'লে তাকে বলে—পুরুষ-সিংহ কিংবা পুরুষ-পুঙ্গব কিনা পুরুষ ষাঁড়। তা আপনি না এদিক্—না ওদিক্—আপনি হ'চ্ছেন পুরুষ-ব্যাঘ্র; আপনাকে বিবাহ করা ত সৌভাগ্যের কথা—নিশ্চয় বিবাহ ক'র্‌ব।

অ। নিশ্চয় ?

জ। নিশ্চয়।

অ। নিশ্চয়?

জ। নিশ্চয়।

অ। নিশ্চয়?

জ। নিশ্চয়।

অ। দেখ তিন সত্য ক'র্‌লে—

জ। তা ত ক'র্‌লুম-ই।

গীত।

জ। আমি তোমায় বেড়াতে দেব না ঘুরে।
যত্ন করে হৃদ্‌মাঝারে রাখ্‌ব খাঁচায় পূরে॥

অ। দেখ্‌ছি মেওয়া ফলে সবুরে—দেখ্‌ছি মেওয়া ফলে সবুরে।

জ। দু'জনায় একটি প্রাণ, দু'জনায় একটি ধ্যান,
দু'জনায় তুল্‌ব তান বাগেশ্রীর সুরে॥

অ। Hip Hip Hurray, Hip Hip Hurray, Hip Hip Hurray.

[দু'জনের ধরাধরি করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কা। হিঁয়াসে আবি নিকালো কার্ত্তিকচন্দ্র ইষ্টুপিড্!! হিঁয়া আর কভি নেহি রহেগা। কোন্ শালা আর এখানে থাকে!

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

স। কি ? কি brother-in law ? What is the word ? কথাটা কি ?

কা। কিছু না brother-in-law, কিছু না। আমি চ'ল্লুম।

স। কেন—কেন ? এত রাগ কেন ?

কা। রাগ নয় brother-in-law, এ আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

স। তা হ'লে তুমি আর বিবাহ ক'র্‌ছ না ?

কা। এক দম না!

স। আমাদের কিছু অপরাধ আছে brother in-law ?

কা। কিছু না—কিছু না। বাবা! একলা মানুষ, ক' টাল সাম্‌লাব ? Fountain pen খাওয়ালে—সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে—জলটুঙ্গিতে জানোয়ার বানালে! ভঁইস্ ছাড়্‌লে! তারপর সোঁদরবনের কেঁদো বাঘ! বড় কঠিন প্রাণ, তাই এবার রক্ষে পেইছি।

স। তবে এখন কি ক'র্‌বে ?

কা। সটান দেশে চ'লে যাব। দেশে গিয়ে দিন কতক জিরুব। বড় হাঁপিয়ে উঠিছি।

স। তাই যদি ভাই গোড়াগুড়ি মৎলব ছিল, তা হ'লে আমায় কেন একটা false positionএ ফেল্‌লে ? তুমি অত ক'রে ব'ল্‌লে, তাই না Princessকে রাজি ক'র্‌লুম!

কা। কি রকম ?

স। আর রকম কি! brother-in-law, পাড়াগেঁয়ে লোকের কথায় আর থাক্‌ব না। বিশেষ বর্দ্ধমেনে—যারা promise break করে!

কা। বন্ধু, আমি না হয় promise ভঙ্গ করিছি। তুমি যে brother-in-law আমার অস্থিভঙ্গ ক'র্‌বার চেষ্টায় ছিলে! আচ্ছা, brother-

in-law, দু'পক্ষেই আর ভাঙাভাঙিতে কাজ নেই। তোমার Princessএর কথা কি ব'ল্‌ছিলে—বল।

স। Princess ব'ল্‌লেন—"তুমি যাও, তাঁকে খাতির ক'রে বসাও গে, আমি যাচ্ছি।" তা ভাই, তাঁকে বলিগে যে, মহারাজ দেশে চলে গিয়েছেন। (গমনোদ্যত)

কা। আরে যাও কোথা, যাও কোথা, brother-in-law? এঃ! তুমি সহুরে হ'য়ে পাড়াগেঁয়ের ঠাট্টা বুঝ্‌লে না? যাও, Princessকে নিয়ে এস। আমি এই ব'স্‌লুম।

স। তা ভাই, তোমায় বিশ্বাস কি? আমি এদিকে Princessকে আন্‌তে যাব—আর তুমি ওদিকে সট্‌কাবে!

কা। সট্‌কাব ব'ল্‌লেই সট্‌কাব! তা হ'লে কি এদ্দিন থা'ক্‌তুম বন্ধু?

স। তা হ'লে বল—আমাদের পছন্দ হ'চ্ছে না?

কা। খুব হ'চ্ছে!—খুব হ'চ্ছে বন্ধু! তোমরা মানুষ ভাল, কিন্তু তোমাদের কাজগুলো তেমন পছন্দসই নয়। মাপ কর, brother-in-law!—আমার স্পষ্ট কথা। এখন যাও brother-in-law, Princessকে নিয়ে এস।

স। তবে পালিও না ভাই।

কা। আরে যতক্ষণ কথা কইছ, ততক্ষণ যে আধখানা Princessকে এনে ফেল্‌তে পা'র্‌তে?

স। আচ্ছা, আচ্ছা চ'ল্‌লুম।

[প্রস্থান।

কা। Princess এলে সম্বোধন ক'র্‌ব কি ব'লে? ও সাবেকে চ'ল্‌বে না। একটা নতুন কিছু ব'ল্‌তে হবে।

(নীলিমাকে লইয়া সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

স। এই ইনিই Princess—আলাপ ক'র্তে চেয়েছিলেন—আলাপ করুন। আমি এখন চ'ল্‌লুম।

[সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান।

কা। (স্বগত) আহা এ দেবী—মানবী নয়। (প্রকাশ্যে) আপনি তা—তা—

নী। আপনি আমার সঙ্গে দেখা ক'র্তে চেয়েছিলেন কেন?

কা। তা—তা—কি জানেন—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

নী। কি কথা বলুন না।

কা। তাই ব'ল্‌ছিলুম। আপনার কি বিবাহ হ'য়েছে?

নী। হাঁ। আপনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লেন কেন?

কা। সুন্দরি, আমি শুন্‌ছিলুম, আপনি অবিবাহিতা।

নী। আমি বিবাহিতা বটে! কিন্তু বিবাহিতা হ'য়েও আমি অবিবাহিতা। আমার স্বামী আমায় ত্যাগ ক'রেছেন।

কা। ত্যাগ ক'রেছেন? আপনার মত রূপবতী গুণবতী সরস্বতী পত্নীকে তিনি ত্যাগ ক'রেছেন? তাঁর কি হিতাহিত জ্ঞান নেই?—তিনি কি অমানুষ!

নী। তিনি মানুষ নন—

কা। তিনি জানোয়ার!

নী। না—তিনি দেবতা!—তিনি আমার সাক্ষাৎ দেবতা! আমি মানুষ ব'লে তিনি আমাকে ত্যাগ ক'রেছেন—দেবতার সঙ্গে মানুষের মিল হবে কেন?

কা। তিনি আবার দেবতা! তিনি মূর্খ—আহাম্মক—অধমাধম—বর্ব্বর!

নী। আপনি ও কথা ব'ল্‌বেন না—তাঁর নিন্দা আমার কাণে শুন্‌তে নেই !

কা। তা বটে—তা বটে। হাজার হ'ক, তিনি স্বামী ত ! তিনি কত দিন আপনাকে ত্যাগ ক'রেছেন ?

নী। বিবাহের পরেই।

কা। সে কত দিন হ'ল ?

নী। প্রায় বার বৎসর।

কা। তার পর কি তাঁর সঙ্গে আপনার একবারও দেখা সাক্ষাৎ হয় নি ?

নী। না।

কা। তিনি কি নিরুদ্দেশ ?

নী। তা আমি—

কা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বোধ হয় নিরুদ্দেশই হবেন। আমার বোধ হয়, তিনি মারাও গিয়ে থাকৃতে পারেন।

নী। আপনি কি ব'ল্‌ছেন ?

কা। না—না কিছু বলিনি—ব'ল্‌ছি কি এই তিনি হয় ত ইহধাম ত্যাগ ক'রে কোথাও ভ্রমণে গিয়ে থা'ক্‌বেন।

নী। না—না—ও কথা ব'ল্‌বেন না। আমি জানি, তিনি জীবিত আছেন।

কা। তা বটে—তা বটে (স্বগত) সে শালা বেঁচে থা'ক্‌লেও—ম'রেছে ! আহা ! এমন রত্নকে পায়ে ঠেলেছে !—সে শালা হতভাগা—ইষ্টুপিড্‌—বাঁদর। তার গলায় এ মুক্তার মালা সাজ্‌বে কেন ?—সে শালা—সে শালার ব্যাটা শালা বেঁচে থাক্‌লেও ম'রেছে—নির্ঘাত ম'রেছে ! শালা পাজী মুর্খ আহম্মক ব্র্যাগার্ড—গর্ভস্রাব ! সে শালাকে গা'ল্‌

দেবার কথা খুঁজে পাচ্ছিনে। সে শালার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ক্—তাকে সাপে খা'ক্—plague ধরুক্। সে শালা একা কেন, তার সাত গুষ্টি ম'রুক্। (প্রকাশ্যে) একটা কথা জিজ্ঞাসা করি;—যে স্বামী আপনার সঙ্গে এমন দুর্ব্ব্যবহার ক'রেছে, তার ওপর কি আপনার কিছু মমতা আছে?

নী। তা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? স্বামীকে ত কখন যত্ন ক'র্‌তে পেলুম না!

কা। আমি শুন্‌ছিলুম—আপনি আবার বিবাহ ক'র্‌বেন—এ কথা কি সত্য?

নী। শুনেছিলুম—দ্বাদশ বর্ষ স্বামী নিরুদ্দেশ হ'লে, আবার বিবাহ ক'র্‌তে পারে। তা কে আমায় গ্রহণ ক'র্‌বে?

কা। সুন্দরি, তুমি যদি আমায় গ্রহণ কর—

নী। আপনি কি আমায় দাসী ব'লে চরণে স্থান দেবেন?

কা। চরণে স্থান কি?—আমি তোমাকে আমার হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়ে পূজো ক'র্‌ব।

নী। আমি শুনিছি—আপনি ধনবান্ ব্যক্তি—পিতার একমাত্র পুত্র—আপনার কি এতদিন বিবাহ হয় নি?

কা। (স্বগত) আমি মিথ্যে ব'ল্‌ব না—মিথ্যে ব'ল্‌ব না। এমন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি রমণীর কাছে মিথ্যে ব'ল্‌তে আমার জিভে আট্‌কাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আমার বিবাহ হইছিল কি না জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ?

নী। হাঁ।

কা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হইছিল।

নী। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লেন যে?—আপনার সে স্ত্রী কি মারা গিয়েছেন?

কা। আমি হতভাগ্য। তার কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র না।

নী। (স্বগত) ভগবান্! এ অবলার হৃদয়ে বল দাও—অশ্রু তুমি নয়নের অত ধারে কেন এসেছ?—নয়নের অত প্রান্তে এসো না—প'ড়ে যাবে—প'ড়ে যাবে—স'রে যাও—স'রে যাও—লুকোও লুকোও—মর্ম্মের ভিতর লুকোও—অন্তরের অন্তস্তলে ডুবে যাও। এখানে যিনি আছেন, তিনি তোমাকে দেখ্‌তে পাবেন! এ কি! বুকের ভেতর এমন ক'র্‌ছে কেন?—আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে কেন?

কা। তুমি কি ভাব্‌ছ?

নী। আর কি ভাব্‌ব!

কা। তোমার নাম কি?

নী। আমি মলিনা—

কা। মলিনা—আহা মলিনাই বটে! যেন মেঘে ঘেরা চাঁদ! যেন শিশিরে ঘেরা পদ্মফুল! যে দিন তোমাকে আমি দেখিছি—সেই দিন সেই মুহূর্ত্ত হ'তে আমি নতুন মানুষ হইছি! এতদিন এ সংসারকে মরুভূমি ব'লে জ্ঞান হ'ত—আমি সমুদ্র নদী পুষ্করিণীতে তৃষ্ণার জল খুঁজিছি—পাইনি! আজ যেন সুধার সমুদ্র আমার সাম্‌নে তরঙ্গ তুলে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে!—আমাকে সেই সুধায় ডুব্‌তে ডাক্‌ছে! আজ যেন শুষ্ক পৃথিবী বিচিত্র পোষাক প'রে শিশুর হাসি মুখে মেখে আমার পানে চেয়ে হাস্‌ছে!—ঐ সঙ্গে কি জানি কি আনন্দে আমার মনও হেসে উঠ্‌ছে—এ কি পরিবর্ত্তন!

নীলিমার গীত।

আমি কত যুগ ধরি, তব মুখ স্মরি,
ব'সে আছি তোমা লাগি।

হে অন্তরযামী তোমারেই আমি
যেখানে সেখানে মাগি ॥
পিয়াসার মাঝে তৃপ্তি হইয়া,
আঁধারের মাঝে দীপ্তি হইয়া,
জাগরণ মাঝে সুপ্তি হইয়া,
যদি দেছ দেখা, ওহে প্রাণসখা,
তব ভুজ-পাশ-বন্ধনে, তব পূত-হৃদি-স্পন্দনে,
তুলে লহ প্রেম-চুম্বনে—
শয়নে স্বপনে নয়নে নয়নে
প্রাণে প্রাণে মিশি মধুর মিলনে
তুমি হ'য়ে আমি তোমাতে রহিব জাগি ॥

কা। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া আলিঙ্গন করিতে হাত বাড়াইয়া) এসো—এসো আমার শুষ্ক হৃদয়ে অমৃতের সঞ্চার কর—আমাকে তোমার প্রেমে পাগল কর। আমি তোমার প্রেমে পাগল হ'লেই মানুষ হব। আমি তোমার প্রেমে পাগল হ'লেই মানুষ হব।

নী। আমি তোমারই—কে আস্ছে। [প্রস্থান।

(ব্যাগ হস্তে একজন ও অন্য তিন জন চোপদার সঙ্গে অপূর্ব্বপ্রকাশের রাজবেশে প্রবেশ)

অপূ। (চোপদারদের প্রতি) বাঁধো ইস্কো।

(দুই জন লোকের কার্ত্তিকের দুই পাশে দাঁড়ান)

কা। (স্বগত) শালা আবার কি ভোল ফিরিয়ে এলো রে বাবা!

অ। Who are you?

কা। You—who are you?

অ। I am His Highness the Maharaja of Fakkikarbad

কা। I His Highness Maharaja Shankibhanga.

অ। তুমি আমার betrothed রমণীকে আলিঙ্গন ক'র্‌তে যাচ্ছিলে কেন?

কা। তোমার betrayed কে ব'ল্‌লে?—উনি ত আমারই betrayed—উনি আমাকেই বিবাহ ক'র্‌বেন ব'লেছেন।

অ। কখনই নয়—কখনই নয়!

কা। নিশ্চয় কখনো—নিশ্চয় কখনো।

অ। তুমি ডুয়েল্ জানো।

কা। (স্বগত) কথায় ঠকা হবে না। (প্রকাশ্যে) আমি ডুয়েট্ খুব জানি।

অ। আমি ঐ রমণীর প্রেমপ্রার্থী ওস্মান।

কা। আমি ঐ রমণীর প্রেমপ্রার্থী জগৎশেট।

অ। তবে come on—আর দেরি কেন?

কা। তুমিই জানো।

অ। যখন আমরা দুজনে এক রমণীর প্রেমপ্রার্থী, তখন আমাদের দুজনার একজনা এই পৃথিবী হ'তে অপসৃত হ'য়ে আর একজনের অভীষ্ট পূর্ণ ক'র্‌বার জন্য Opportunity দেওয়া চাই।

কা। যা বোঝ—কর ভাই!

অ। তবে নিকৃলাও রিভল্‌ভার্।

(দুটি রিভল্‌ভার্ বাহির করণ ও একটি কার্ত্তিককে দেওন)

এইটে তোমার—এইটে আমার। ফায়ার্ ক'র্‌বে তিন বার—তুমি দাঁড়াও ঐ কোণে—আর আমি এইখানে। সাপ্‌টে ধর রিভল্‌ভার্। এইবার আমার মাথায় খুন চ'ড়্‌ছে!

কা। শালা যেন বের মন্তর প'ড়্‌ছে!

গীত।

অ। আমি fight ক'র্‌ব duel

কা। শালা বেজায় cruel

অ। যে ম'র্‌বে—হার্‌বে, বাঁচ্‌বে—জিত্‌বে—পাবে ওই জুয়েল্।

কা। শালা যেন বুনো বয়েল্,

অপূ। রিভল্‌ভারের তিন চেম্বারে—

তিন্‌টে গুলি ভরা আছে—ফায়ার্ ক'র্‌ব তিন বারে

কা। এ কি বিয়ে বাবারে !

অ। ঘুনিয়ে এলো তোর মরণ, ইষ্টদেবকে কর স্মরণ,

কা। খুনে শালার দেখে ধরণ, ভয়ে আমার কাঁপ্‌ছে চরণ,

অ। Don't fear—stand straight

কা। শালা ব্ল্যাগার্ড্ গ্রেট্

অ। এতে ম'লে যাবে স্বর্গে

কা। যাক্ তোর গুষ্টিবর্গে—

অ। ম'লে নিয়ে যাবে Morgueএ

Postmortem sequel.

কা। তোকে পোড়াব দিয়ে Kerosine oil

অ। Fire, fire—don't yell.

এক দুই তিন গুলি, উড়্‌ল তোর মাথার খুলি

(অপূর্ব্বের রিভল্‌ভার্ ফায়ার্ করণ ও কার্ত্তিকের হাত হইতে রিভল্‌ভার্ পতন ও কার্ত্তিকের পতন)

কা। ওরে বাবা, খুন ক'র্‌লে—খুন ক'র্‌লে—গুলি মেরে খুন ক'র্‌লে—কে কোথায় আছ, দৌড়ে এস—দৌড়ে এস—রক্ষে কর—রক্ষে

কর (ক্রন্দন) ওরে বাবা রে—মেরে ফেল্‌লে রে—মাথার খুলিটা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে রে—

(দৌড়িয়া সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

স। কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে?

কা। আরে এই শালার ঘরের শালা গুলি মেরে আমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। ওরে বাবা গেলুম রে!—তোরা কে কোথায় আছিস্, আয় রে!

স। অত ষাঁড়ের মতন চেল্লাচ্ছ কেন?

কা। চেল্লাচ্ছি কেন—বুঝ্‌তে পারিনি। তোমার অমনি মাথার খুলিটা উড়ে যাক্, আর তুমি নিশ্চিন্দি মনে হরিনাম জপ দিকি বাবা! এ কি রক্ত রে বাবা! একটা গুলি গেছে বুকের হাড় ভেঙ্গে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে। আর একটা ভেঙ্গেছে মাথার খুলি!

স। কই কই দেখি। এই ত মাথার খুলি ঠিক আছে দেখ্‌ছি!

কা। অ্যাঁ!—আছে—আছে? (মাথায় হাত বুলাইয়া) কিন্তু শালা বুক ভেঙ্গে দিয়েছে রে বাবা! এই দেখ রে বাবা—একি রক্ত রে বাবা!

স। দেখি—দেখি? (কার্ত্তিকের বুকের পোষাক খুলিয়া দেখা) কই? —কোথায় লেগেছে?—কই? কোথা গুলি?

কা। একটা পিট ফুঁড়ে বেরিয়ে:পালিয়েছে। আর একটা মাথার ওপর দিয়ে ভোঁ ক'রে উড়ে গেছে! কি রক্ত রে বাবা!

স। কই?—কই?—কিছুই ত হয় নি?—কেবল ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছ!

কা। হব হব ত হইছিল brother-in-law!—হয়নি সে আমার গুণে! ও শালা ত কসুর করে নি! ভাগ্যিস্ আমি বুদ্ধির কাজ ক'রে রিভলভার্ ছুড়্‌বার আগেই শুয়ে প'ড়েছিলুম—তাই রক্ষে—লাগেনি—দাঁড়িয়ে থাক্‌লে এতক্ষণ Khat bring ক'র্‌তে হ'ত।

অ। কি! লাগে নি?—নিশ্চয় লেগেছে। তুমি জোচ্চোর—তুমি শালা আমায় ফাঁকি দিয়েছ।

কা। অ্যাঁ!—অ্যাঁ!—ফাঁকি দিয়েছে!—ফাঁকি দিয়েছে! শালা খুনে!

অ। Very good—তবে ঠিক দাঁড়াও—ন'ড় না—ফের লাগাই।

কা। শালা ফের গুলি করে যে! ওরে বাবা রে—রক্ষে কর—রক্ষে কর—মেরে ফেল্‌লে—মেরে ফেল্‌লে—

(গোপেশ্বরের প্রবেশ)

গো। কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে?

কা। শালারা জোট বেঁধে আমার প্রাণটা নিয়ে ন'কড়া ছ'কড়া ক'র্‌ছে! এই দেখুন sir, এই ফক্কিকারবাদের রাজা না কে শালা আমাকে গুলি মেরেছে।—আপনি পুলিশ ত—শালাকে বাঁধুন।

গো। তোমার লেগেছে নাকি?

কা। আজ্ঞে না sir লাগ্‌বো লাগ্‌বো হয়েছিল।

গো। কেন গুলি মা'র্‌তে গিইছিল?

কা। শালা বলে কি—আমি ওর হবু বৌকে বিয়ে ক'র্‌তে গিইছি! দেখুন ত হুজুর—শালার কি মিথ্যে কথা!

অ। শালা, আমার মিথ্যে কথা? তুই শালা কে বল্‌ত? শালা পাকা জোচ্চোর—কখনো বলে—কার্ত্তিক ঘোষাল, কখনো বলে—Cow-shed কখনো বলে Ox-fox—আবার এখন ব'ল্‌ছে—His Highness of Shankibhanga.

কা। তুই শালাই বা কম কি? মশাই, কখনো বলে—ম্যারেজ্‌ লাইসেন্স, কখনো বলে—প্যাকমলাল কোর্টশিপ্‌ওয়ালা, আবার শালা এখন ব'ল্‌ছে—His Highness ফক্কিকারবাদ। তুই শালা আসল কি, বল্‌ত?

গো। ওকে আমি চিনি। এখন তোমায় যা যা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি ক'রে বল—নইলে আবার হাতকড়ি লাগাব।

কা। হুজুর! আমি ত বরাবরই সত্যি কথা ব'লেই আস্ছি—

গো। All right—তোমার বিবাহ হ'য়েছে?

কা। আজ্ঞে হাঁ।

গো। কত দিন?

কা। বার বছর আগে।

গো। সে পরিবার তোমার কোথায়?

কা। আজ্ঞে sir, শুনেছি—আমার শ্বশুর ম'লে, তিনি পশ্চিমে কোথায় তাঁর মামার কাছে আছেন।

গো। তাঁর মামার নাম কি জান?

কা। আজ্ঞে sir, নাম জানি—ধাম জানি—কাম জানি। তাঁর নাম—গোপেশ্বর মুখুয্যে, ধাম—পশ্চিম, কাম—ডেপুটী মাজিষ্টার।

গো। তোমার স্ত্রীর নাম কি?

কা। আজ্ঞে sir, শুনেছি—নীলিমা সুন্দরী।

গো। তাকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পার?

কা। আজ্ঞে sir, না—আমার বার বছর বয়সের সময় বিয়ে হয়—তারপর ফুলশয্যার রাত্তিরে একবার দেখেছিলুম।

গো। আমারই নাম গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

কা। (স্বগত)! ওঃ এতক্ষণে বুঝ্‌লুম! এরা আমায় বাগে পেয়ে কায়দা ক'রে সেই পুরোণো পরিবারটি গছাতে চান! ওঃ! এরা কি ফন্দীবাজ! ভঁইস্ ছাড়্‌লে—বাঘ ছাড়্‌লে! আচ্ছা, দেখি, কেমন ক'রে গছাও! যদি Princess মলিনাকে না দেখ্‌তুম, তা হ'লেও এক কথা ছিল! এখন গলায় ছুরি দিলেও পুরোণো মাগ নিচ্ছিনি!

গো। শোন, ভাব্‌ছ কি? তোমার স্ত্রীকে এতদিন আমি পালন করিছি—

কা। আজ্ঞে মামাশ্বশুর sir, তা ক'রেছেন। বলেন ত—সে আমি সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দিতে রাজি আছি। আর তাকে এখন থেকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে মাসোহারা দিতেও রাজি আছি।

গো। সে তোমার পরিবারের সঙ্গে বোঝাপাড়া ক'রে তুমি রাজি ক'র। আমি তোমার টাকা চাইনি। তবে এক কথা, আমি এখন আলিপুরে বদলী হইচি—এইবার পেন্সন নিয়ে কাশী যাব। তোমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যেতে পা'র্‌ব না। তুমি তার বন্দোবস্ত কর।

কা। আজ্ঞে তাকেও আপনার সঙ্গে কাশীপ্রাপ্ত করা'লে হয় না?

গো। না বাপু, সে হবে না। কা'ল জলীর বিবাহ। তাতে কল্‌কেতার গণ্য মান্য লোক সব আ'স্‌বেন। তুমি তাঁদের সাম্‌নে ব'ল্‌বে,—তোমার স্ত্রীকে নেবে কি ত্যাগ ক'র্‌বে। তাঁরাই সাক্ষী থা'ক্‌বেন। আমি এ family scandal নিয়ে আদালত ক'র্‌তে চাইনে। আজকের মধ্যে তুমি স্থির ক'রে ফেল—যা ক'র্‌বে।

কা। মামাশ্বশুর sir আমার ও স্থিরই আছে।

গো। বেশ কথা—কা'ল সকলের সাম্‌নে ব'ল। তোমরা সব এসো—আমার কথা আছে।

(কার্ত্তিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

কা। ভরসার ভেতর এই—ভঁইস বেটী ঘাড়ে থেকে নাম্‌ল! নইলে বাবা, যে রকম জোটপাট—এখনো যে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পা'র্‌ব--সে ভরসা হয় না। চিঁড়ের বাইশ ফের—আমার দেখ্‌চি একশো আট! কোন রকমে এদের হাত এড়িয়ে যদি দেশে ফিরে যেতে পারি, আর কোন্ শালা এ মুখো হবে! খাজা সীতাভোগ

বেঁচে থাক্, মিহিদানার বংশ বৃদ্ধি হোক্, গোলাপবাগে হাওয়া খেয়ে দিন কাটাব, আর কল্‌কাতা মুখো হবো না। শালারা বোধ হয় একটা যাত্রা ওয়ালার ছেলেকে Princess সাজিয়ে ছিল মাগটিকে গছাবে ব'লে। পাড়াগেঁয়ে ভূত পেয়েছে কিনা! আচ্ছা কা'ল দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সজ্জিত মণ্ডপ।

গোপেশ্বর, শ্যামসুন্দর, নলিনাক্ষ, সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতি।

সজ্জিতবেশে অপূর্ব্ব ও জলী।

গো। বাবা অপু, জলীকে আমি অতি যত্নে পালন করিছি। এতদিন আমার ছিল, আজ তোমার হাতে দিলুম। যদিও তুমি মাতুলের সম্পত্তি পেয়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'য়েছ,কিন্তু জলী পিতৃ-মাতৃ-হীনা ব'লে মনে ক'র না সে ভিখারিণী হ'য়ে তোমার গৃহে যাচ্ছে। জলীর পিতার যে কিছু অর্থ ছিল, আমি তা খাটিয়ে লক্ষ টাকা করিছি। এই নাও সে কোম্পানীর কাগজ।

অ। এ কাগজ এখন আমি কি ক'র্‌ব—আপনার কাছেই থাক।

গো। আজ আমার বড় সুখের দিন। আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি, তোমরা সুখী হও। আপনারা সকলে মিলে এদের আশীর্ব্বাদ করুন।

সকলে। Hip Hip Hurray! Three cheers for the Happy Pair!

কার্ত্তিকচন্দ্রের প্রবেশ।

কা। শালারা সব ষাঁড়ের ডাক ডাক্‌ছে, আবার কি কাণ্ড বাধিয়েছে! ও বাবা! এই যে Gangerji, Bangerji—সব জীই হাজির। এই যে প্যাকমধারী শালার ঘাড়ে ভ'ইস্‌ চেপেছে। আচ্ছা হ'য়েছে!

গো। বাপু, এই সব ভদ্রলোক রয়েছেন, তোমার মৎলব কি, খুলে বল।

কা। মামাশ্বশুর sir, আমার প্রথম মৎলব হ'চ্ছে, এখান থেকে স'রে পড়া। দ্বিতীয় মৎলব—আমার পরিবার নীলিমাসুন্দরীর সঙ্গে ফারখৎ করা। আর তৃতীয় মৎলব—তাঁর ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক এক শো টাকা বন্দোবস্ত করা।

ন। প্রথম মৎলব যদি স'রে পড়া, তবে আর দুটো মৎলব হাঁসিল ক'র্‌বে কে?

কা। না হয়, হাঁসিল ক'রে স'রে প'ড়্‌ব। যা হ'ক্‌ কিছু আক্কেল সেলামী নিয়ে ছেড়ে দিন্‌—কেঁদে বাঁচি।

গো। সর্ব্বেশ্বর, নীলিমাকে নিয়ে এসো। তাকেই ফারখতের কথা বল। আপনারা সব সাক্ষী রইলেন—ইনি ফারখৎ ক'র্‌ছেন।

শ্যা। বাবাজী, ফারখৎ ক'র্‌বার জন্যে এত সেজেগুজে এসেছ কেন?

কা। আমি ত স্ব-ইচ্ছায় কিছু ক'র্‌ছিনে ব্যাঙ্গার্জ্জি মশাই! এঁরা যেমন সাজাচ্ছেন, যেমন নাচাচ্ছেন—তেম্‌নি সাজ্‌ছি, তেম্‌নি নাচ্‌ছি। তা ব্যাঙ্গার্জ্জি মশাই! এ পোষাকটার ওপর আর নজর দেবেন না। এ আপনারই দলের লোক—বন্ধু-বান্ধবরা সব দিয়েছেন। আমি দেশে গিয়ে বরং ফিরে পাঠিয়ে দেবো।

(নীলিমাকে লইয়া সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

এ কি! এ যে Princess! না বাবা, যাত্রাওয়ালার ছেলে ব'লে ত বোধ হ'চ্ছে না—এ সত্যি Princess! সেই কাতর-নয়নে আমার আশ্রয় চাচ্ছে! মশাই, এ যে Princess!

গো। এই আমার ভাগ্নী নীলিমা। এখন তোমার কি কথা বল।

কা। (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! এই নীলিমা?—এই অমূল্য রত্নকে আমি এতদিন অযত্ন করিছি! হায় হায়! পাড়াগেঁয়ে ভূত (প্রকাশ্যে) মশাই, একে ত আমি ফারখৎ করিনি!

গো। মশাই, আপনারা সকলে সাক্ষী।

সকলে। নিশ্চয়—নিশ্চয় ফারখৎ ক'রেছ।

কা। এ আবার কি ফ্যাসাদে প'ড়্‌লুম! মহাশয়গণ, আমার একটি নিবেদন আছে। পয়সা কড়ির অভাব নাই, বাপ মার আদুরে ছেলে হ'য়ে, ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়ার পাট বড় পড়িনি। নাটক, নভেল, উপন্যাস প'ড়ে মাথা বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। মনে ক'রেছিলুম, কোর্টশিপ্‌ ক'রে বিবাহ না ক'র্‌লে দাম্পত্য-সুখ হয় না! এই ভ্রমে প'ড়ে এই রত্নকে আমি এতদিন অবহেলা করিছি! পাছে কেউ মূর্খ পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে, সেই ভয়ে ইংরিজি চা'ল চা'ল্‌তুম। কিন্তু আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'র্‌ছি—আমি যথার্থই ভূত! এই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী দেবীর সঙ্গে আমি ফারখৎ করিছি—আপনারা তার সাক্ষী। এখন ফারখতের বদলে রকমারি কোন রকম খৎ নিয়ে আমাকে সকলে রেহাই দিন্‌। আমি এই নাকে খৎ দিচ্ছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

গো। বাবাজী, তোমার যে আক্কেল হ'ল, তাতে আমরা খুসী।

নী। (স্বগত) দ্বাদশ বৎসরের যন্ত্রণা এক কথায় জুড়াল! এ কি স্বপ্ন?

না সত্যই আমার হৃদয়-দেবতা সদয় হ'য়ে দুঃখিনীর চক্ষের জল মোছালেন ?

ন। বাবাজী, আমরা তোমার কাছে কিছু অপরাধ করিছি। এই তোমার টাকা কড়ি কাপড় চোপড়—সব নাও।

কা। মশাই, আপনারা সকলে মিলে আমায় যে আক্কেল দিয়েছেন, আমি তার জন্যে সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। কাপড় চোপড় টাকাকড়ি আপনারা সব বিতরণ ক'রে দিন্। কেবল জুতোজোড়াটি আমায় দিন্। আমি জুতোর-ই যোগ্য!

গো। দেশভেদে যেমন রুচি ভিন্ন—তেম্নি প্রথাও ভিন্ন। বিলিতি চা'ল আমাদের দেশে সয় না। বিবাহ সম্বন্ধে ঋষিগণ যেরূপ ব্যবস্থা ক'রেছেন—সেই ব্যবস্থার অনুসরণ করাই মঙ্গলজনক। সেই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হ'লে যে. সংসারে বিশেষ অনিষ্ট ও অশান্তি ঘটে, তৎপক্ষে আর সন্দেহ নেই। আমাদের বাবাজী কার্ত্তিকচন্দ্র তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

(মিঃ জেকবের প্রবেশ)

Good evening, Mr. Jacob—মহাশয়গণ, আমার বন্ধু জেকব্ আজ এই শুভদিন উপলক্ষে কিছু ম্যাজিক্ দেখাবেন। আপনারা দেখুন।

জে। One, two, three (বন্দুকের আওয়াজ করণ ও পট পরিবর্ত্তন। নিম্নদেশ হইতে দুইখানি সিংহাসনের উত্থান ও শূন্যে নানাবর্ণের পক্ষীর আবির্ভাব। সিংহাসনের নীচে "Long live the happy pair" লেখা।)

[অপূর্ব্ব ও জলী এবং কার্ত্তিক ও নীলিমার সিংহাসনে উপবেশন ও অন্যান্যের প্রস্থান।

রঙ্গিণীগণের গীত।

দেখ কিবা মিলনের বাহার।

যে চায় যেমন তার সে তেমন, মিল্‌ল বরে বিধাতার॥

Long live the Happy Pair.

স্ত্রীগণ। কি চুম্বক-আকর্ষণে, মিল্‌ল দোঁহে দোঁহার সনে,

স'ম্‌ঝে দেখ মনে মনে—আছে কিছু সম্‌ঝাবার—

খরচ ক'রে কিছু রেস্ত, দেখ্‌লে কেমন হেস্তনেস্ত

(পুনর্ব্বার বন্দুকের শব্দে সর্ব্বোপরি আলোক-রিংএর মাঝে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ ও নীচে লেখা "Long live our Empress and the Emperor.")

গীতাংশ

হাসিমুখে বল বেশ ত—হাসিমুখে এস আবার॥

Long live the Happy Pair

Long live our Empress and the Emperor.

Curtain.

বঙ্গের বরণীয় প্রবীণ সাহিত্যিক সঙ্গীতাচার্য্য কবি শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয় লিখিয়াছেন—

আপনার "খেয়াল" পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। কবিতাগুলি চুটকি ধরণের বলিয়া পড়িতে ক্লান্তি বোধ হয় না। ইহার অনেকগুলি কবিতা নীতিগর্ভ এবং প্রবচনের ন্যায় লোকের মুখে মুখে চলিতে পারে। এইরূপ প্রবচনের ধরণের কবিতা লোকশিক্ষার বিশেষ উপযোগী।

নটকবি নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—

মাষ্টার, তোমার খেয়াল বেশ হ'য়েছে! এ সব খেয়াল সর্ষের তেল-মাখা মাথাতেই ঢোকে; কাঁটা-চামচে হাতে ক'রে নয়, ভাতের গরাস মুখে তুল্‌তে তুল্‌তেই এমন সব বোল বা'র হয়; সোফায় শুয়ে নয়, মাদুরে প'ড়ে প'ড়েই এ সব ভাব মনে আসে।

ভাবে ভাষায় বেশ একটু আমের বোলের গন্ধ-ভরা পল্লীগ্রামের বাতাস আছে; সে বাতাস যে রচনার গায়ে লাগে, সেই রচনাই অনেক দিন বেঁচে থাকে। পুরাতন প্রবাদ-বচনের মত অনেকগুলি চরণ আপনা-আপনি মুখস্থ হ'য়ে যায়। তোমার খেয়ালের 'ওপর ভেতর দুই-ই খুব চক্‌চ'কে।

কায়স্থ-কুলতিলক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল মহোদয় লিখিয়াছেন—

আপনি নির্ভীকভাবে ও সরলভাবে যে প্রকারে মনের ভাবগুলি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে পুস্তকখানি সুপাঠ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

Rai Baikunthanath Basu Bahadur writes :—

I have been through "Kheyal" more than once and found it delicious reading. The "madness" with which the auther delights in associating his composition is striking in its method. The pieces are short and sweet, and run through almost the whole gamut of human thought. The versification is crisp and bright, and the style such as to compel attention. To those who desire to while away an hour or so in pleasant and profitable study, "Kheyal" can unhesitatingly be recommended. Babu Devkantha Bagchi deserves to be congratulated on the success which has attended on his maiden efforts at semi-serious composition.

কৃষ্ণনগর-গোয়াড়ীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় লিখিয়াছেন—

ইহা 'খেয়াল' হইলেও বদ খেয়াল নহে। ইহাতে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে; তাহা পড়িলে অনেকের আহ্লাদ ও উপকার হওয়ার কথা। 'পত্নীর জন্মভূমি' উৎকৃষ্ট হইয়াছে। "জিহ্বা ও দন্ত" বেশ হইয়াছে, "সে কোথায়" কবিতায় প্রকৃত কবিত্ব আছে। "দুনিয়া" "জন্ম" "মধুমক্ষিকা ও ভঙ্গ" অতি সুন্দর। তোমার "খেয়াল" আমি উকিল-লাইব্রেরীতে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইয়াছি, সকলেই এক বাক্যে তোমার কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শারদা প্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় লিখিয়াছেন—

প্রিয় দেবকণ্ঠ,তোমার খেয়াল শুনিয়া অনেক সময় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এবার তোমার 'খেয়াল' দেখিয়াও আবার তেমনি তৃপ্তি অনুভব করিলাম। তোমার গানের খেয়াল, আর এই প্রাণের খেয়াল, কে উচ্চ কে নীচ, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তবে ইহা ঠিক বুঝিতেছি যে, তুমি যেমন দেবকণ্ঠ,তেমনি দেব-হৃদয়, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যথার্থ রসভাবজ্ঞ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণকান্তকে 'রস-সাগর' উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার আমল হইলে তিনি তোমায় "রস-রত্নাকর" বা "কবি কর্ণপুর" এইরূপ কত উপযুক্ত উপাধি দিতেন। খেয়ালের অংশই বেশী বলিয়া তোমার কাব্যখানির "খেয়াল" নাম দেওয়া ঠিকই হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায়, কাব্যের কবিতাগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ হইলে ঐ কাব্যকে কোষকাব্য বলে। কোষ অর্থে ধন-রত্নাদি বা তাহার ভাণ্ডার। তোমার খেয়ালের এক একটি কবিতা যে এক একটি রত্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং তোমার সম্বন্ধে "রস-রত্নাকর" আদি উপাধির অনুমান করিয়া নিশ্চয়ই আমার কিছু বেশী বলা হয় নাই। খেয়ালের রসোচ্ছ্বাসই বা কি প্রচুর! ইহাতে তোমার সরস হাস্য ও প্রফুল্ল হৃদয় পদে পদে পূর্ণ-প্রতিভাত! তোমার কবিতায় আর অন্তঃকরণে কোন বিসংবাদ নাই। কবিতা দেখিয়া কবিকে সুস্পষ্ট চেনা যায়। আর বিধাতা যে স্বতন্ত্রতায় তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি আবার সেই স্বতন্ত্রতায় তোমার কবিতা সৃষ্টি করিয়াছ, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ইহা কি কম কৃতিত্ব! আর একটা কথা বলিবার আছে—এখনকার কবিতায় আর সে-কালের গন্ধ বা সে-কালের আনন্দ বড় পাই না। এ কালের কবিদিগের অনেকেরই কিছু উঁচু নজর। অর্থাৎ স্বর্গের দিকেই তাঁহাদের কবিতা

মিলাইতে তাঁহাদের অধিক ঝোঁক। কথায় কথায় তেমন স্বর্গের পরিচয় আমাদের নাই, আমরা পৃথিবীর কথাই অধিক বুঝি। পৃথিবীর কথা স্পষ্ট বলিয়া তাহা বুঝিতেও কোন কষ্ট হয় না। তাই তোমার খেয়াল পড়িয়া, আশেপাশে তাহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আমার অনেক দিনের রুদ্ধ আনন্দধারা আজি হৃদয় ছাড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে উছলিয়া উঠিয়া ছিল। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্থির-শোভনা কবিতা চিরযৌবনা হইয়া অনন্তকাল পাঠককে আনন্দ বিতরণ করিতে থাকুক।

নাট্যকার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

* * * আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রজ্ঞানে, আমি যে কয়েকখানি বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিয়াছি, আজ "খেয়াল" পড়িয়া মনে হইল, ইতিপূর্ব্বে আর কখন এরূপ ভাবের 'খেয়াল' কখন কাহারও দেখি নাই। পড়িতে পড়িতে অনেক স্থলে মনে হইল, ইহা কি আধুনিক সময়ের উপযুক্ত "চাণক্য-শ্লোক ?" তাহা না হইলে, এমন নীতি-বাক্য, এমন নীতি-জ্ঞান এমন নীতি-বিধানের কথা. কই আর কেহ ত কখন এরূপ 'খেয়ালের' ভাবে লিখিয়া, বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বল করেন নাই! ভাবের মাধুর্য্য! লেখার চাতুর্য্য! আর সত্যের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া, আমার যে পরিতৃপ্তি হইয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে ব্যক্ত করা সাধ্যাতীত। * * *

স্থানাভাব বশতঃ আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির অভিমত প্রকাশে নিরস্ত হওয়া গেল।

সংবাদ পত্রের অভিমত।

১৩২০ বঙ্গাব্দ, ২রা মাঘ "নায়ক" লিখিয়াছেন ;—

'খেয়াল' কতকগুলি সুপদ্যের সমষ্টি। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী এই পদ্য গ্রন্থের রচয়িতা। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি চমৎকার। অথচ, মূল্য বেশী নহে,—৸৹ বার আনা মাত্র।

এই হেঁয়ালীর যুগে 'খেয়াল' পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আনন্দের কারণ এই যে, এ 'খেয়াল' কোনও অধ্যাত্ম-রোগগ্রস্তের অসম্বন্ধ প্রলাপ নহে। 'খেয়ালে' অর্থ আছে, আবেগ আছে, এবং স্থানে স্থানে ভাবুকতার নিদর্শনও আছে। ইহাতে যে দোষ নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু গুণের তুলনায় সে দোষ মার্জ্জনীয়। আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে 'ন্যাকামীর' চিহ্ন মাত্র নাই। পুস্তকের 'মুখ-বন্ধে'ই কবি বলিতেছেন,—

"মনে যদি ভাব উঠে কে রাখে তা চেপে।
যে রাখে সে বোবা হয়—নয় যায় ক্ষেপে॥
ভাষার পোষাক দিয়ে কেতাবের শেপে।
প্রকাশ করিনু তাই ভাবগুলা ছেপে॥

এ যুগে এমন করিয়া মনের কথা সরল ভাবে খুলিয়া বলিবার সাহস সকলের দেখা যায় না। কিন্তু দেবকণ্ঠের সে সাহস আছে। 'খেয়ালে' দেবকণ্ঠের নির্ভীকতা ও সরলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের আর একটী গুণ এই যে, ইহার প্রায় অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই বেশ একটু তীব্র অথচ মিষ্ট হাস্যের ক্ষীণ ধারা বহিয়া যাইতে দেখা যায়। এই গুণ হেতু গ্রন্থখানি অধিকতর চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একস্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"ঐ দেখা যায় গ্রামটি দূরে তাল পুকুরের পাড়ে ।
প্রাণান্তকর প্রান্তটি ওর ভরা বাব্‌লার ঝাড়ে ॥
গাঁয়ের মাঝে আশ-শ্যাওড়া-বন-জঙ্গলে ঘেরা ।
হোক না কেন—তবু ওটি সকল গাঁয়ের সেরা ।
ওটি হচ্ছে প্রাণেশ্বরী পত্নীর জন্মভূমি ।
তাইতে আমার স্বর্গপুরী সঠিক জান্‌বে তুমি ॥"

গ্রন্থখানি পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইলে আমরা সুখী হইব। দেবকণ্ঠ সুগায়ক বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তিনি যে একজন সুলেখক, সম্যক্ পরিচয় আমরা এইবার পাইলাম।

১৩২০ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা মাঘ শনিবারের "বঙ্গবাসী" লিখিয়াছেন ;—

আমরা শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয়ের রচিত "খেয়াল" নামক গ্রন্থখানি পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহা কবিতা-গ্রন্থ। বাগ্‌চী মহাশয় অবশ্য পাগল নহেন ; কিন্তু ভাবের গ্রন্থি অবিক্ষিপ্ত নহে। সকল কবিতায় খেয়াল অর্থাৎ ভাবের বিকাশ। বাগচী মহাশয়ের কবিতায় যেরূপ ভাবের বিকাশ, তাহা প্রথম দৃষ্টেই পাগলের খেয়াল মনে হইবে ; কিন্তু কবিতাগুলি পড়িলে বুঝিতে হইবে কবিতাগুলি খাঁটী ভাবুকতাময়ী। এক একটী কবিতায় এক একটী খেয়াল বুঝিবার পক্ষে বেশ সোজা ; অথচ তাহার ভাবুকতা বুঝিতে একটু ভাবুকতার প্রয়োজন। বুঝিলেই আনন্দ। যাহাদের দেহে গণ্ডারের চামড়া, তাহাদের দেহে ক্ষুরধার বল্লম সহসা প্রবেশ করে না ; কিন্তু বাগ্‌চী মহাশয়ের খেয়াল-কশাঘাতে তাহাদেরও চামড়া ফাটিতে পারে। খেয়ালগুলি মধুর ও শ্লেষ-রসসিক্ত ; অথচ কটাক্ষের মর্ম্মভেদী কশাঘাত, সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব-বর্ণন স্বাভাবিক। এক কথায় বুঝি, বাঙ্গালা সাহিত্যে এই "খেয়াল" প্রকৃত নূতন সম্পদ।

সর্ব্বত্রই আবিষ্করণ, অনুকরণের লেশ নাই। বাগ্‌চী মহাশয় সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া সুপরিচিত। অনেকেই তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিখিয়াছেন। খেয়াল পড়িলে বুঝিতে হইবে, মৌলিক রস-রচনায় অনেককেই তিনি শিক্ষা দিতে পারেন। এ গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত তারকনাথ বাগচী। ৯২ নং গৌর লাহা ষ্ট্রীট্, আহিরীটোলা, কলিকাতা। মূল্য বার আনা। কাগজ, বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর। বাঙ্গালায় এ গ্রন্থের অনাদর হইলে বঙ্গসাহিত্যেরই কলঙ্ক। অনেকেরই তন্দ্রিত বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইবে।

Indian Mirror of 8th February, 1914, says : —

The designation perhaps does less than justice to the collection of verses and couplets which the book before us embodies. They are not "Whimsicalities" but representatives of quiet humour, and in many instances, of sober truth. The verses are tersely put and some of the couplets are epigrammatic enough to be committed to memory. The auther would have done well in checking his propensity for punning which, although ingenious in some cases, is considered out of taste in present day-poetry, and its only justification lies in the fact that Kheyal, like charity, covers a multitude of sins. The author has shown in his composition that he is as good a reader of books as he is of human character. He is a musician of note, and music and poetry seem to have found a happy home in his versatile brains.

স্থানাভাবে অন্যান্য সংবাদ পত্রের অভিমত বাদ পড়িল।
